✱ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD 1878 REGD. NO. C 1080

সেচের জন্য নির্ভরশীল
ভারত
ইঞ্জিন ও পাম্প
অ্যাসোসিয়েটেড আয়রন এণ্ড স্টীল কো: প্রা: লি:
১৫/এন, ব্লক-এ, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩
ফোন-৪৫-০৪৪৯

আনন্দ বাজার পত্রিকা
ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

৪৯ বর্ষ, ৩৩৮ সংখ্যা

শুক্রবার, ৬ ফাল্গুন, ১৩৭৭ (৩০ মাঘ, ১৮৯২ শক) Friday, Feb. 19, 1971

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

কে, হোড়
ক্যাষ্টর অয়েল

বক্তৃতা 'সর্বৈব বিকৃত'
— জ্যোতিবাবু

মালদহ, ১৮ ফেব্রুয়ারি—তিনি 'কিছু পুলিশকর্মীকে হুমকি' দিয়েছেন বলে খবরের কাগজে যে রিপোর্ট বেরিয়েছে কম্যুনিস্ট পারটির (মারকসবাদী) নেতা শ্রীজ্যোতি বসু তাকে 'দুরভিসন্ধিমূলক ও সর্বৈব বিকৃত' বলে আখ্যাত করেছেন। এ খবর দেন পি টি আই।

অবশ্য শ্রী বসু একথাও বলেছেন, 'পুলিশের একাংশ নিশ্চিতই বেআইনী ও অপরাধমূলক কাজ করে চলেছে এবং সমাজবিরোধীদের সাহায্য করছে। নির্বাচনের পর সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট যদি ক্ষমতায় আসে তা হলে এসব কাজকর্মের অবশ্যই তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

গতকাল এখানে একটি নির্বাচনী সভায় শ্রী বসু ভাষণ দেওয়ার সময় এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের প্রেসনোটের কথা তোলেন এবং বলেন, 'তাড়াতাড়িতে প্রেসনোট না দিয়ে আমি কী বলেছি তা আমার কাছ থেকে যাচাই করার জন্য সরকারের অপেক্ষা করা উচিত ছিল।'

প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রী বলেন, প্রেসনোটটি 'কার্যত আমাদের দলের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচার বই কিছু নয়।' তিনি জোর দিয়ে বলেন,

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বসন্তের শুরু, বাংলার গ্রামে আম্রমঞ্জরীর সুবাস। —নিজস্ব চিত্র

প্রয়োজনে মিলিটারি আরও তৎপর হবে

স্টাফ রিপোরটার

মিলিটারিকে আরও সক্রিয়ভাবে কাজে লাগানোর কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। দরকার হলে ওদের টহল আরও জোরদার করা হবে। বৃহস্পতিবার মহাকরণে নির্বাচনী শান্তি-শৃংখলা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ ওই কথা বলেন।

শ্রী বি বি ঘোষ সাংবাদিকদের আরও বলেন তিনি কেন্দ্রীয় সরকার এবং সামরিক বাহিনীর সঙ্গে এব্যাপারে আরও আলোচনা করবেন।

বর্তমান অবস্থায় অবাধ নির্বাচন সম্ভব কিনা, এই জিজ্ঞাসার উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করে শ্রীঘোষ বলেন জনসাধারণের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ওই দলগুলি কি বলছেন—'নির্বাচন করা যাবে না?' শ্রীঘোষ বলেন সে রকম ত কিছু কোথায়ও দেখিনি।'

শ্রীঘোষ বলেন নির্বাচন যাতে অবাধ ও ন্যায়সংগত হয় রাজ্য সরকার সেজন্য উৎসুক। কিন্তু নির্বাচনের দিন কলকাতার বাইরে তেইশ-চব্বিশ হাজার ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা 'কঠিন কাজ।' পরিস্থিতিও অনিশ্চয়তাপূর্ণ। এজন্য ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তার জন্য যতটা সম্ভব ব্যবস্থা করতে হবে। রাজ্যের পুলিশ ছাড়া কেন্দ্রীয় রিজারভ পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কর্মীদেরও এই কাজে নিয়োগ করা হবে।

ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তার ব্যাপারে সামরিকবাহিনীকে সরাসরি নিয়োগ করা হবে কিনা এ ব্যাপারে জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঘোষ বলেন, 'আরমি'-কে অন্য জায়গায় কাজে লাগিয়ে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

উখরায় প্রার্থী খুনের ব্যাপারে ৩ জন গ্রেফতার

স্টাফ রিপোরটার

বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীদেবদত্ত মণ্ডলকে খুন করার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংস্থা তীব্র ধিক্কার দেন। বর্ধমানের উখরায় এবং সংশ্লিষ্ট কয়লা খনি অঞ্চলে বুধবার হরতাল পালন করা হয়। ওইদিন রাত্রেই শ্রীমণ্ডলের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

দুর্গাপুর থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি জানান: শ্রীমণ্ডলের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জড়িত সন্দেহে তিনজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। পুলিশের অভিযোগ, ধৃত তিনজনই সি পি এম-এর সমর্থক। (৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শিয়ালদহে হঠাৎ ট্রেন বন্ধ, দুর্ভোগ

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শিয়ালদহ দিয়ে সমস্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অগণিত যাত্রীর দুর্ভোগের একশেষ হয়।

কয়দিন ধরেই শিয়ালদহের কোন কোন শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হচ্ছিল, এদিন অবস্থা চরমে ওঠে। তবে বেলা দুটোনাগাৎ ধীরে ধীরে ট্রেন চলা শুরু হয়। কিন্তু সন্ধ্যা ৬টা থেকে শিয়ালদহ-রাণাঘাট বিভাগে আবার ট্রেন বন্ধ হয়ে যায়।

তবে এদিন হঠাৎ কেন সব ট্রেন বন্ধ হল তা নিয়ে বেশ বিভ্রান্তি দেখা যায়। রেল পুলিশ এবং যাত্রীদের অনেকের অভিযোগ—রেল কর্মীদের একাংশের 'অঘোষিত ধর্মঘটে'র জনাই ট্রেন চলেনি। রাণাঘাটে বুধবার একজন ট্রেন কর্মী প্রহৃত হওয়ার প্রতিবাদেই এই কর্মবিরতি। তাদের দাবি নিরাপত্তা।

প্রথম দিকে রেল বলছিলেন দু এক যায়গায় তার কাটা হয়েছে। যাত্রী বিক্ষোভও চলছে।

সন্ধ্যায় রেল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করেন 'ট্রেন চালালে বিপদ হবে এক দল লোকের এইভাবে ভয় দেখানোর ফলে কর্মীরা ট্রেন চালাতে

নবম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

শিবপুরে কারফু, তল্লাসি, গ্রেফতার

স্টাফ রিপারটার

বৃহস্পতিবার হাওড়ার শিবপুরে কারফু জারি করে প্রায় দেড় বর্গমাইল এলাকায় তল্লাসি চালানো হয়। মিলিটারী সমস্ত এলাকা ঘিরে রাখে। মোট ৩২জনকে গ্রেফতার করা হয়।

তল্লাসির কাজে মিলিটারির সাহায্য গ্রহণ এই প্রথম। হাওড়ার জেলা শাসক শ্রীদীপক রুদ্র জানান সেনা বাহিনী তল্লাসি করেনি, তল্লাসি করেছে পুলিশ এবং সি আর পি। সেনা দল শুধু এলাকাটি করডন করে রাখে।

হঠাৎ বেলা সাড়ে এগারটায় কারফু জারি করা হয়। মেয়াদ ছিল বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। এলাকা নেতাজী সুভাষ রোডের উত্তর দিকে কাসুন্দিয়া অঞ্চল, তাঁতিপাড়া, হালদারপাড়া, গদাধর মিত্র লেন ওলাবিবিতলা লেন প্রভৃতি।

জেলা শাসক বলেন গত কয়দিন এই অঞ্চলে খুনখারাপি এবং হিংসাত্মক কাজকর্ম বেড়ে যাওয়ার জনাই তাঁরা এই আকস্মিক অভিযান চালান।

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

বাসে আগুন, কর্মী অগ্নিদগ্ধ কলেজে ছাত্রের মৃতদেহ

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়ার ব্যাঁটরায় একজন কর্মী সমেত একটি কারখানার বাস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বাসের সংগে ওই কর্মী জীবন্ত দগ্ধ হন। এ সম্পর্কে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়।

এদিন সূর্য সেন স্ট্রিটে সিটি কলেজে একজন ছাত্রের মৃতদেহ পাওয়া যায়। এছাড়া এদিন কাটোয়ায় একজন নব কংগ্রেস কর্মী গুরুতরভাবে ছুরিকাহত হন এবং রাত্রে উত্তরপাড়া থানার মাখলায় নকশালপন্থী বলে বর্ণিত এক ব্যক্তি খুন হন। উল্লেখ করা যেতে পারে গত বুধবারও বিদ্যাসাগর কলেজে একটি ছাত্রের মৃতদেহ পাওয়া যায়। কাটোয়ায় গুরুতরভাবে আহত নব কংগ্রেস কর্মী ওই ছাত্রটির নাম শ্রীনিখিলেশ রায়। এদিন রাণাঘাটে শ্রীআবদুল রেজ্জাক নামে জনৈক কুশীদজীবী খুন হন। সেখানকার শীতলাতলায় দুজনকে ছুরি মারা হয় ও দুজনের উপর বোমা পড়ে।

কাটোয়া থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান যে, কাটোয়ায় সি পি এম সমর্থক শ্রীবিপদতারন ব্যানার্জি বুধবার ছুরিকাঘাতে নিহত হন। ওই দিনই অপর একটি ঘটনায় নব কংগ্রেসের সমর্থক শ্রীবেচু দত্ত ছুরিকাহত হন।

ব্যাঁটরা থানা এবং মহাকরণে রাজ্য পুলিশের সদর দফতরের খবর: বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটা নাগাদ ইন্দো-

নবম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দুদিন বন্ধ

স্টাফ রিপোরটার

আজ, শুক্রবার ও আগামীকাল আইন কলেজ (কলেজ স্ট্রিট ও হাজরা রোড) সহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট চত্তরের সমস্ত বিভাগ বন্ধ রাখা হয়েছে। এছাড়া আজ থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত যে-সব পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল তাও বাতিল করা হয়েছে। শুক্র ও শনিবার সেনেট সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্থার বৈঠকও হবে না।

বৃহস্পতিবার অস্থায়ী উপাচার্য ডঃ পি কে বসু সিনডিকেটের সদস্যদের সংগে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে সোমবার থেকে যে আইন পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল তাও বাতিল হল। এই পরীক্ষা নেওয়া নিয়ে দুদল ছাত্রের পরস্পরবিরোধী দাবিকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট চত্তরে যে 'ভীষণ গোলমাল' চলছিল

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

কেরলে নির্বাচন স্থগিত রাখার প্রস্তাব

ত্রিবান্দ্রম, ১৮ ফেব্রুয়ারি—কেরল সরকার নির্বাচনী কমিশনকে জানিয়েছেন যে, সরকারী কর্মীদের ধর্মঘট চলতে থাকায় রাজ্যে পূর্বনির্ধারিত ৩ ও ৬ মার্চ তারিখে লোকসভার জন্য ভোট নেওয়া যাবে না।

আজ এখানে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅচ্যুত মেনন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, দিল্লিতে ইতিমধ্যেই টেলিপ্রিনটারযোগে খবর পাঠানো হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি শিগগির পাঠানো হচ্ছে।

শ্রী মেনন আরও বলেন, আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকারী কর্মীদের সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসবে। ওখানকার সিদ্ধান্ত দেখে তবে সরকার একটি বিকল্প তারিখের প্রস্তাব দেবেন। ওই সময় ওঁরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও অত অল্প সময়ে ভোট নেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে না।

আগামীকাল এ ব্যাপারে মন্ত্রিসভার বৈঠক বসবে।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

নির্বাচনী কমিশন যা ভাবছেন

এদিকে দিল্লি থেকে খবর, নির্বাচনী কমিশন খুব সম্ভবত এ ব্যাপারে এখনই সিদ্ধান্ত নিতে চান না।

আজ এখানে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রী সেনবর্মা সাংবাদিকদের জানান যে, যথাসময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

ভোট গ্রহণের তারিখের দু-এক দিন আগেও নির্বাচন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় বলে কমিশন মহল থেকে জানানো হয়েছে।

ওই মহলেরই খবর, দু-তিন দিনের মধ্যে ধর্মঘট মিটে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নির্বাচন স্থগিতের ঘোষণা তড়িঘড়ি করে দিলে আবার নতুন করে নির্বাচনের প্রয়োজনীয় ঘোষণাদি করতে হবে। —ইউ এন আই

১৩৯৯

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গের এই অন্তর্বর্তী নির্বাচনে রাজ্য বিধানসভার ২৮০টি আসনে মোট ১ হাজার ৩ শত ৯৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসারের দফতর থেকে সরকারীভাবে ওই তথ্য জানা যায়। বিধানসভার নির্বাচনে মনোনয়নপত্র পেশ করেছিলেন মোট ১ হাজার ৫ শত ৬৬ জন। এদের মধ্যে ১৬৭ জন নাম প্রত্যাহার করে নেন।

দলভিত্তিক প্রার্থী সংখ্যা: সি পি এম—২৩৮ জন। নব-কংগ্রেস—২৩৪ জন। আদি কংগ্রেস—২২৩ জন। বাংলা কংগ্রেস—১৩৫ জন। সি পি আই ১১০ জন। এস এস পি—২৫ জন। জনসংঘ—২৪ জন। পি এস পি—১৭ জন। ফরওয়ারড ব্লক—৫৩ জন। আর এস পি—৪০ জন। এবং অন্যান্য দল ও নির্দল প্রার্থী ৩০০ জন।

ডাক্তাররা আতংকিত

বিশেষ প্রতিনিধি

কলকাতা শহরের ডাক্তারেরা আতংকিত। উপর্যুপরি হুমকি, প্রহার, হয়রানি, ছিনতাই ও সবশেষে পারক সারকাস এলাকায় জনৈক চিকিৎসকের ওপর আততায়ীর ছুরিকাঘাত কলকাতার চিকিৎসক সমাজকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

এর ফলে রাত আটটার পর অতি-পরিচিত গণ্ডী ছাড়া অধিকাংশ ডাক্তারই আর কল-এ বের হচ্ছেন না। চৌরংগী এলাকায় সারারাত ধরে যেসব ওষুধের দোকান খোলা থাকত এখন সেখানে রাত নটাতেই ঝাঁপ পড়ছে। 'কলকাতার সংগে এখন আর অজ পাড়াগাঁর কোন তফাৎ নেই।

'গ্রামের চেয়েও কলকাতার অবস্থা খারাপ।'—কথাটা শুধরে দিলেন দক্ষিণ কলকাতার একজন বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। 'গ্রামে আপনি ডাক্তারকে

৫ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য

পাক হাই-কমিশনের করাচি যাত্রা

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি—পাকিস্তানী ...হাই কমিশনার শ্রীসাজ্জাদ হায়দার তাঁর সরকারের সংগে পরামর্শ করার জন্য রাওয়ালপিনডির পথে আজ করাচি রওনা হয়েছেন।

ভারতীয় বিমান ছিনতাই এবং পাকিস্তানে ইনডিয়ান এয়ারলাইনসের বিমান ধ্বংসের দরুন ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতির ঘটার ব্যাপারে তিনি পাকিস্তান সরকারের সংগে আলোচনা করবেন বলে মনে হয়। —ইউ এন আই

ইসলামের নামে বঙ্গ সংস্কৃতি ধ্বংস করা চলবে না
— মুজিবর

বনগাঁ, ১৮ ফেব্রুয়ারি—'ইসলাম ও জাতীয় সংহতিবিধানের নামে প্রতিক্রিয়াশীলরা বাংলার সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করার কোনরকম চেষ্টা করলে' এই পূর্বপাকিস্তানের জনসাধারণ তা বরদাস্ত করবে না। আওয়ামি লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এ খবর দিয়েছেন—ঢাকার দৈনিক 'পূর্বদেশ।'

পূর্বপাকিস্তানের শিল্পী ও লেখক সংঘ সাম্প্রতিক নির্বাচনী সাফল্যে শেখ মুজিবরকে সম্বর্ধনা জানান। সম্বর্ধনার জবাবে তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজি নজরুল ইসলামের দেশপ্রেম ও সাহসিকতা ভারতীয় জনসাধারণকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, পূর্বপাকিস্তানে লেখকরা এখনো

৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সেতু ভেঙ্গে ৬ জন নিহত: আহত ৪৫

হায়দরাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি—আজ সন্ধ্যায় শহরের চাদেরঘাট এলাকায় একটি সেতুর একাংশ ভেংগে পড়ায় অন্তত ৬জন নিহত ও অপর ৪৫জন আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও বেসরকারী মহল মনে করেন যে, মৃতের সংখ্যা আরও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। আহতদের ৩১জনকে ওসমানিয়া হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা গুরুতর।

সামরিক বাহিনীর লোকেরা ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করছেন।

—ইউ এন আই

ইন্দিরাজী প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকতে পারেন
— সুপ্রিম কোরট

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি—লোকসভা ভেঙে দেওয়ার পরও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী থেকে যাওয়ার বিরুদ্ধে মাদরাজের শ্রী ইউ এন আর রাও নামে জনৈক অ্যাডভোকেট যে আবেদন করেছিলেন সুপ্রিম কোরট আজ তা খারিজ করে দিয়েছেন।

কী কী কারণে ওই আবেদন খারিজ করা হল আদালত তা পরে জানাবেন।

রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেওয়া সত্ত্বেও তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকরুণানিধি ও তাঁর মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের স্ব স্ব পদে বহাল থাকার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মাদরাজের শ্রী কে এন রাজগোপাল নামে এক ব্যক্তি যে আবেদন করেছিলেন সুপ্রিম কোরট তাও আজ নাকচ করে দিয়েছেন।

প্রধান বিচারপতি শ্রী এস এম সিকরি এবং বিচারপতি শ্রী জি কে মিত্র, বিচারপতি শ্রী কে এস হেগড়ে, বিচারপতি শ্রী এ এন গ্রোভার ও বিচারপতি শ্রীজগমোহন রেড্ডির এজলাসে আবেদন দুটির শুনানী হয়।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

আরেকটি আবেদনের রায়দান স্থগিত

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও নব কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের নির্বাচনী কাজে সরকারি বিমান ও গাড়ি ব্যবহার এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা গ্রহণ নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে যে আবেদন করা হয়েছিল দিল্লি হাইকোরট আজ তার রায়দান স্থগিত রেখেছেন।

আবেদন করেছিলেন আদি কংগ্রেস ভারতীয় ক্রান্তি দল, জনসংঘ, এস এস পি ও স্বতন্ত্র পারটি এই পাঁচটি বিরোধী দল। —ইউ এন আই

শান্তিনিকেতনে শিক্ষাভবনে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা

শান্তিনিকেতন, ১৮ ফেব্রুয়ারি—আজ সকালে একদল দুষ্কৃতিকারী শান্তিনিকেতনে হানা দিয়ে শিক্ষাভবনে ও বিশ্বভারতীর আনডার গ্র্যাজুয়েট কলেজ ভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়।

দুষ্কৃতিকারীরা সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ হানা দেয়। তাদের হাতে ছিল পাইপগান, ছোরা ও বোমা। অফিসের কাগজপত্রে তারা আগুন ধরিয়ে দেয়। আসবাবপত্র ও টেলিফোন ভাঙচুর করে। যাবার সময় একটি বোমা ফাটায়।

নবম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

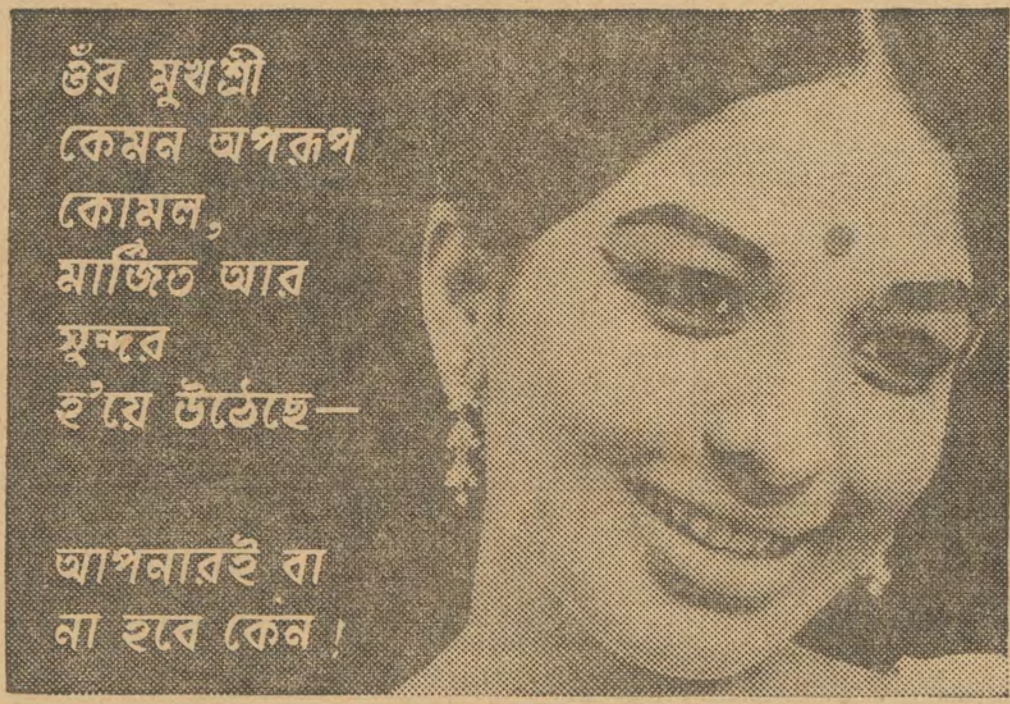

শুধু চাই পণ্ডস কোল্ড ক্রীম আর
পণ্ডস-এর ৭-দিনে রূপলাবণ্যের পরিকল্পনা!

আপনার মুখশ্রী খুবই তাড়াতাড়ি আরো কোমল, মার্জিত আর লাবণ্যময় ক'রে তুলতে চান—তাই না? পণ্ডস কোল্ড ক্রীম মাখলে তাই হবে—মাত্র ৭ দিনে!

এই পরিকল্পনা কিভাবে কাজ করে
এক সপ্তাহ ধ'রে রোজ রাতে দুবার ক'রে পণ্ডস কোল্ড ক্রীম মুখে মাখুন। প্রথমবার মাখার ফলে ওপরকার ময়লা ও গোড়াকার মেক-আপ উঠে যাবে। তারপর কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে মুছে ফেলুন। আবার ক্রীম মাখুন। দ্বিতীয়-

দ্বিতীয়বার মাখাটাই হচ্ছে রূপসী হওয়ার রহস্য!
বার মাখার ফলেই রূপ ফুটে ওঠে, ত্বকের ভেতরকার লুকনো ময়লা বেরিয়ে যায় যা সাবানে ধুলেও হয় না। ত্বক নির্মল, স্নিগ্ধ-সতেজ হয়ে ওঠে।

আট দিনের দিন ঘুম ভেঙে জেগে দেখবেন আপনার মুখখানি কতো কোমল, মার্জিত আর সুন্দর হ'য়ে উঠেছে!

এর পর থেকে পণ্ডস কোল্ড ক্রীম রোজ রাতে দুবার ক'রে নিয়মিত মেখে যান—আপনার মুখশ্রী বরাবর অপরূপ সুন্দর দেখাবে।

চীজব্রো-পণ্ডস ইনকরপোরেটেড
(সীমিত দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

P 5490A

পণ্ডস কোল্ড ক্রীম—এই মুখশ্রী নির্মলকারী ক্রীমই দুনিয়ায় কাটতিতে সবার ওপরে

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (আভ্যন্তর)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal.
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার :—

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
মফঃস্বল			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৪৫.০০ টাকা	৯০.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ পয়সা	××××
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	××××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষক শিক্ষিকা

কলিকাতায় একটি হাঃ সেঃ স্কুলের জন্য ইংরাজী, বাংলা ও ইতিহাসের শিক্ষক আবশ্যক। যোগ্যতা ও বেতন গ্রাণ্ট-ইন-এড নিয়মানুযায়ী। এক সপ্তাহের মধ্যে আবেদন করুন। বক্স নং ১৬৫৪ আনন্দবাজার, কলি-১।

শিক্ষয়িত্রী চাই—(১) একজন ইংরাজিতে অনার্স বা এম-এ, সহকারী শিক্ষয়িত্রী। বয়স্ক শিক্ষকও আবেদন করিতে পারেন। (২) একজন সংস্কৃত ও স্পেশাল বাংলা সহ পাশ গ্রাজুয়েট সহকারী শিক্ষয়িত্রী। কলিকাতা হইতে যাতায়াত করিতে পারিবেন। সম্পাদক। নঙ্গী বালিকা বিদ্যালয়, পোঃ বাটানগর। জেঃ ২৪ পরগণা। (বিও ৪৬২১)

ঠাকুরাণী চক বালিকা বিদ্যালয়ের (পোঃ ঠাকুরাণী চক, জেলা হুগলী) জন্য, অংক, রসায়ন অথবা পদার্থ বিজ্ঞানের একজন বি এস-সি শিক্ষিকা অবিলম্বে প্রয়োজন। সম্পাদকের সহিত ডিপ্লোমা-সহ সাক্ষাৎ করুন। —সম্পাদক। (১৭০০)

কর্মপ্রার্থী

অসাধারণ মেধাবী সিনিয়র ডাক্তারী ছাত্র স্বল্প বেতনে ভাই-বোনেদের পড়াতে চাই। পি-২৯৮, দরগা রোড, কলি-১৭। (সি ৯০৪১)

বাড়ী-ঘর ফ্ল্যাট ভাড়া

মধ্য কলিকাতায় বাসা ভাড়ায় দালাল জি রায়, ১২নং গিরিশ বসু রোড, কলিকাতা-১৪। (সি ৮৭৬৬)

টাইপরাইটার

১৭৫—৪৭৫ মূল্যের স্টাণ্ডার্ড, পোর্টেবল টাইপরাইটার বিক্রয়। ম্যাকসিম মার্ট। ১০৯বি কেশব সেন স্ট্রীট, কলি-৯। (সি ৬৮৯০)

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

পাঁচুগোপাল বিশ্বাস, বয়স ২৩।২৪, ৫ ফুট, দোহারা চেহারা, রং মাঝারী পরনে

চকলেট প্যাণ্ট ও সাদা ফুল-হাতা সার্ট গত ৯ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১টা/১-৩০ ১৫নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ কলিকাতা-১৩ এম আল এণ্ড কোং লি মি টে ডে র অফিস থেকে কাজে বেরিয়ে ফিরে আসেনি। কোন সহৃদয় ব্যক্তি উপরোক্ত ঠিকানায় খবর দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। (সি ৮৭৮৩)

জ্যোৎস্নারাণী রায়, (৪৫) শ্যামবর্ণ পরণে কাচিপাড়া রঙের তাঁতের শাড়ী হাওয়াই স্যাণ্ডেল মানসিক রোগী গত ১৭।২।৭১ সকাল ১১টায় হাসপাতালে যাওয়ার পথে শিয়ালদহ স্টেশনে নিখোঁজ। সন্ধান পেলে শিয়ালদহ জি-আর-পি অথবা শিবনারায়ণ রায় পোঃ রহড়া, (পশ্চিমপাড়া) ২৪ পরগণায় খবর দিন। (সি ৮৮৫৪)

জ্যোতিষ ও ভাগ্য গণনা

জন্ম মাস ও তারিখ লিখে ভাগ্য জানুন। উত্তরের জন্য ডাক টিকিট পাঠাইবেন। দৈবাশ্রম, কালনা, বর্ধমান। (সি/এম ১২১৫)

ব্যবসা-বাণিজ্য

দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য গ্রহরত্নসমূহ মূল্যতালিকা পাঠান হয়। জেমস স্টোর্স প্রাইভেট লিঃ। চুনি, পান্না মুক্তা, প্রবাল, গোমেদ, রক্তমুখী নীলা, ক্যাটস আই হীরা, পোখরাজ। ১১২নং মনোহরদাস স্ট্রীট, কলি-৭। ফোন ৩৩-৫৯৪৩। (৭৮৪৯ এ)

তীর্থযাত্রা ও প্রমোদ ভ্রমণ

তারাপীঠ-বক্রেশ্বর-শান্তিনিকেতন যাত্রা : ২০।২। দোলে—বৃন্দাবনসহ উত্তর ভারত। পুরীধাম মুখার্জী স্পেশালে। ২৪।২বি, সাহানগর রোড, কালীঘাট। ফোন : ৪৬-৯১৬৩। (সি ৮৬৪০)

৯০, ও ৫০, নেপাল
আজ শুভযাত্রা। আর মাত্র ৫টি সীট। ট্রেভার্স ব্যুরো, ১২, ভুপেন বসু এভিঃ, (৫৫-৩২০৬)। বিশ্বকর্মা, ৪২ স্ট্র্যাণ্ড রোড। (সি ৮৮৪৩)

ঔষধ ও চিকিৎসক

বিবাহের পূর্বে অথবা পরে কোন প্রকার দুর্বলতা অথবা জটিল ব্যাধি অনুভব করিলে এবং পরিবার পরিকল্পনার বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎ করুন। স্পেশাল ক্লিনিক, ৯২৫, মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৭, ফোন : ৩৪-৩৮৫৮। (৭৮১৪ এ)

ব্যক্তিগত

ম্যাজিক॥ যাদুকর টগরকুমার ২৭শে ফেব্রুঃ সন্ধ্যা পাঁচটা ও সাড়ে সাতটায় থিয়েটার সেণ্টারে ইন্দ্রজাল দেখাবেন। টিকিট ৩, ২, ও ১,। (সি ৮৭৮৫)

স্কুল কলেজ শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ
বি এড কোর্সে ভর্তি

প্রিন্সিপ্যাল, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, ২৫/৩, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলি-১৯, ১৯৭১—৭২ সালের বি এড কোর্সে ভর্তির জন্য পুরুষ গ্র্যাজুয়েটদের নিকট হইতে নিজ নাম-ঠিকানা-লেখা, ডাকটিকিট-যুক্ত (২০ পয়সা) খাম সহ দরখাস্তক্রমে কলেজ অফিস হইতে ৯ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ হইতে প্রাপ্তব্য নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করিতেছেন। যথাযথভাবে পূরণ-করা দরখাস্তের ফরমের সঙ্গে প্রার্থিগণকে অবশ্যই নিজ নাম-ঠিকানা লেখা ২০ পয়সার ডাক-টিকিট লাগানো খাম পাঠাইতে হইবে। এডেড ও আন-এডেড স্কুল-শিক্ষকগণ কর্তৃক দরখাস্ত স্কুল-কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এবং অনান্য প্রার্থী কর্তৃক সরাসরি ১৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখের মধ্যে অবশ্যই দাখিল করা চাই। সমস্ত স্বীকৃত স্কুলের শিক্ষকগণ, তাঁহাদের ডেপুটেশন পশ্চিমবঙ্গের ডি পি আই কর্তৃক অনুমোদিত হইলে ডেপুটেশন অ্যালাউন্স পাওয়ার অধিকারী। প্রার্থিগণকে তাঁহাদের ডেপুটেশনের অনুমোদনের জন্য তাঁহাদের স্কুলসমূহের সেক্রেটারিদের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ডি পি আই-এর নিকট যুগপৎ দরখাস্ত করিতে হইবে। পশ্চিবঙ্গের স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষক হিসাবে কর্মরত গ্র্যাজুয়েটগণ এই রাজ্যে স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক হিসাবে অন্ততঃ এক বৎসর কাজ করিয়া থাকিলে এবং তাঁহাদের বয়স ৩০ বৎসরের অনধিক হইলে, তাঁহারাও ডোমিসাইল নির্বিশেষে ভর্তি হইবার অধিকারী। সরকারী স্কুলসমূহে নিযুক্ত অথবা এডেড স্কুলসমূহ হইতে ডেপুটেড শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা ৩৫ বৎসরে নির্দিষ্ট। পঃ বঙ্গের ডি পি আই, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং প্রিন্সিপ্যালের সুপারিশক্রমে বয়ঃসীমা শিথিল করিতে পারেন। কোন ক্ষেত্রেই বয়ঃসীমা ৪৫ বৎসরের উপরে শিথিল করা হইবে না। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বা সায়েন্সের গ্র্যাজুয়েটগণকে ভর্তির পক্ষে অন্যভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি সাপেক্ষে সাময়িকভাবে ভর্তি করা যাইতে পারে। অন্যান্য বিষয় সমান হইলে, অনার্স গ্র্যাজুয়েটগণকে এবং মাস্টার্স ডিগ্রীধারী প্রার্থিগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। ভর্তির পরীক্ষা ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হইবে। উহার সঠিক তারিখ যথাসময়ে জানাইয়া দেওয়া হইবে। তফসিলী জাতির ছাত্রদের জন্য কয়েকটি স্টাইপেণ্ড পাওয়া যাইবে। কলেজপ্রাঙ্গণে একটি হস্টেল আছে। অন্যান্য বিবরণ প্রসপেক্টাসে পাওয়া যাইবে। কোন টিউশন ফি নাই।
৭৬২(৪) আই পি আর/এ/৭১ (১৬৯৮)

শিক্ষা সংঘ (ইউনিয়ন খ্রিষ্টিয়ান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়) মিশন ছাত্রাবাস
বিষ্ণুপুর—ভায়া—কলিকাতা-২৭।
ফোন : ৬৯৫-২৬৭
৩য় হইতে ৮ম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য পুনর্বিন্যস্ত ছাত্রাবাসে কিছু সংখ্যক আসন আছে। ছাত্রসহ সাক্ষাৎ করুন।
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। (১৬৫২)

২৫-১২-৭০ তারিখের সভায় মুসলমানপাড়া (গোয়ালাপাড়া) বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করিয়া পুলিনবিহারী বিদ্যাপীঠ রাখার স্থির হয়। মতামত ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান শিক্ষককে জানাবেন। হায়দার রোড, টিটাগড়, ২৪-পরগণা। কার্যকরী সমিতির সম্পাদক ফতে মহম্মদ। (সি ৯০১৫)

মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ
কলিকাতা-৩

বি-কম পার্ট ওয়ান (পাশ) পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ফিসমূহ নিম্নলিখিত তারিখে লওয়া হইবেঃ—
সেকসন—"এ"—২০-২-৭১, সেকসন—"বি"—২২-২-৭১, সেকসন—"সি"—২৪-২-৭১, এবং ক্যাজুয়াল—১৯-২-৭১
রেগুলার পরীক্ষার্থীদের ১৯৭১ সালের মে মাস পর্যন্ত কলেজের বকেয়া ফি দাখিল দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা ফরম কলেজ অফিস হইতে লইতে হইবে। বিস্তারিত বিবরণ কলেজ নোটিশ বোর্ডে দ্রষ্টব্য। (১৫৪০)

ডাকযোগে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা দেওয়া হয়। সর্বোচ্চ M D H ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। বিনামূল্যে প্রসপেক্টাসের জন্য লিখুন : প্রিমিয়ার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, ১৮৪, সেক্টর ১৯-এ, চণ্ডীগড়—ভারতের বৃহত্তম কলেজ। (২৬৬)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

নির্বাচন তিনতালা নেতৃত্ব লড়াই ভোট দিয়ে জনগণ কাঁদিছে সদাই। প্রতিকার? পড়ুন : শ্রীরামকৃষ্ণ দাশের "চাবুক আন্দোলন" (সুপাঠ্য মৌলিক রাজনীতি) তিন টাকা। লেখকের "একটি প্রমাণহীন সত্য কাহিনী" (প্রকৃত নারকীয় উপন্যাস) চার টাকা। "The Emancipation of the people" (incomplete) পাবেন : ৩৬ আমহার্স্ট স্ট্রীট, শৈব্যা, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। (সি ৯০১৬)

নীলাম

অ্যাডিশনাল এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, শিলিগুড়ি ইরিগেশন ডিভিশন, আশ্রমপাড়া পোঃ অঃ শিলিগুড়ি—বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, একটি ভেহিকল (মডেল "ভ্যানেট ফোর্ড") "যেখানে যে অবস্থায় আছে, সেই ভিত্তিতে" আমবাড়ী ফালাকাটায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ মধ্যাহ্ন ১২টায় প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা হইবে। ইচ্ছুক ডাকদাতাগণ যে কোন কাজের দিন অফিসের কার্যকালে সাব-ডিভিশনাল অফিসার করতোয়া তালমা ব্যারেজ সাব-ডিভিঃ আমবাড়ী ফালাকাটা, পোঃ অঃ কামারভিটা, জেলা জলপাইগুড়ি-এর সহিত পরামর্শক্রমে আমবাড়ী ফালাকাটায় গাড়ীটি দেখিতে পারেন। যে সর্বোচ্চ ডাকদাতার ডাক গ্রাহ্য হইবে, তাঁহাকে হাতুড়ি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাকের সম্পূর্ণ টাকা জমা দিতে হইবে এবং তাঁহার ডাক গ্রাহ্য হওয়ার পত্র ইস্যুর তারিখ হইতে তিন দিন মধ্যে গাড়ীটি অপসারণ করিতে হইবে। অন্যথায় তাঁহার ডাকের টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। উপরোক্ত অ্যাডিশনাল এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার সর্বোচ্চ ডাক গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন এবং কোন কারণ না দর্শাইয়া যে কোন বা সমস্ত ডাক বাতিল করার অধিকার তৎকর্তৃক সংরক্ষিত।
৭৫৭(৩)আই পি আর/এ/৭১ (১৫৯৭)

নোটিস

দি হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ
দি হাওড়া-শিয়াখালা লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ

হাওড়া ময়দানস্থ লস্ট প্রপার্টি অফিসে এবং বিভিন্ন স্টেশনে ছয় মাসের অধিককাল যাবৎ রেলওয়ে হেফাজতে নাম ঠিকানাবিহীন ও ডেলিভারী না হওয়া অবস্থায় পড়িয়া থাকা কতিপয় দ্রব্য ভারতীয় রেলওয়ে আইন অনুসারে ২-৩-৭১ তারিখে বিক্রয় করা হইবে। যে কোন কাজের দিন সকাল ৯টা হইতে বেলা ১২টা পর্যন্ত হাওড়া ময়দানস্থ এ টি এস-এর অফিসে বিস্তারিত বিবরণ দেখা যাইবে।
ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস,
কলিকাতা-১
(১৪৮৬)

এ ভি বি এমপ্লয়িজ জেনারেল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, দুর্গাপুর-৬
নোটিস

২০-২-৭১ তারিখে উপরোক্ত সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া ৪-২-৭১ তারিখের নোটিস এতদ্দ্বারা বাতিল করা হইল।
দুর্গাপুর-৬ টি সি সিংহ,
১৭-২-১৯৭১। চেয়ারম্যান।
(১৭৩০)

নোটিস

কলিকাতাস্থ ভারতীয় যাদুঘরের জন্য প্রাচীন শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ

নিম্নলিখিত পর্যায়ের শিল্পদ্রব্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে মনোনয়নের জন্য ২১শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখ রবিবার বেলা ১০টায় ২৭ জওহরলাল নেহরু রোড, কলিকাতা-১৩ ঠিকানাস্থ ভারতীয় জাদুঘরের মিউজিয়াম হাউসের দ্বিতীয় তলে কমিটি-রুমে কলিকাতার ভারতীয় জাদুঘরের আর্ট পারচেজ কমিটির ১৯৭০-৭১ সালের ২য় বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবেঃ

পাথর, ধাতু ও কাঠের ভাস্কর্য; টেরাকোটা ও তাম্রশাসন; মিনিয়েচার পেন্টিংস, বিশেষতঃ প্রথম পাল-পদ্ধতির; প্রাচীন ওড়িশার চিত্রিত পাণ্ডুলিপি; দাক্ষিণী পদ্ধতি ও দক্ষিণ ভারতীয় প্রভৃতি পদ্ধতির মন্দিরের ঝালর; কারুকার্যমণ্ডিত ধাতবপাত্র; হস্তিদন্তশিল্প ও প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র; মুদ্রা।

উপরোক্ত পর্যায়ের শিল্পদ্রব্যের প্রস্তাব দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ প্রত্যেক দফার জন্য গ্রহণযোগ্য সর্বনিম্ন মূল্য উল্লেখে দফাওয়ারি তালিকা সহ ১৫ই মার্চ, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় ডিরেক্টর, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম সমীপে আবেদন করিতে পারেন। উক্ত শেষ তারিখের পর প্রাপ্ত প্রস্তাব কোন ক্ষেত্রেই বৈঠকের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না।

বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত শিল্পদ্রব্যগুলি পরীক্ষার জন্য ভারতীয় জাদুঘরে আহূত উক্ত বৈঠকের তারিখে মালিকগণ স্বয়ং আনিতে পারেন। ডাকে প্রেরিত কোন দ্রব্য গ্রাহ্য হইবে না। (১৪৮৩)

পাবলিক নোটিস

শুভকরণ বৈদ

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, শিখ টেম্পল রোড, ধুবড়ি (আসাম) নিবাসী শ্রীশুভকরণ বৈদ, যিনি আমাদের ধুবড়ি অফিসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তিনি ১১-২-৭১ তারিখ হইতে আর সোসাইটির চাকরিতে নাই। সুতরাং তাঁহার কোন কাগজপত্র স্বাক্ষর এবং/বা ইস্যু করিবার, কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার বা কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার, সোসাইটির পক্ষে কোন এজেণ্ট নিয়োগ করিবার বা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অথবা সোসাইটিকে কোনরূপ বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনিবার অধিকার নাই। অতএব ১১-২-৭১ তারিখ হইতে সোসাইটির পক্ষে তিনি ঐরূপ কোন কাজ বা কাজসমূহ বা লেনদেন করিলে তাহা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ, বে-আইনী ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং সোসাইটির পক্ষ হইতে উক্ত শ্রীশুভকরণ বৈদ কর্তৃক কৃত কোন কাজের জন্য সোসাইটির কোন দায়িত্ব থাকিবে না।

এ চৌধুরী
জোনাল ম্যানেজার
ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড,
তারিখ, ২ ব্রাবোর্ণ রোড,
১১-২-৭১। কলিকাতা-১।
(১৬২৫ এ)

টেণ্ডার

১৯৭১—৭২ সালে বিভিন্ন টাইপ ও কোয়ালিটির ফটোগ্রাফিক দ্রব্য ও রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহের জন্য "ফটোগ্রাফিক দ্রব্য ও রাসায়নিক দ্রব্যের জন্য টেণ্ডার" কথাগুলি উপরে লিখিত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। বিস্তারিত তালিকা আবেদনক্রমে অফিসার-ইন-চার্জ, ফটোগ্রাফিক ব্যুরো, সি আই ডি অফিস, ৪র্থ তল, "ভবানী ভবন," আলীপুর, কলি-২৭ ঠিকানায় পাওয়া যাইবে। শ্রী আর এন ভট্টাচার্য, আই পি এস, স্পেশাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ, সি আই ডি, পঃ বঙ্গ এই নাম বরাবরে টেণ্ডার তৎসহ আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের সার্টিফিকেটের নকল ১৯৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় তাঁহার নিকট পৌঁছান চাই। সরকারী বিভাগের জন্য যে ডিস্কাউণ্ট দেওয়া হইবে, তাহার শতকরা হারও উল্লেখ করা যাইতে পারে।
৬৪৯(৩) আই পি আর/এ/৭১ (১৫৯২)

ড্রইং ও পেণ্টিং দ্রব্য, ম্যাসানাইট বোর্ড, প্লাইউড বোর্ড, পাইন উড ইত্যাদি সরবরাহের জন্য প্রকৃত ফার্মসমূহের নিকট হইতে অ্যাসিঃ সেক্রেটারী, ইনফরমেশন অ্যাণ্ড পাবলিক রিলেশনস ডিপার্ট; রাইটার্স বিল্ডিংস (ব্লক ১, সর্বোচ্চ তল), কলিকাতা মারফৎ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের শিরোনামে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেট সহ "রাজস্ব জমা ইত্যাদি" খাতে বায়না হিসাবে ১০০, টাকা জমা দেওয়ার ট্রেজারী চালান সহ টেণ্ডার ১৬ মার্চ, '৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত গৃহীত এবং বেলা ৩টায় খোলা হইবে। দ্রব্যগুলির তালিকা ও অন্যান্য বিবরণ উক্ত ডিপার্ট হইতে পাওয়া যাইবে।
৭৬৯(৩) আই পি আর/এ/৭১ (১৫৮১)

টেণ্ডার

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন

নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, নেভিগেশন ডিভিসন, বি অ্যাণ্ড আই, ডি ভি সি, ১৫৫ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪ কর্তৃক ডি ভি সি-এর পক্ষ হইতে নির্ভরযোগ্য, অভিজ্ঞ ও আর্থিক দিক দিয়া সঙ্গতিসম্পন্ন ঠিকাদারগণের নিকট হইতে ডি ভি সি-এর নির্ধারিত ফরমে পৃথক পৃথক সীল-করা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছেঃ—

(১) হুগলী জেলার গোপালপুরে 'জি' টাইপ মডিফায়েড কোয়ার্টার্সের তিনটি ব্লক (দুই-ইউনিট ব্লক) নির্মাণ। যে জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে, তাহার অনুমিত ব্যয়—৪০,৩৭৬, টাকা। টেণ্ডারের সহিত জমা দেয় বায়নার টাকার পরিমাণ—৮০৪, টাকা, টেণ্ডারের কাগজপত্রের প্রতি প্রস্থের মূল্য ১৪, টাকা (অ-ফেরতযোগ্য); কাজ শেষ করার সময়—ওয়ার্ক অর্ডারের তারিখ হইতে ৪ মাস।

(২) নেভিগেশন ক্যানালের দক্ষিণ তীরে চেঃ ৩৪১৩—৫০ (নূতন)-তে ইনলেট নির্মাণ। যে জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে, তাহার অনুমিত ব্যয় ২৮,৭৪৩, টাকা, টেণ্ডারের সহিত জমা দেয় বায়নার টাকার পরিমাণ—২৮৭, টাকা, টেণ্ডারের কাগজপত্রের প্রতি প্রস্থের মূল্য—২, টাকা (অ-ফেরতযোগ্য), কাজ শেষ করার সময়—ওয়ার্ক অর্ডারের তারিখ হইতে ২ মাস।

টেণ্ডারের কাগজপত্র, স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অ্যাকাউণ্টস অফিসার, বি অ্যাণ্ড আই, ডি ভি সি, ১৫৫ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪-এর নিকট, জমা দেয় মূল্য নগদে আদায় দিয়া উপরোক্ত অফিস হইতে টেণ্ডার খোলার তারিখ বাদে যে-কোন কাজের দিন পাওয়া যাইবে। টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য বাবদ অর্থ ডাকযোগে পাঠাইলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। টেণ্ডারের কাগজপত্র ৫-৩-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং তাহার অব্যবহিত পরেই ঠিকাদারগণের অথবা তাঁহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেসব এজেণ্ট উপস্থিত থাকিতে পারিবেন, তাঁহাদের সমক্ষে খোলা হইবে। (১১৬১এ)

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট

স্কীম নং ১০৫'তে (বিবেকানন্দ রোড হইতে দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন পর্যন্ত আপার চিৎপুর রোডের প্রশস্তকরণ) রবীন্দ্র সরণীর (আপার চিৎপুর রোড) একটি অংশ চওড়া করার জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে।

বায়না হিসাবে ২৬০ টাকা ২৫-২-৭১ তারিখ বেলা ৩টার মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

প্রতি প্রস্থ বাবদ ২ টাকা আদায় দিলে পি-১৬ ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশন, কলিকাতা-১২ ঠিকানাস্থ ট্রাস্টের অফিসে টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

যে সকল ঠিকাদার এই লাইনের কাজে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিয়া দরখাস্তক্রমে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চীফ এঞ্জিনিয়ারের অনুমতি লাভ করিবেন কেবল তাঁহাদিগকেই টেণ্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে।

কাজের নাম উপরে লিখিত সীলকরা খামে দুই প্রস্থে টেণ্ডার ২৬-২-৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টার মধ্যে সেক্রেটারির নিকট অবশ্যই পেশ করিতে হইবে।

ডি এস সি বোনার্জি
চেয়ারম্যান
(১৩৬১)

প্রিন্সিপাল, বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, হাওড়া—৩—আমতোলা স্টেট ওয়েলফেয়ার হোমের বাসিন্দাদের ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি (প্রত্যেকটি ৮৫টি করিয়া) সরবরাহের নিমিত্ত প্রকৃত ফার্মসমূহের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। দ্রব্যের নাম, আকার ও স্পেসিফিকেশন নিম্নরূপঃ—

(১) তোষক; ৬½×৩½ ফুট; উৎকৃষ্ট ৪ কেজি তুলা ও উৎকৃষ্ট টিকিনের তৈরি হওয়া চাই; (২) নেটের মশারি ৬'×৩'×৪'—৯০"; টাটা নেট দিয়া তৈরি হওয়া চাই; (৩) বালিশ; ২২"×১৫"; উৎকৃষ্ট ১½ কেজি তুলা ও উৎকৃষ্ট টিকিনের তৈরি হওয়া চাই; (৪) পশমী কম্বল, ৭½×৪½ চেককাটা, মসৃণ ও ভাল কোয়ালিটি। কাপড়, তুলা ও কম্বলের প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা সহ সীলকরা টেণ্ডার ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখের পূর্বে যে-কোন কাজের দিন বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত ডেপুটি রেজিস্ট্রার, বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, হাওড়া-৩ (সোসাল ওয়েলফেয়ার সেকসন) কর্তৃক গৃহীত হইবে। প্রত্যেক টেণ্ডারের সহিত বায়না বাবদ অফেরতযোগ্য ৫০, টাকার ট্রেজারী চালান থাকা চাই। সফলকাম টেণ্ডারদাতাকে অবশ্যই ১০০, টাকার নগদ জামীন জমা পেশ করিতে হইবে; সরবরাহ সাফল্য-সহকারে সমাপ্তির পর এই টাকা ফেরত দেওয়া হইবে। ফার্মের যথার্থ্য প্রমাণের জন্য নিম্নলিখিত দলিলপত্র মূলে অথবা উহার প্রত্যায়িত নকল সঙ্গে থাকিলে টেণ্ডারসমূহ বিবেচিত হইবেঃ—(১) মিউনিসিপ্যাল ট্রেড লাইসেন্স; (২) আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের সার্টিফিকেট; (৩) ফার্মটি অংশীদারী হইলে অংশীদারদের সংখ্যা ও তাঁহাদের যথানির্দিষ্ট ক্ষমতা নিদর্শক অংশীদারী-নামাপত্র। দর বিক্রয়কর ও ডেলিভারী চার্জ ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা তাহা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষের কোনরূপ কারণ না দেখাইয়া যেকোন টেণ্ডার গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করার অধিকার রহিয়াছে এবং তাঁহারা টেণ্ডার বণ্টন করিয়া দিতে পারেন এবং সর্বনিম্ন দরের টেণ্ডার গ্রাহ্য করিতেও তাঁহারা বাধ্য নহেন।
৭৬৩(২) আই পি আর/এ/৭১ (১৫৮৪)

টেণ্ডার

"মুর্শিদাবাদে বেনিয়াগ্রাম হইতে ফরাক্কা ব্যারাজ রোড পর্যন্ত বর্তমান লিংক রোডের উন্নতি সাধন" কাজের জন্য সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার, রোড কনস্ট্রাকশন সার্কেল নং ৩, পি ডবলিউ (রোডস) ডিরেক্টরেট, গৌড় রোড, পোঃ অঃ মালদহ কর্তৃক নির্ভরযোগ্য, সঙ্গতিপন্ন, অভিজ্ঞ ও প্রকৃত বাহিরের ঠিকাদার এবং পি ডবলিউ ডি-এর তালিকাভুক্ত ১ম ও অন্যান্য শ্রেণীর অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হইতে বি এফ নং ২৯১১(২)-তে নূতন করিয়া সীল-করা টেণ্ডার (২য় কল) আহ্বান করা হইতেছে। ব্যয়-বরাদ্দ : ১,৪৫,২৩২, টাকা। বায়নার পরিমাণ : ২,৯০৫, টাকা। কাজ শেষ করার সময় : ওয়ার্ক অর্ডারের তারিখ হইতে পাঁচ মাস। নগদ মূল্য আদায় দিলে ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কাজের দিন উপরোক্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার/এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, ফরাক্কা এন এইচ কনস্ট্রাকশন ডিভিশন-এর অফিসে টেণ্ডার ফরম ও অন্যান্য কাগজপত্র পাওয়া যাইবে। টেণ্ডারের বিস্তারিত কাগজপত্র সমস্ত কাজের দিন বেলা ১১টা ও বিকাল ৪-৩০টার মধ্যে (শনিবার বেলা ১১টা ও বেলা ১টার মধ্যে) উক্ত অফিসে দেখা যাইবে। ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত অফিসারদের সন্তুষ্টি সাধনের জন্য তাঁহাদের নির্ভরযোগ্যতা ও সঙ্গতির প্রমাণ পেশ করিতে হইবে এবং নির্ধারিত প্রোফর্মায় আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ শংসাপত্রও পেশ করিতে হইবে। এগুলি ব্যতীত টেণ্ডার ফরম ইস্যু করা হইবে না। টেণ্ডার ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার কর্তৃক তাঁহার অফিসে গৃহীত হইবে ও বেলা ৩-১৫টায় খোলা হইবে।
৭১৯(২)আইপিআর/এ/৭১ (১৪৩৭)

আণ্ডারটেকিং অফ দি ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি লিমিটেড
(ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)
১২ আর এন মুখার্জি রোড,
কলিকাতা-১

১৬-২-৭১

টেণ্ডার নং ৪/২/৭১

এই আণ্ডারটেকিং-এর কর্মীদের জন্য বিভিন্ন সাইজের কয়েক হাজার উর্দি সরবরাহের নিমিত্ত সীল করা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। পোশাকগুলি নিম্নোক্ত কাপড়ে তৈরী হইতে হইবেঃ

(ক) খাকি ড্রিল—বি ৩৭সি/৮০০ এক্স (বিনি)
(খ) খাকি সেলুলার ক্লথ—বি ডি ৪০১ সি ৮০০
(গ) ব্লু ড্রিল—এলগিন—৩০০

টেণ্ডারে প্রদত্ত মোট মূল্যের শতকরা দুই ভাগ পরিমিত অর্থ দরপত্রের সঙ্গে "বায়না" হিসাবে জমা দিতে হইবে।

সাধারণ শর্তাবলী ও অন্যান্য বিবরণ উপরোক্ত ঠিকানায় চীফ অপারেটিং ম্যানেজারের অফিসে পাওয়া যাইবে।

টেণ্ডার কমিটির চেয়ারম্যানের শিরোনামে সীল-করা টেণ্ডার (টেণ্ডার নম্বর ও দাখিলের শেষ তারিখ তাহার উপর লিখিত) ৬ই মার্চ, ১৯৭১ তারিখ বেলা ২টার মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় (৪র্থ তল) রক্ষিত টেণ্ডার-বাক্সে ফেলিতে হইবে।

স্বাঃ এ কে দত্ত
অ্যাডমিনিস্ট্রেটর।
(১৩৫৮)

লটারী পদ্ধতিতে গ্রুপ লীডারদিগকে কাজ বণ্টন

লটারী পদ্ধতিতে সময়ে সময়ে নর্থ সার্কেল অধীন কাজ যাঁহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে, এইরূপ আনুঃ ৫ (পাঁচ) জন গ্রুপ লীডারের একটি প্যানেল প্রস্তুতের নিমিত্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, নর্থ সার্কেল, কনস্ট্রাঃ বোর্ড ডিরেক্ট, পি ডবলিউ ডি, পি-১২, সি আই টি রোড, (২য় তল) কলিকাতা-১৪ কর্তৃক নর্থ সার্কেলের কাজের জন্য পি ডবলিউ ডি-এর কনস্ট্রাঃ বোর্ড ডিরেক্ট অধীনে তালিকাভুক্ত গ্রুপ লীডারদিগের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। নাম প্যানেলভুক্ত করিতে আগ্রহী, ইচ্ছুক গ্রুপ লীডারদিগকে পুরা নাম, ঠিকানা এবং কোন্ কোন্ স্থানে তাঁহারা কাজ করিতে চান, তাহা উল্লেখে উপরোক্ত অফিসারের নিকট সাধারণ কাগজে ২৪ ফেব্রুয়ারী, ৭১ তারিখ বেলা ২টার মধ্যে দরখাস্ত করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। গ্রুপ লীডারগণ এই সার্কেল অধীন যে-কোন ডিভিসন অফিসে অথবা এই অফিসে অফিসের কার্যকালে লটারী পদ্ধতির নিয়মাবলী দেখিতে পারেন। লটারী ২৬ ফেব্রুয়ারী, ৭১ তারিখ বেলা ৩টার গ্রুপ লীডারদিগের সমক্ষে অনুষ্ঠিত হইবে। যে সকল গ্রুপ লীডারের কাজ ২৬-২-৭১ তারিখে শেষ হইবে, তাঁহারা লটারীতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।
৭৬১(৩) আই পি আর/এ/৭১ (১৫৮৫)

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, কলিকাতা

ডিরেক্টর জেনারেল, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, ৪, চৌরঙ্গী লেন, "রত্নাকর বিল্ডিং" (৩য় তল, ব্লক নং [illegible]) [illegible]
(১৫৮৫)

টেণ্ডার

সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, ১নং হাউসিং কনস্ট্রাকশন সার্কেল, ১০৫, এস এন ব্যানার্জী রোড, কলিঃ-১৪—নিম্নোক্ত গ্রুপে কাশীপুরের এইচ কে শেঠ লেনে ইণ্টিগ্রেটেড সাবসিডাইজড হাউসিং স্কীমে অধীনে চারতলা বিল্ডিংয়ে ১৬০টি ছোট দুই কক্ষ বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নির্মাণ—স্যানিটারী ও প্লাম্বিং ইনস্টলেশন জন্য নির্ভরযোগ্য, সঙ্গতিপন্ন ও অভিজ্ঞ বাহিরের প্রকৃত প্লাম্বিং ঠিকাদার এবং পি ডব্লিউ ডি-এর ১ম শ্রেণী ও অন্যান্য যথোপযুক্ত শ্রেণীর রেজিস্টার্ড ঠিকাদার এবং পি ডব্লিউ ডি-এর বর্তমান রুল অনুযায়ী অন্যান্যদের নিকট হইতে সীল করা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। গ্রুপ নং, যত সংখ্যক ফ্ল্যাট নির্মাণ করিতে হইবে, অনুমিত ব্যয় এবং বায়নার পরিমাণ যথাক্রমে নিম্নরূপ : গ্রুপ নং (১), ৫৬টি ফ্ল্যাট, ৬৬,৮১৪, টাকা, ১৩৩৬, টাকা। গ্রুপ নং (২) ৫৬টি ফ্ল্যাট; ৬৫,৫৭৬, টাকা; ১,৩১২, টাকা। গ্রুপ (৩)—৪৮টি ফ্ল্যাট; ৫৬,৮১৫, টাকা; ১,১৩৬, টাকা। "কাশীপুরে এইচ কে শেঠ লেনে স্বল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা অধীনে চারতলা বিল্ডিংয়ে ২৪টি রেগুলার দুই কক্ষ বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নির্মাণ—স্যানিটারী ও প্লাম্বিং ইনস্টলেশন"-এর জন্য উপরোক্ত ঠিকাদারগণের নিকট হইতেও টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয় : ৩১,৩০৪, টাকা; বায়নার পরিমাণ : ৬২৬, টাকা। বিস্তারিত টেণ্ডার নোটিস, স্পেসিফিকেশন, বিশেষ শর্ত ও নিয়মাবলী এবং দফার তফসিল ইত্যাদি সমস্ত কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৪টা মধ্যে উপরোক্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ারের অফিসে/এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, ৩নং হাউসিং কনস্ট্রাকশন ডিভিশন সার্কেল, ২১, কিণ্ডারডাইন লেন, কলিকাতা-১২ ঠিকানায় দেখা যাইবে। ১৯৭১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী বেলা ৩টা পর্যন্ত উপরোক্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ারের অফিসে টেণ্ডার গৃহীত হইবে।
৭৬৭(২) আই পি আর/এ/৭১ (১৫৯৬)

এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, কাকদ্বীপ ইরিগেশন ডিভিসন, সার্ভে বিল্ডিংস, ৩৫ গোপালনগর রোড, আলিপুর, কলিকাতা-২৭—নিম্নবর্ণিত কাজগুলির জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে রিভেটমেণ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নির্ভরযোগ্য, সঙ্গতিপন্ন ও প্রকৃত বাহিরের ঠিকাদার এবং ইরিগেশন অ্যাণ্ড ওয়াটারওয়েজ ডিপার্টমেণ্টের ১ম/২য় শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডব্লিউ বি এফ নং ২৯১১(২)'তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। কাজের নাম, অনুমিত বরাদ্দ ও বায়নার পরিমাণ যথাক্রমে নিম্নরূপ : (১) "১৯৭০-৭১ সালে পাথরপ্রতিমা ইরিগেশন সাব-ডিভিসনের বুড়াবুড়ির টাট সেকসন অধীন ইন্দ্রপুর (দক্ষিণ অংশ) মৌজার রিভেটমেণ্ট কাজ"; ৩,১৭,১০৫, টাকা; ৬,৩৪২, টাকা। (২) "১৯৭০-৭১ সালে পাথরপ্রতিমা (১) সাব-ডিভিসন অধীন উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ (দক্ষিণ অংশ) মৌজায় রিভেটমেণ্ট কাজ"; ৩,৪৩,৮৩৭, টাকা; ৬,৮৭৬, টাকা। প্রত্যেকটি কাজ শেষ করার মেয়াদ : বার মাস। ২ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত সকল কাজের দিন উপরোক্ত এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে প্রত্যেক কাজের প্রতি প্রস্থ ১০, টাকা মূল্যে টেণ্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে। বায়নার টাকা অবশ্যই ট্রেজারী বা আর বি আই চালানে অথবা উপরোক্ত এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অনুকূলে যথাযথভাবে দায়াবদ্ধ ন্যাশনাল সেভিং/ন্যাশনাল প্ল্যানিং/ন্যাশনাল ডিফেন্স সার্টিফিকেটের আকারে টেণ্ডারের সহিত জমা দিতে হইবে। টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ : ৩ মার্চ, ১৯৭১ (বেলা ২টা পর্যন্ত)।
৭১৮(২) আই পি আর/এ/৭১ (১৫৯৪)

টেণ্ডার

সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, ১নং হাউসিং কনস্ট্রাকশন সার্কেল, ১০৫, এস এন ব্যানার্জী রোড, কলি-১৪ কর্তৃক "হলদিয়ায় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং প্রজেক্ট অধীনে তিনতলা ব্লকে ৪৮টি ছোট দুই কক্ষ বিশিষ্ট ফ্ল্যাট (উন্নত ধরনের) (ফেজ-৩, গ্রুপ-১) নির্মাণের" জন্য নির্ভরযোগ্য সঙ্গতিপন্ন অভিজ্ঞ বাহিরের প্রকৃত বিল্ডিং ঠিকাদার এবং পি ডব্লিউ ডি-এর ১ম শ্রেণী এবং অন্যান্য যথোপযুক্ত শ্রেণীর রেজিস্টার্ড বিল্ডিং ঠিকাদারদের নিকট হইতে এবং পি ডব্লিউ ডি-এর বর্তমান রুল অনুযায়ী অন্যান্যদের নিকট হইতে সীল করা টেণ্ডার (২য় কল) আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয় : ৩,৯৪,০২৪, টাকা। বায়নার পরিমাণ : ৭,৮৮০, টাকা। ১৯৭১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী বেলা ৩টা পর্যন্ত উপরোক্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ারের অফিসে টেণ্ডার গৃহীত হইবে। বিস্তারিত নোটিস, স্পেশিফিকেশন, বিশেষ শর্ত ও নিয়মাবলী এবং দফার তফসিল ইত্যাদি সমস্ত কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে উপরোক্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ারের অফিসে/এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, ৬নং হাউসিং কনস্ট্রাকশন ডিভিঃ ২১, কিণ্ডারডাইন লেন, কলিকাতা-১২ ঠিকানায় দেখা যাইবে।
৭৬৮(২) আই পি আর/এ/৭১ (১৫৯৫)

১৯৭১—৭২ সালে (১লা এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ হইতে ৩১ মার্চ ১৯৭২) এই হাসপাতালে রি-ডিসটিল্‌ড ওয়াটার, বি পি পাইরোজেন ফ্রী, লিটারের হিসাবে সরবরাহের জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল, টালীগঞ্জ, কলি-৩৩ কর্তৃক সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। সমস্ত চার্জ (যথা : বিক্রয়কর, ডেলিভারী ও অন্যান্য চার্জ কিছু থাকিলে) ধরিয়া প্রতি লিটারের দর উল্লেখ করিতে হইবে। টেণ্ডারের সঙ্গে আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের চলতি সার্টিফিকেট গাঁথিয়া দিতে হইবে। নির্বাচিত টেণ্ডারদাতাকে সরকারের বরাবরে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে এবং উপরোক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুকূলে যথাযথভাবে দায়াবদ্ধ পোস্টাল সেভিংস ব্যাংক পাস বুকে ১০০, টাকা জামীন জমা দিতে হইবে। কোন কারণ না দর্শাইয়া যে কোন টেণ্ডার গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করার অধিকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্তৃক সংরক্ষিত। ১৯৭১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী মধ্যে তাঁহার নিকট টেণ্ডার পৌঁছা চাই।
৭৫০(২) আই পি আর/এ/৭১ (১৫৯০)

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল, টালীগঞ্জ, কলি-৩৩ কর্তৃক ১৯৭১—৭২ সালে হাসপাতালের কম্বল, বেডশীট, তোয়ালে ইত্যাদি কাচার জন্য প্রকৃত ঠিকাদারদের নিকট হইতে "ময়লা কাপড়-চোপড় কাচার জন্য টেণ্ডার" কথাগুলি উপরে লিখিত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। হাসপাতাল হইতে সংগ্রহ ও হাসপাতালে ডেলিভারী দেওয়ার চার্জ ধরিয়া প্রতি ১০০ খানির নীট সাফাই দর গরম ও সূতির বস্ত্রের জন্য পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল, কলি-৩৩-এর অনুকূলে বায়না হিসাবে ১০০, টাকা "পি ডিপোজিট অ্যাণ্ড অ্যাডভান্স সিভিল ডিপোজিট অ্যাণ্ড রেভেনিউ ডিপোজিট" খাতে জমা দিয়া প্রাপ্ত টি আর চালান সহ টেণ্ডার ১৯৭১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে। টেণ্ডার গ্রাহ্য হইলে জামিন জমা : ২০০, টাকা—গরম কাপড়চোপড়ের জন্য এবং ৫০০, টাকা—সূতীর বস্ত্রাদির জন্য। অনুমোদিত টেণ্ডারদাতার হাসপাতালের সন্নিকটে নিজস্ব "ধোবিখানা" অবশ্যই থাকা চাই। কাচা কাপড়চোপড় প্রতি ৪র্থ দিবসে (অর্থাৎ সপ্তাহে দুইবার) ডেলিভারী দিতে হইবে।
৭৪৯(৩) আই পি আর/এ/৭১ (১৫৯১)

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন

টেণ্ডার নোটিস

নিম্নোক্তগুলির জন্য দুই প্রস্থে টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে এবং উহা প্রত্যেকের পার্শ্বে উল্লিখিত তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত ২য় ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক গৃহীত হইবে। দুই প্রস্থে প্রত্যেকটি টেণ্ডার অবশ্যই সীলকরা খামে ভরিয়া তদুপরি "........জন্য টেণ্ডার" কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে এবং কণ্ট্রোলার অব রেকর্ডস-এর নিকট প্রাপ্তব্য নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন ও টেণ্ডার ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

টেণ্ডারের নাম	অনুমিত বরাদ্দ	জমা দেয় বায়নার পরিমাণ	টেণ্ডার ফরম-সহ স্পেসিফিকেশনের মূল্য	টেণ্ডার খোলার তারিখ
১। ১ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ হইতে ৩১ মার্চ, ১৯৭২ তারিখ পর্যন্ত এক বৎসরে পামারস ব্রিজ পাম্পিং স্টেশনে ইয়ার্ড হইতে বয়লারে স্টীম কোল অপসারণ ...	৭,৫০০, টাকা (আনুঃ)	৫০, টাকা	প্রতি প্রস্থ ১০, টাকা	৪-৩-৭১
২। ১৯৭১ - ৭২ সালে জীবাণুনাশক দ্রব্য ও কীটনাশক দ্রব্য সরবরাহ ও ডেলিভারি ...	১,৩০,০০০, টাকা (আনুঃ)	৫০০, টাকা এস এস	প্রতি প্রস্থ ৩০, টাকা	৯-৩-৭১
৩। ১৯৭১ - ৭২ সালে লিকুইড ক্লোরিন সরবরাহ ও ডেলিভারি ...	৩ লক্ষ টাকা (আনুঃ)	১০০০, টাকা এস এস	প্রতি প্রস্থ ৫০, টাকা	২-৩-৭১
৪। ১৯৭১-৭২ সালে পলতা ফিল্টার প্ল্যান্টে এলাম কেক সরবরাহ ও ডেলিভারি ...	১৭ লক্ষ টাকা (আনুঃ)	২,৫০০, টাকা	প্রতি প্রস্থ ৫০, টাকা	১০-৩-৭১

সেক্রেটারী,
কলিকাতা কর্পোরেশন
১৭।২।৭১
(১৬৫০)

টেণ্ডার

নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, আরবান ড্রেনেজ ডিভিশন, ইরিগেশন অ্যাণ্ড ওয়াটারওয়েজ ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সার্ভে বিল্ডিংস, সর্বোচ্চ তল, ৩৫ গোপাল নগর রোড, আলিপুর, কলিকাতা-২৭ কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের আই অ্যাণ্ড ডবলিউ, ডি'এর ১ম/২য় শ্রেণীর ঠিকাদার ও গ্রেটার ক্যালকাটা ড্রেনেজ সার্কেলের ৩য় শ্রেণীর ঠিকাদার এবং প্রকৃত বাহিরের ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডবলিউ বি এফ নং ২৯১১(১)-তে সীলকরা টেণ্ডার (প্রত্যেক কাজের জন্য পৃথক পৃথকভাবে) আহ্বান করা হইতেছে। কাজের নাম, ব্যয়বরাদ্দ ও বায়নার পরিমাণ যথাক্রমে নিম্নরূপঃ— (১) টালিগঞ্জ পঞ্চান্নগ্রাম বেসিন ড্রেনেজ স্কীমের বন্যাজনিত (১৯৭০) ক্ষতি মেরামত সম্পর্কে ব্রাঞ্চ চ্যানেল সি-সি ১ বরাবর এমব্যাঙ্কমেণ্ট-কাম-ইনস্পেকশন পাথের সংস্কার; ৪৩,৬৬৫ টাকা; ৮৭৩, টাকা। (২) বৈঁচতলা বেসিন ড্রেনেজ স্কীমের বন্যাজনিত (১৯৭০) ক্ষতির মেরামত সম্পর্কে লো-লেভেল চ্যানেলের তীর বরাবর এমব্যাঙ্কমেণ্ট-কাম-ইনস্পেকশন পাথের সংস্কার; [illegible]

শরৎস্মৃতি-মন্দির নির্মাণের জন্য পৌরসভার জমি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিমন্দির নির্মাণের জন্য কলকাতা পৌরসভা দক্ষিণ কলকাতার শরৎ চ্যাটার্জি উদ্যানে দশ কাঠা পরিমিত জমি গত মঙ্গলবার 'শরৎ সমিতি'কে ইজারা দিয়েছেন।

টেণ্ডার

"২৪ পরগণা জেলার খড়দহ থানা অধীন রামভদ্রবাটী স্পনসর্ড কলোনিতে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণ"-এর জন্য সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার, সেন্ট্রাল সার্কেল, পি এইচ এঞ্জিঃ ডিরেক্টরেট, পি-১৫ ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেঃ (৬ষ্ঠ তল), কলিকাতা-১২ কর্তৃক পি এইচ এঞ্জিঃ ডিরেক্টরেটের ১ম ও ২য় শ্রেণীর রেজিস্টার্ড ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডবলিউ বি এফ নং ২৯১১(১)'তে সীল করা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। ব্যয়বরাদ্দ : ১,৩৬,০০২ টাকা। বায়নার পরিমাণ : ২,৭২০ টাকা। কাজ শেষ করার সময় : ওয়ার্ক অর্ডারের তারিখ হইতে ছয় মাস। প্রতি প্রস্থ বাবদ ১০ টাকা আদায় দিলে এবং আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র পেশ [illegible]

[illegible]

সাতের নামতা

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও সুবোধ দাশগুপ্ত

উত্তর রেলের বাতিল ট্রেন আজ থেকে আবার চলবে

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি—উত্তর রেলওয়ে থেকে আজ ঘোষণা করা হয়েছে যে, কয়লা সরবরাহ পরিস্থিতির আরও উন্নতি হওয়ায় উত্তর রেলওয়ের যে সব প্যাসেঞ্জার ট্রেন বন্ধ রাখা হয়েছিল আগামীকাল থেকে সেইসব ট্রেন আবার চলবে। —ইউ এন আই

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি

৭০—৮৫ টাকা বেতনক্রম, তদুপরি অন্যান্য সমস্ত ভাতায় রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স ডিপার্টমেণ্টে ভারতীয় নাগরিকদিগের মধ্য হইতে ১২ জন রক্ষক (তফসিলী জাতি হইতে ২ জন, তফসিলী উপজাতি হইতে ১ জন, প্রাক্তন সৈনিকদিগের মধ্য হইতে ৪ জন এবং অসংরক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ৫ জন) নিয়োগ করা হইবে। বয়স—৬-৩-৭১ তারিখে ১৮ এবং ২৫ বৎসরের মধ্যে (তফসিলী জাতি/উপজাতির [illegible]

বঙ্গ সংস্কৃতি ধ্বংস করা চলবে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাঁদের ওই আদর্শকে ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট হননি।

'ইসলামিকরণে'র নামে কাজি নজরুল ইসলামের কিছু গানের কথা পালটানো হয়েছে। কয়েকজন শিক্ষাবিদ পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবর কঠোর ভাষায় এইসব অপচেষ্টার নিন্দা করেন। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

শেখ মুজিবর আরও বলেন, দুঃখের কথা, জনসাধারণ যখন স্বৈরাচারী সরকারের পতনের জন্য যে কোন স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত—তখন কিছু শিল্পী ও লেখক 'স্বৈরাচারী সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে একটি নতুন সংস্কৃতি আমদানি' করার চেষ্টা করছেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ 'কোনরকম আমদানি করা সংস্কৃতি' বরদাস্ত করবে না।

সাংস্কৃতিক ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দের সময় পাকিস্তান সরকার 'দেশের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ' করছেন বলে তিনি সমালোচনা করেন। বেতার শিল্পীদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ মাত্র ১৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা।

—পি টি আই

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

টেণ্ডার

অণ্ডালে ৪১ ইউনিট দ্বিতল টাইপ ২, ৪ ইউনিট টাইপ ৩, ২১ ইউনিট দ্বিতল টাইপ ১ কোয়ার্টার এবং সীতারামপুরে ১৯ ইউনিট টাইপ ২ এবং এক ইউনিট টাইপ ১ কোয়ার্টারের ইলেকট্রিফিকেশনের নিমিত্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইলেকট্রিক্যাল ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডার ১৯-৩-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত এবং সেই দিন বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে। আসানসোলস্থিত ডি এস অফিসের অফিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের (জি) নিকট প্রত্যেকটির জন্য ৫ টাকা (অফেরতযোগ্য) জমা দেওয়ার রসিদ দাখিল করিয়া ১৬-৩-৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত আসানসোলস্থিত এই রেলওয়ের ডিইই/টিডিজি অফিস হইতে টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। বায়নার পরিমাণ ৬৬৮ টাকা। টেণ্ডার ফরম ডাকে প্রেরিত হইবে না।

ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট/
আসানসোল

জি ১০/৪/পিআরও/এএসএন—১৬
(১৭০৬)

হাঁস ও মুরগী পালন

Poultry Farming ডাক দ্বারা শিখিয়া গভঃ রেজিস্ট্রীকৃত কলেজ হইতে ডিপ্লোমা লউন। নিয়মাবলী বিনামূল্যে।
IMPERIAL INSTITUTES (AB),
DORIWALAN, DELHI-5
(১৩৮৯ এ)

প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে ঢিল, সামান্য ক্ষতি

আমেদাবাদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আনন্দ থেকে নাদিয়াদে রওনা হওয়ার সময় তাঁর মোটর গাড়ি লক্ষ্য করে ছোড়া ঢিলে গাড়ির উইনড স্ক্রীনটি ফেটে যায়। অবশ্য কেউ আহত হয়নি।

এখানে পাওয়া সংবাদে প্রকাশ, শ্রীমতী গান্ধী অপর একটি মোটর গাড়িতে নাদিয়াদ রওনা হন।

এর আগে ওখানে একটি জনসভায় তিনি বক্তৃতা করতে উঠলে কিছু লোক নানা শ্লোগান দেয়। জনসভা নির্বিবাদে অনুষ্ঠিত হয়।

জনসভায় শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, বর্তমান সরকারের নীতি রুশঘেঁষা একথা বলার অর্থ দেশকেই অসম্মান করা।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের নীতি হচ্ছে সমস্ত দেশের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখা।

—পি টি আই

দুর্গাপুরে স্কুল ছাত্র নিহত

দুর্গাপুর থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি জানান যে, বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে শ্রীমনিলাল সেন নামক জনৈক স্কুলের ছাত্রের মৃতদেহ সেখানকার দামোদর ব্যারেজের উপর পাওয়া যায়। পুলিশের কাছে নিহত শ্রীসেনের বাবা অভিযোগ করেন যে, ওইদিন বেলা ১০টা নাগাদ সি পি এম-এর কিছু লোক তাঁর ছেলেকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। তারপর বেলা দেড়টা নাগাদ ওই মৃতদেহ পাওয়া যায়।

ওই কেন্দ্রের সি পি আই প্রার্থী শ্রীনিমাই রাউথ নিহত শ্রীসেনের বাড়ি যান। তিনি ঘটনার পূর্ণ তদন্ত ও দোষীদের শাস্তিবিধানের দাবি জানিয়েছে

Excel ANOGRAPHS

সারাজীবন চলবে
অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়মের
আইডেন্টিটি কার্ডের জন্যে

যোগাযোগ করুনঃ
এক্সেল প্রসেস
প্রাইভেট লিমিটেড
২২ডি, এস এ ব্রেলভি রোড
বম্বে-১
ফোনঃ ২৫৯১৮১—৫৭৩৩২৭
শাখা—১০বি, ইডেন হসপিটাল রোড
কলিকাতা-১২, ফোন : ৩৪৬৫৯৩

বক্তৃতা 'সর্বৈব বিকৃত'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

'জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও সি পি এম চালিত সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের বিরুদ্ধে পুলিশকে উত্তেজিত করার চেষ্টাও এতে রয়েছে।'

সরকারী মুখপাত্রের প্রতিক্রিয়া

মালদয় শ্রীজ্যোতি বসু যে বক্তৃতা দিয়েছেন তা দেখেছেন কি? কলকাতায় বৃহস্পতিবার মহাকরণে জনৈক সাংবাদিকের ওই প্রশ্নের উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত বলেন, দেখেছি। কিন্তু ও দেখে আর করব কি? ওই বক্তৃতা থেকে ত বোঝাই যায় যে, শ্রী বসু সেদিন ওই ধরনের কথাই বলেছিলেন।

হালদার চুলা — একটি বিস্ময়!

আপনার বাসগৃহ পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক করার দায়িত্ব 'হালদার চুলা'কে দিন। তাপনিয়ন্ত্রণযন্ত্র সম্বলিত এই চুলার ব্যবহার আপনাকে দেবে — অবাঞ্ছিত ধোঁয়ার হাত থেকে মুক্তি, শতকরা ২৫ ভাগ জ্বালানি এবং সময়ের সার্থক সাশ্রয়।

ফোন : ৪৫-৬০৬৬ —হালদার এ্যাণ্ড কোং (চুলা)-
২৩৭, রায়বাহাদুর রোড,
কলিকাতা-৫৩

(সি ৪৮৫১)

দেখলে ও স্পর্শ করলে মনে হবে চামড়া কিন্তু তার চেয়েও ঢের বেশি দিন টেকে!

ফেদারটাচ
এক্সপাণ্ডেড ভিনাইল

ভারতের একমাত্র
আসল ফোমলেদার

■ সাজসজ্জার জগতে আধুনিক ধারার উপযোগী রং ও ডিজাইন
■ দু রকমের বৈচিত্র্য, যা বিশেষ করে সোফা ইত্যাদির সজ্জার জন্য উপযোগী। তাছাড়া বেশ পুরু ও মজবুত রকমের হ্যাণ্ড ব্যাগের জন্যও

ধারে ফেদারটাচ-এর ছাপ দেখে নিন

প্রস্তুতকারক
ভোর ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই
শাখা—১০-এ, হ্যারিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৬

Bensons/5558/A-Ben

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

টেণ্ডার নোটিস

[illegible], মেদিনীপুর স্পেশাল রোডস ডিভিসন, পোঃ [illegible] জেলায় নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য, ঠিকাদার এবং বলবৎ নিয়মানুযায়ী পি ডবলিউ ডি- [illegible]

[illegible]

আপনার সন্তান কি স্কুলে যেতে শুরু করেছে?...
ফেরাডল দিয়ে তার জীবন ভাল ভাবে আরম্ভ ক'রে দিন

আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার স্কুলে যাওয়ার দিনগুলোর ওপর। এই সময়ে লেখাপড়ায় ও খেলাধুলায় এক ধাপ আগুয়ান থাকার জন্যে তার প্রয়োজন আরো বেশী বল এবং আরো অধিক উদ্যম ও প্রাণশক্তি।

শুধু ফেরাডলই আপনার সন্তানকে যোগাতে পারে দুধ, খাদ্যশস্য, তরিতরকারি, ফল, ডিম প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের সঠিক পরিমাণে গুণ ও পুষ্টি—লোহা, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ। আপনার সন্তানের হাড় ও দাঁতের দৃঢ় গঠন, পেশীর বৃদ্ধি, রক্তের পুষ্টি, শরীরের প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলা, চোখের সতেজ দৃষ্টিশক্তি এবং সুস্থসবল শারীরিক বৃদ্ধির জন্যে ফেরাডল অত্যন্ত আবশ্যক।

প্রত্যেকদিন সকালে ও রাত্রে সরাসরি বোতল থেকে কিম্বা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে আপনার সন্তানকে ফেরাডল খাওয়ান!

ভুলবেন না, পরিবারের সকলের জন্যেই ফেরাডল উপকারী।

ফেরাডল
খেতে সুস্বাদু
পরিবারের সকলের জন্যে উপকারী
পার্ক-ডেভিস উৎপাদন
® রেজিস্ট্রীকৃত ট্রেডমার্ক।রেজিস্ট্রীকৃত ব্যবহারকারী: পার্ক-ডেভিস(ইণ্ডিয়া)লিঃ, বোম্বাই-৭২ এ.এস.

JAISONS—410

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

শুক্রবার, ৬ ফাল্গুন ১৩৭৭

দিনের বাণী

আমরা দেখিতে পাই, এই জগতে সর্বপ্রকার সুখের ছায়াস্বরূপ কোন না কোনরূপ দুঃখ রহিয়াছে। জীবনের পশ্চাতে উহার ছায়াস্বরূপ মৃত্যু রহিয়াছে। উহারা সর্বদা এক সঙ্গেই থাকে। কারণ, উহারা পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী নহে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ইহার পরও ?

মারিবে এই যাহাদের নিয়তি তাহারা অন্ধপ্রায়, সামনের ভয়ংকর হইতে ভয়ংকরতর ধাপগুলি তাহাদের চোখে পড়ে না। যাহারা মারিবে, তাহাদের সংকল্প স্থির, এই রাজ্যের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে ভূত বানাইয়া ছাড়িবে, এই তাহাদের প্রতিজ্ঞা। জুয়াড়ীরা যখন জুয়ায় বসে তখন আর হিতাহিতজ্ঞান থাকে না। স্বয়ং যুধিষ্ঠিরেরই ছিল না। তিনি বাজি ধরিয়াছিলেন দ্রৌপদীকে। এখানকার দণ্ডমুণ্ডের মালিক আর পার্টিওয়ালারা আর-এক কাঠি আগাইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বাজি রাখিয়াছেন মাতৃস্বরূপা জন্মভূমিকে।

নহিলে অন্তত এতদিনে নির্বাচনী হুকুমটা নাকচ হইয়া যাইত। কিন্তু ভূমিকম্পে সব ধসিয়া গেলেও এই দুনিয়া যেমন ঘুরিতেই থাকে, হাকিমদের হুকুমও যেন তেমনই এক অমোঘ বিধান। একবার যখন স্থির করিয়াছেন ভোট হইবে, তখন সেই রায় পাল্টায় সাধ্য কার! রক্তস্রোতে সব ধুইয়া যাক, প্রলয়পয়োধির ঢেউগুলি তাথৈ নৃত্যে মাতিয়া উঠুক, ভাগ্যবিধাতারা নিজেদের সিদ্ধান্তটিকে বেদের মতো বুকে আঁকড়াইয়া ভাসিতে থাকিবেন।

আর-কিছু ঘটিবে না। সূর্যোদয়, সূর্যাস্তের মতো বাকী সব কিছু রোজ যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে থাকিবে। যাঁহারা ভয়ে সারা, এ দিকে যে যার নাড়ি টিপিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারাও মুখে দেঁতো হাসির পাশাপাশি বড়াইয়ের ভঙ্গি ফুটাইয়া রাখিবেন। পারস্পরিক খিস্তি-খেউড়ের তেমনই ফোয়ারা ছুটিবে, দেওয়ালের পর দেওয়াল লেখায় লেখায় ছয়লাপ হইতে থাকিবে, হাতগুলি যাহাদের সেই বেচারারা জানে না এই সব লেখা অন্তিম অর্থে হয়তো-বা একটা জাতির দেওয়াল-লিখন। প্রার্থীদের যদি প্রাণ যায়—অশুভ মহরৎ করেই হইয়া গিয়াছে, আসল 'শুটিং' এখনও বাকী—তবুও স্থানীয় একটি হরতালেই নিহতের চূড়ান্ত দানসাগর শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইয়া শিহরিত-বিবেক সহজ আর হালকা হইয়া যাইবে। বর্ধমানের উখরায় যেমন হইয়াছে। বেসরকারী প্রার্থীদের দুই জন নরমেধযজ্ঞে প্রাণ আহুতি দিয়াছিলেন আগেই, পাকাপাকি প্রার্থীদের মধ্যে প্রথম শহীদ শ্রীদেবদত্ত মণ্ডল। এই কলঙ্কিত লজ্জালিপ্ত 'সম্মান' উখরার প্রাপ্য।

ইহার পরও সংশ্লিষ্ট সকলে দলে দলে বাহির হইয়া আসিয়া বলিবেন না 'আমরা ভোট চাই না, বাঁচিতে চাই।' হত্যাকাণ্ডের পর কলিকাতায় বসিয়া কেহ দিব্যদৃষ্টিতে আততায়ীরা কোন্ দলের সেটা জানিয়া ফেলিবেন এবং জোরগলায় বলিয়া ফেলিতেও বাধিবে না। ইহার পরও সরকার অত্যন্ত কেতামাফিকভাবে উদ্বিগ্ন হইবেন, শান্তি-শৃঙ্খলা লইয়া ফৌজী নেতাদের সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠক বসিবে। ইহার পরও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার দূরে বসিয়া বেতারে হিতোপদেশ বিলাইয়া যাইবেন। তাহাতে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা আদর্শ এই সব লইয়া গালভরা কথার কিছুমাত্র কমতি নাই, এমন কী—কে শোনে, কে নাই শোনে—'উদ্দীপ্ত তরুণদের' কানেও তিনি ত্রিশরণ মন্ত্র জপিয়া যাইবেন। নিজের কাজ নিজে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা উচ্চপদস্থ চাকুরিয়া এই ভদ্রলোকের প্রথম কর্তব্য, পুঁথিপাঠ অথবা তন্ত্রমন্ত্র লইয়া কথকতা নয়। এই কাজ নিতান্তই ডিপার্টমেন্টাল, তাঁহাকে এই কথা মনে করাইয়া দেওয়ার সময় আসিয়াছে।

সুষ্ঠু নির্বাচনের বাধা এবং বিঘ্ন এবার পাহাড়প্রমাণ। যতই সমন জারি করা হউক, দেখানো হউক বিশেষ বীমার লোভ, কর্মীদের মন এবার কথার চিঁড়ায় সহজে ভুলিতেছে না। নিতাই নানা বিক্ষোভে, অনিচ্ছার হরেক প্রমাণে তাহার প্রমাণ মিলিতেছে। গণতন্ত্রের জন্য জান কবুল করিতে রাজী, এমন দেদার দধীচির দেখা মিলিতেছে না। মিলিটারি নামিয়াছে ঠিক, তাহাতে সামগ্রিকভাবে কিছুটা আশ্বাস যদিও-বা মেলে, ব্যক্তিগত বা চোরাগোপ্তা সন্ত্রাসের মোকাবিলা করার সাধ্য মিলিটারির নাই।

তবু নাকি সরকার নিরুপায়। সংসদীয় নির্বাচন এতই যদি জরুরী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সঙ্গে রাজ্যকে জড়াইবার প্রয়োজন ছিল কি? সেদিন পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, একটা নির্বাচন যদি সম্ভব হয়, আর-একটাও নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে। ওই যুক্তি পণ্ডিতদের ভণ্ডামি। ঘটনার পর ঘটনা হাতে হাতে দেখাইয়া দিতেছে যে রাজ্যস্তরে নির্বাচন অসম্ভব না হউক, সহজ নয়। দিল্লির তখ্‌ত্ লইয়া লড়ুয়ে দলগুলির মাথাব্যথা কম—এখানে মহাকরণের উপরই সকলের নজর। ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'প্যাশন', রাজ্য নির্বাচনে তাহা যে পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে, লোকসভা নির্বাচনে নিশ্চয়ই ততদূর পৌঁছিত না। যাঁহারা ক্ষমতার জন্য হাত বাড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের মনস্তত্ত্ব তবু বোঝা যায়, কিন্তু সরকার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে খুঁচাইয়া আরও গনগনে করিয়া তুলিলেন কেন? আইন লইয়া তাঁহাদের মনে কি ভয় ছিল? অথবা আসল ভয় ছিল সুপ্রিম কোর্ট, বিশেষত যে কোর্টের রায় ইদানীং কয়েকবারই সরকারকে বেসামাল করিয়াছে? সব গণতন্ত্রের জন্য, না আপনবাঁচা নীতির জন্য? গণতন্ত্রের দোহাই না পাড়াই ভাল, বিশেষত এ তো সেই গণতন্ত্র, যাহাতে নিছক গরিষ্ঠের ভোটেও সরকার কায়েম হয় না—এমন কী একটা কেন্দ্রে একটা ভোট পড়িলেও নির্বাচন সিদ্ধ, রাজ্যের নির্বাচনী অফিসার নিজেই নির্লজ্জভাবে ইহার এই স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন।

উদ্যম চাই

এতকাল ধরিয়া এ দেশে যাঁহারা যোজনার চাকা চালাইয়াছেন, কর্মসংস্থান যে পরিকল্পিত অর্থনীতির একটা লক্ষ্য হওয়া উচিত সে বোধ তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন দেশের বৈষয়িক উন্নয়ন হইলে কর্মসংস্থানের সুযোগ আপনিই বৃদ্ধি পাইবে—তাহার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই। প্রথম যোজনাতে তো কর্মসংস্থাননীতি বলিয়া কিছু ছিল না। পরে অবশ্য যোজনা-পর্ষদ ঠেকিয়া কিছু শিখিয়াছিলেন। বেকারির ভয়াবহ প্রসার দেখিয়া তাঁহাদের চোখ কপালে উঠিয়াছিল। ইদানীং যোজনাতে বেকার-সমস্যার উপর কিছু গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। তবুও পূর্ণ কার্যস্থানকে লক্ষ্য হিসাবে এখনও গ্রহণ করা হয় নাই। কাজেই সমগ্র যোজনাকে নিয়োগাভিত্তিক করিয়া নূতন ছাঁচে ঢালিয়া সাজাইবার কথা ওঠে না। মোটের উপর তাহার পুরাতন কাঠামোই বজায় রাখা হইয়াছে আর সে কাঠামোতে কর্মসংস্থান মুখ্য নয়, গৌণ।

অথচ দেশে যদি বেকারি বাড়িয়াই চলে তাহা হইলে বৈষয়িক উন্নয়নের এত আড়ম্বর সবই ব্যর্থ হইবে। বেকারি বাড়িলে লক্ষ লক্ষ লোকের ক্রয়ক্ষমতা বলিতে কিছু থাকে না। অসন্তোষ তাহাদের মধ্যে তীব্র হইয়া ওঠে তো বটেই, সে অসন্তোষ ক্রমশ সমাজের সর্বস্তরে ছড়াইয়া পড়ে। এ দেশে তাহাই হইতেছে বিশ বৎসর প্ল্যানিংয়ের পরও। এক-একটা যোজনার পালা সাঙ্গ হইতেছে আর বেকারের সংখ্যা লাখে লাখে বাড়িতেছে। যে প্ল্যানিংয়ে কর্মসংস্থান না বাড়িয়া ক্রমাগত কমে সে প্ল্যানিংয়েরই ঠাট বজায় রাখায় সার্থকতা কী, সে কথা বোঝা ভার। এমনটা হইত না যদি কাজ বাড়াইবার এবং যোগাইবার উপর প্রত্যেকটি যোজনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইত। বেকার-সমস্যা অন্য দেশের তুলনায় এ দেশে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। কাজেই এ ক্ষেত্রে নকলনবিসি করিয়া ও-সমস্যার সমাধান করা যাইবে না। দেশের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বেকার-সমস্যার অবসান ঘটাইবার আয়োজন করিতে না পারিলে কাজের কাজ কিছু হইবে না! তাহারই উপক্রমণিকা হিসাবে যোজনা-ভবনের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিবর্তন দরকার। তত্ত্বকথার মায়া কাটাইয়া যোজনাকারদের কঠিন বাস্তবকে আশ্রয় করিতে হইবে।

নয়াদিল্লিতে যোজনা-পর্ষদের আমন্ত্রণে অর্থনীতিবিদ্‌দের যে বৈঠক সম্প্রতি বসিয়াছিল সেখানে কথা উঠিয়াছিল সরকারের বৈষয়িক নীতির এমনভাবে রূপান্তর ঘটানো উচিত যাহাতে অর্থবিনিয়োগের মূল লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায় কর্মসংস্থান। তেমন করিলে যত টাকা উন্নয়নকর্মে লগ্নী হইবে সেই অনুপাতে কাজও বাড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে বেকারিও ঘুচিবে। সেভাবে নীতির পুনর্বিন্যাস ঘটাইতে সরকার প্রস্তুত এমন কোনও প্রতিশ্রুতি তাঁহাদের পক্ষ হইতে দেওয়া হয় নাই। এটুকু নির্দেশ শুধু দেওয়া হইয়াছে যে, চতুর্থ যোজনার অঙ্গীভূত প্রকল্পগুলিতে কর্মসংস্থান কতটা প্রসারিত হইতে পারে সেটা বিবেচনা করিয়া দেখা হউক। কিন্তু সে তো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা। আপাতত কাজের সুযোগ যাহাতে বাড়িয়া যায় তাহার জন্য ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। তর্কবিতর্কে কমিটী-কমিশনে সময় নষ্ট না করিয়া সরকার যদি এমন কিছু প্রকল্প হাতে লইতে পারেন যাহাতে বেকারদের কাজ জুটিবে তাহা হইলে বেকার-সমস্যা সমাধানের বাস্তব উপায় একটা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। বৃহত্তর নীতির রদবদল ভবিষ্যতে যখন হয় হইবে, এখন চাই একটি বাস্তব কর্মসূচী এবং তাহাকে রূপায়িত করার উদ্যম।

সরকারের জন্য বসিয়া না থাকিয়া বেসরকারী উদ্যোগে কিছু কাজ যে শুরু হইয়াছে সেটা আশার কথা। পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা মূলত শিক্ষিত বেকারদের লইয়াই। তাঁহাদের কেহই যে কারিগরী বিদ্যা লাভ করে নাই এমন নয়, যদিও অধিকাংশই স্কুলে কলেজে মামুলী শিক্ষাই লাভ করিয়াছে। যাহারা ইঞ্জিনীয়ার বা প্রয়োগবিদ, তাহাদের যদি শিল্পায়নে উৎসাহিত করা যায় তাহা হইলে তাহারা নিজেরাও কাজ পাইবে অপরকেও কাজ দিতে পারিবে। বিভিন্ন শিল্প-সংস্থা উদ্যোগী হইয়া যদি তাহাদের তালিম দেন এবং তাহাদের আর্থিক প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে অনেক উদ্যোগী পুরুষের লক্ষ্মীলাভের পথ প্রশস্ত হয়। কলিকাতা রোটারি ক্লাবের পক্ষ হইতে তেমন চেষ্টা চলিতেছে। আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও ওই ব্যাপারে উদ্যোগী হইয়াছেন। কাজটার সুফল আরও বেশী পাওয়া যাইতে পারে যদি একটি দুইটি সংস্থা স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা না করিয়া অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে মিলিয়া বেকারি দূর করিবার একটা ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। সরকার যদি তাঁহাদের সহায়তা করেন তাহা হইলে তো কথাই নাই, না করিলেও এ ধরনের চেষ্টা বিফল হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ঘণ্টাকর্ণ

পর্তুগীজ জলদস্যুরা এলিফ্যান্টা দ্বীপের মূর্তিগুলির উপর কামানের গোলা নিক্ষেপ করিয়া গোলাবাজিতে হাত পাকাইবার চেষ্টা ও চর্চা করিত। ইহার ফলে কিছু মূর্তি অবশ্যই বিনষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু ত্রিমূর্তি নামে পরিচিত তিন আননের শিবমূর্তিটি বিনষ্ট হয় নাই। আগন্তুক মানুষ আজিও সশ্রদ্ধ বিস্ময় ও আগ্রহ লইয়া এই ত্রিমূর্তির দিকে তাকাইয়া থাকে। এবং ত্রিমূর্তিও যেন সমুদ্র ও আকাশের দিগন্তরেখার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসের গ্রন্থে ঘটনা ও তথ্যের অভাব নাই, যাহা বুঝাইয়া দেয় যে, রূঢ় ও কদর্য ধর্মবিদ্বেষের ঘাতকতায় অনেক মূর্তির দেহ চূর্ণ হইয়াছে। অনেক মূর্তি তাঁহাদের বেদিকা হইতে চিরকালের মতো অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। বিজান্তাইন সভ্যতার জীবনেও আইকনোক্লাস্টের উন্মত্ত হাতুড়ি অনেক মূর্তি ভাঙিয়াছিল। ভারতে দেখা গিয়াছে যে, ধর্মবিদ্বেষের প্রকোপ শুধু হাতুড়ি হইয়া নহে, তাহা উচ্চতর ধর্মতত্ত্বের মুখরতা হইয়া, কিংবা জ্ঞানবুদ্ধির পরিচ্ছন্নতার সগর্ব দাবি হইয়া, এবং কখনও-বা পতিতোদ্ধার করিবার করুণাকর আগ্রহ হইয়া দেবতাদের মূর্তিগুলিকে ভাঙিতে ও টানিয়া সরাইয়া দিতে চাহিয়াছে।

হাজার বৎসর ধরিয়া এইরূপ রূঢ় ঘটনার ধূলি উড়িয়াছে, কিন্তু শেষ পরিণামের অঙ্কে আসিয়া দেখা গেল যে, মূর্তিরা সরিয়া যান নাই। মঠে ও মন্দিরে তাঁহারা আছেন। কারণ নিশ্চয় এই যে, হিন্দুর দেবমূর্তিকল্পনা যাহাতে আধারিত, তাহা পাথর ও মাটি নহে, তাহা জ্ঞান ভক্তি ও বিশ্বাস। এবং এই ঐতিহাসিক সত্যটিও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, সাকার ঈশ্বরের উপাসকেরা ও প্রতিমাপূজকেরা চারিত্রিক উৎকর্ষে মানবপ্রেমে, জ্ঞান বুদ্ধি ও বিদ্যার অধিকারে, বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে, রম্যকলার সৃষ্টিতে ও সাংস্কৃতিক কৃতিত্বে বিশ্বের অন্য কোন জনসমাজের তুলনায় কিছুমাত্রও অনুন্নত নহেন। দেখা গিয়াছে যে, মূর্তিপূজক হিন্দুকে অধঃপতিত মানুষ বলিয়া মনে করিবার এবং তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য ছটফট করিবার অভ্যাসটি অনেক সঙ্কুচিত হইয়াছে।

কিন্তু দ্রাবিড় কাজাগামের মহানেতা শ্রীরামস্বামী নাইকার: যাঁহার বয়স নব্বইয়েরও বেশী, যিনি আইনত হিন্দু, তিনি এমন অনেক কাণ্ড করিয়াছেন ও করিতেছেন, যাহা দেবমূর্তির উপর পর্তুগীজ জলদস্যুর গোলাবাজির চেয়েও কদর্য উৎসাহের বিস্ফোরণ। তিনি 'কুসংস্কার অপসারণে'র এক সম্মেলন আহবান করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করাইয়াছেন যে, বিবাহিত নারীকে পরপুরুষের সহিত ব্যভিচার করিবার অধিকার দিয়া বর্তমান আইনের সংশোধন করা হোক। সম্মেলনের মিছিল বাহির হইয়াছে, সেই মিছিলের সহিত চলন্ত ছবি ও মূর্তিগুলিকে ধর্মবিদ্বেষের জঘন্য প্রবৃত্তি দিয়া রূপায়িত করা হইয়াছে। দুই ব্যক্তি রামচন্দ্রের প্রতিমূর্তিকে জুতা মারিতেছে; দেবীমূর্তিরা শ্লীলতাহীন ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে, এমনই আকার দৃশ্য।

অতিবৃদ্ধ এই শ্রীনাইকারের মতে শুধু হিন্দু দেবদেবীরা নহে, স্বয়ং ঈশ্বরও কুসংস্কারের সৃষ্টি। স্মরণ করিতে হয়, দেবমূর্তিবিদ্বেষী শ্রীনাইকার তাঁহার নিজের যে মূর্তিটি স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে লেখা আছে—ঈশ্বর নাই, যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তাহারা মূর্খ। মনোবিজ্ঞানীরা এই নিদারুণ নব্বই বৎসর বয়সের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করিয়া কী দেখিতে পাইবেন, তাহা অনুমান করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই মনে করা চলে না যে, ঈশ্বরবিশ্বাসী কোটি কোটি মূর্খের এই পৃথিবীতে ইনিই শ্রেষ্ঠ অমূর্খ! ইনি বোধ হয় সেই পৌরাণিক ঘণ্টাকর্ণ, নূতন করিয়া বর্তমানকালে আবির্ভূত হইয়াছেন। যেন বিষ্ণুনাম শুনিতে না হয়, সেই জন্য ঘণ্টাকর্ণ তাহার দুই কানের কাছে বড় বড় দুইটি শব্দমুখর ঘণ্টা ঝুলাইয়া রাখিত। স্মরণ করিতে হয়, ঘণ্টাকর্ণের কর্ণ ও ঘণ্টা উভয়েরই অদৃষ্ট শেষে বড়ই করুণ হইয়া ভাঙিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছিল।

যৎকিঞ্চিৎ

পরিস্থিতি আজ যেখানে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে, সেখানে একজন চিকিৎসককে রোগীর নাম করিয়া ডাকিয়া আনিয়া খুন করার চেষ্টা মোটেই অবাক কাণ্ড নয়। ফাঁকি দিয়া ডাকিয়া লইয়া গুম, খুন—সবই ইতিপূর্বে হইয়া গিয়াছে। তবু পার্ক সার্কাসে যাহা ঘটিয়া গেল, মানিতেই হইবে, তাহার তাৎপর্য একটু বেশী। প্রথমত চিকিৎসক আর-সব সামাজিক প্রাণী হইতে একটু স্বতন্ত্র, কারণ জীবন্মৃত কিংবা মুমূর্ষুকে একমাত্র তিনিই প্রাণদানে সমর্থ। এমনকী সময়বিশেষে তিনি খুনীর কাছেও

আত্মঘাতী

ত্রাণকর্তা। সুতরাং তিনি যদি "কল"-এ না যাইতে চাহেন, তবে বিপর্যয় অনিবার্য। সে-ক্ষেত্রে উপায় কী? মুষ্টিমেয় কাণ্ডজ্ঞানহীন হঠকারীর জন্য কি অবশিষ্ট সমাজ রোগশয্যায় পড়িয়া ছটফট করিবে? মনে রাখিতে হইবে, এমন রোগীও থাকিতে পারেন, যাঁহার শয্যাপার্শ্বে চিকিৎসকের উপস্থিতি অতিশয় জরুরী। আসন্নপ্রসবা অথবা হৃদ্‌রোগীর কথা ভাবিলেই বোঝা যাইবে, একজন চিকিৎসককে নিগ্রহ বা হত্যা একাধিক মৃত্যুর হেতু হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ঘটনাবলী সে-পর্যায়ে পৌঁছাইবার আগেই আমরা আশা রাখি সমাজের সম্বিৎ ফিরিবে, উদ্যত হাতগুলি লজ্জায় শিথিল হইয়া আসিবে।

প্রাণ যাচ্ছে, আরও যাবে, তবু ভোট হবে

আরও বহু মানুষ প্রাণ দেবেন, আরও অনেক মা শোকে পাগল হয়ে যাবেন, আরও অনেক অনেক পরিবার সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত হবে—কিন্তু তবু পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হবেই! কেন্দ্রীয় সরকারও এখন এ রাজ্যে নির্বাচন বন্ধ করবেন না, রাজ্যের পারটিগুলিও নির্বাচন বন্ধের দাবি জানাবেন না। তাই, নির্বাচন হবেই।

নির্বাচন হবেই মানে, আইনত নির্বাচন হবেই। আসলে আইনত নির্বাচন শুরুই হয়ে গিয়েছে। নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের কাজগুলিও ইতিমধ্যেই সমাপ্ত। নির্বাচনের ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে, প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন, সেগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হয়ে গিয়েছে, নাম প্রত্যাহারের পালাও শেষ। আনুষ্ঠানিকভাবে এখন আর তিনটি কাজ বাকি—ভোটগ্রহণ, ভোটগণনা এবং ফল প্রকাশ। আইনত বাকি এই তিনটি কাজ শেষ করতে পারলেই নির্বাচন করা হয়ে গেল। সেই নির্বাচনে যাঁরা জিতবেন তাঁরাই আইনত আপনার-আমার প্রতিনিধি, সেই নির্বাচনে যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন আইনত তাঁরাই সরকার করবেন।

পশ্চিমবঙ্গে এবার যে নির্বাচন হচ্ছে সেটা আসলে হল "আইনত নির্বাচন"। এর আগে পাঁচ-পাঁচবার এই সংবিধান অনুসারে এখানে যেমন যেমন নির্বাচন হয়েছে এবার মোটেই তা হচ্ছে না। পরিবেশটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এইরকম একটা ভয়াবহ আতঙ্কজনক অদ্ভুত পংকিল আবহাওয়ায় আর কোনও দিন এ রাজ্যে নির্বাচন হয়নি।

আইনত কোনও কেন্দ্রে যদি একটিও ভোট পড়ে তা হলেই সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল বলে ধরা

রাজ্য রাজনীতি

বরুণ সেনগুপ্ত

হবে। সেই ভোটটি যে প্রার্থী পাবেন তিনিই জিতবেন। এক ভোটের ব্যবধানে যেমন জয়-পরাজয় নির্ধারিত হতে পারে, তেমনি এই সংবিধান অনুসারে এক ভোট পেয়েও কেউ নির্বাচিত হতে পারেন।

যে সব কেন্দ্রে আইনত নির্বাচন আটকাবে সেখানে অবশ্য নির্বাচন বন্ধ থাকবে। যেমন উখড়া কেন্দ্রে নির্বাচন বন্ধ হল। এইভাবে আরও কিছু কেন্দ্রে নির্বাচন আপাতত আটকাতে পারে। ভোটের দিন পর্যন্ত এগিয়েও কোনও কোনও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

যে সব আসনে বা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট বন্ধ থাকবে সেখানে পরে নির্বাচন হবে। আপাতত যে সব কেন্দ্রে ভোটপর্ব সমাপ্ত হবে অর্থাৎ ফলাফল প্রকাশ অবধি ধাপগুলি আইনত সম্পন্ন হয়ে যাবে সেই সব কেন্দ্রের ফলাফলের উপরই আমাদের সরকারী ভাগ্য নির্ধারিত হবে। যদি মাত্র ১০০টা আসনে ভোট হতে পারে তা হলে তার মধ্যে যাঁরা ৫১ জন এম এল এ পাবেন বা যোগাড় করতে পারবেন তাঁরাই সরকার গঠন করবেন। তাঁরাই পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনযন্ত্রকে হাতে পাবেন। তাঁরাই আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হবেন। যাঁরা ভোট দেবেন তাঁদেরও, যাঁরা ভোট দেবেন না তাঁদেরও। আমি ভোট দিই নি, তাই যিনি বা যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন বা সরকার গঠন করেছেন তাঁদের আমার ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার নেই—এ কথা বলার কোনও সুযোগ সংবিধান রাখেনি। তাই, এক ভোট পেয়ে যদি কেউ নির্বাচিত হন তা হলেও তিনিই এম এল এ—সরকার গঠনের ব্যাপারে দশ হাজার বা বিশ হাজার ভোট পাওয়া এম এল এ-র মতই তিনি ক্ষমতাবান।

এই পরিণতিটা জানেন বলেই পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক দল সেইভাবে প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁরা যে যতটা পারছেন নিজ নিজ শক্ত ঘাঁটিতে ভোট তোলার ব্যবস্থা করছেন—আসল ভোট, নকল ভোট, সব ভোট। কারণ, ফলাফলে আসল ভোট এবং নকল ভোটের একই দর। যদি সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ভোট দিতে না আসেন বা আসতে না পারেন তা হলে নিজ নিজ শক্ত ঘাঁটির ভোটের ফলাফলের উপরই মোট ভোটের ফলাফল নির্ভর করবে। তাই, নিজ নিজ শক্ত ঘাঁটির ওপর এবার সকলের নজর বেশি।

*

ভোট যখন হবেই তখন ফলাফলও নিশ্চয়ই একটা হবেই।

কী হতে পারে ফলাফল?

কেউ জানেন না বলব না, কারণ দলগুলি তো জিজ্ঞেস করলেই টপাটপ ফলাফল বলে যান। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অবশ্য আসল ফলাফল জানা ততটা সহজ নয়। আর, আগাম ফলাফল নিয়ে আলোচনা করে কোনও সুরাহাও হতে পারে না। কারণ, আমি যদি বলি অমুক জিতবেন তা হলে আপনিও অনায়াসেই বলতে পারেন, না, না ও'রা জিতবেই না, ওই দল জিতবে। ফলাফল না বের হওয়া পর্যন্ত এ তর্কের শেষ হতে পারে না।

তবে, এটা বলা যায় যে, এবারে পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল অনেক কিছুর উপর নির্ভর করবে। যেমন ধরুন, শেষ পর্যন্ত কত ভোটার ভোট দিতে যাবেন বা যেতে পারবেন তার উপর ফলাফল অনেকটা নির্ভর করবে। কেউ বলছেন, এবার ভয়ে খুব কম ভোট পড়বে। কেউ আবার বলছেন, মোটেই তা নয়—সব ভয় জয় করে বহু ভোটদাতা ভোট দিতে যাবেন। কারণ তাঁরা জানেন, এই রায়ের উপর তাঁদের আগামী পাঁচ বছরের ভাগ্য নির্ভর করছে।

কোন্ অনুমানটা সত্য তাও নির্ভুলভাবে আগাম জানার উপায় নেই—সেটাও জানা যাবে ১০ মারচের পর। তবে, এটা অনুমান করা বোধ হয় কঠিন নয় যে, ভোট কম পড়লে কার কার সুবিধা এবং ভোট বেশি পড়লে কার কার অসুবিধা।

আবার, কোন্ কোন্ কেন্দ্রে নির্বাচন বন্ধ হবে তার উপর সামগ্রিক ফলাফল অনেকটা নির্ভর করবে। যে দলের ভাল আসনে নির্বাচন বন্ধ হবে সেই দলেরই বেশি ক্ষতি। যে দলের খারাপ আসনে নির্বাচন বন্ধ হবে তিনিই লাভবান।

আরও একটা বড় প্রশ্ন আছে, ভোট কীভাবে ভাগ হবে? যদি প্রতি কেন্দ্রের সব প্রার্থীই কিছু কিছু ভোট টানেন তা হলে ফলাফল এক রকম হবে। আবার যদি সব কেন্দ্রেই শেষ পর্যন্ত ভোটদাতারা প্রধানত দুটো দিকে জোটবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান তা হলে ফলাফল অন্যরকম হবে। যদি প্রদত্ত ভোট সব প্রার্থীর মধ্যে কিছু কিছু করে ভাগ হয়ে যায় তা হলে যিনি তার শতকরা ২৫ ভাগ পাবেন তিনিও জিতে যেতে পারেন। আবার ভোট যদি মোটামুটি দু' ভাগ হয় তবে জিততে হলে অন্তত ৪৫% ভোট পেতেই হবে।

সি পি এম নেতাদের অনুমান : ভোট কিছু কিছু করে ভাগাভাগি হবে। সি পি এম-বিরোধী বিভিন্ন দলের নেতারা কিন্তু মনে করেন : ভোট মোটামুটি দু' দিকে যাবে—এক দিকে যাবে সি পি এম-বিরোধী ভোট, আর এক দিকে যাবে সি পি এম-সমর্থক ভোট। শেষ পর্যন্ত যিনি যে কেন্দ্রে নিজেকে সবচেয়ে শক্তিশালী সি পি এম-বিরোধী প্রার্থী বলে প্রমাণ করতে পারবেন তিনিই সেখানের প্রায় সব সি পি এম-বিরোধী ভোট পাবেন।

সি পি এম নেতাদের ধারণা : এভাবে প্রতি কেন্দ্রে সবচেয়ে শক্তিশালী সি পি এম-বিরোধী প্রার্থী বাছাই করা সহজ নয়। তা ছাড়া প্রত্যেক দলেরই কিছু কিছু নিজস্ব ভোট আছে—দলীয় প্রার্থীরা হারবেন জেনেও তাঁরা তাঁকেই ভোট দেবেন। সি পি এম-বিরোধীরা বলছেন : না, মোটেই তা হবে না। শেষ পর্যন্ত কোন্ কেন্দ্রে কে সবচেয়ে শক্তিশালী সি পি এম-বিরোধী প্রার্থী তা বেছে নিতে সি পি এম-বিরোধী ভোটদাতাদের মোটেই অসুবিধা হবে না। যেমন ১৯৬৭ সনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রায় প্রতি কেন্দ্রেই সবচেয়ে শক্তিশালী কংগ্রেস-বিরোধী প্রার্থীকে বেছে নিয়েছিলেন এবারও তেমনি সবচেয়ে শক্তিশালী সি পি এম-বিরোধী প্রার্থীকে বেছে নেবেন—নিজ নিজ দলের কথা ভুলেও সেই প্রার্থীকেই তাঁরা ভোট দেবেন। কারণ, তাঁদের প্রধান লক্ষ্য সি পি এম-কে পরাজিত করা।

কোন্ পক্ষের অনুমান কতটা সঠিক তাও ১২-১৩ মারচের আগে জানা যাবে না।

*

তবু, দলগুলির নিজ নিজ হিসাবপত্রে বিরাম নেই।

সি পি এম নেতারা বলেন, আমরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবই। একজন বড় সি পি এম নেতার সর্বশেষ দাবি : আমাদের জোট অন্তত ১৬০টা আসনে জিতবেই।

আদি কংগ্রেস, নব কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই, ফরওয়ারড ব্লক ইত্যাদি দলের নেতারা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, সি পি এম কিছুতেই ৬০-এর বেশি আসনে জিততে পারবেন না। তাঁরা বলেন, কর্মীদের মনে যাতে আরও হতাশা না বাড়ে সেইজন্যই সি পি এম নেতারা "জিতবই, জিতবই" বলে ভরসা দিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু সি পি এম-বিরোধীরা নিজেরা কে কতটা পাবেন তা নিয়ে এ'দের মধ্যে আবার যথেষ্ট মতভেদ। নব কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস এবং আদি কংগ্রেস তিন পক্ষই বলতে চান, তাঁরাই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের আর এক বড় দাবিদার আট পারটির জোট। তাঁরা বলছেন, আমরা ১৪০-এর উপর পাবই।

কে ঠিক বলছেন তা নিয়ে এখনই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করা বৃথা।

'তুঘলকী' কাণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা

মাদরাজ, ১৮ ফেব্রুয়ারি—তামিলনাড়ুর প্রবীণ সংস্কারক শ্রী ই ভি রামস্বামী নাইকার এক বিচিত্র "সংস্কার" আন্দোলন শুরু করেছেন। গতকাল তিনি শুধু মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন, এখন একেবারে প্রকাশ্যে হিন্দু দেব দেবীদের অসম্মান করতে গেছেন।

গত ২৪ জানুয়ারি তামিলনাড়ুর সালেম শহরে শ্রী নাইকার এবং তাঁর দলবল একটি শোভাযাত্রা বের করে। এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিল শ্রীরামচন্দ্রের দশ ফুট লম্বা ছবি—নাইকারের অনুগামীরা সেই ছবির ওপর মহোল্লাসে জুতো মারতে মারতে গেছে। সেই মিছিলে আরও ছিল হিন্দু দেবীদের প্রতি অশোভন ইঙ্গিত করে আঁকা কয়েকখানা অশ্লীলভঙ্গির পুতুল। যথা শিব ও মোহিনীর মিলনের কুরুচিপূর্ণ ছবি এবং কূর্ম অবতারের সঙ্গে ধরিত্রীর সঙ্গমের দৃশ্য। দেব দেবীদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে শ্লোগানেরও ছড়াছড়ি ছিল।

বলাইবাহুল্য, এ ধরনের "সংস্কারের" চেষ্টায় শুধু হিন্দুদের নয়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যে-কোনো সুরুচিসম্পন্ন মানুষেরই মনে আঘাত লাগবে।

মিছিলের শেষে হয়েছিল একটি সম্মেলন। সেই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে অন্যতম ছিল, কোনো বিবাহিতা মহিলা যদি অপর পুরুষের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হয় কিংবা কোনো পুরুষ যদি কোনো বিবাহিতা মহিলাকে প্রণয় জানাতে যায়, তবে সেটা আইনের চোখে কোনো অপরাধ হবে না। অন্যান্য প্রস্তাব ছিল এই যে, ধর্মের ব্যাপারে কেউ কোনো আইনের সাহায্য পাবে না—ভারতীয় পিনাল কোডে ধর্ম এবং ঈশ্বর সম্পর্কে যে সব আইনের সূত্র আছে, তা বাদ দিতে হবে। খৃষ্ট ধর্ম, ইসলাম বা হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে যে-কেউ যে-কোনো রকম সমালোচনা করত পারবে।

শোভাযাত্রাটি যখন পুলিস সুপারিনটেনডেনটের অফিসের সামনে আসে, তখন প্রায় তিনশো লোক সেই শোভাযাত্রার প্রতিবাদ জানিয়ে কালো পতাকা দেখায়। তখন কিছু কিছু শোভাযাত্রী ছুরি লাঠি নিয়ে তাদের আক্রমণ করে, পুলিশ এসে কালো পতাকাওয়ালাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

ব্যাপারটা অনেকটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। নতুন করে জনগণের মধ্যে উত্তেজনা দেখা গেল 'তুগলক' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। তুগলক পত্রিকা ঐ শোভাযাত্রা ও 'সংস্কার' সম্মেলনের দীর্ঘ বিবরণ ও শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত মূর্তিগুলির ছবি প্রকাশ করে। তামিলনাড়ু সরকার ঐ পত্রিকার সেই সংখ্যার কয়েক হাজার কপি বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। তুগলক পত্রিকার বেশ কিছু কপি আগেই বাজারে চলে এসেছিল। মূলে শোভাযাত্রাটিকে নিষিদ্ধ না করে যে-পত্রিকায় তার বিবরণ বেরিয়েছে, তাকে নিষিদ্ধ করায় ওখানকার জনগণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়।

এই উপলক্ষে তামিলনাড়ুর সর্বত্র ডি এম কে সরকার বিরোধী পোস্টার পড়ে। সরকারের তরফ থেকে সেই পোসটারগুলো আবার তুলে ফেলার অভিযান শুরু হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শ্রীনাইকার-এর দল নির্বাচনে ডি এম কে-র সমর্থক।

আবহাওয়া গরম হওয়ার পর তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী সমাবেশে এখন ঈশ্বরের নামে শপথ নিতে শুরু করেছেন। এবং সরকার গতকাল শ্রী নাইকার এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন—ঐ শোভাযাত্রা বার করে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করার চেষ্টার অপরাধে।

সম্পাদক সমীপেষু

[পত্র প্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।]

রক্তপাত বনাম গণতন্ত্র

ছোট বেলায় রাতের অন্ধকারে ভয় পেলে, বেশ মনে আছে, বলতাম, 'ভূত আমার পুত পেত্নী আমার ঝি,—রামলক্ষ্মণ বুকে আছে, করবে আমার কী? নির্বাচনের সময় গণ্ডগোলের আশংকাকে অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা রাজ্য নির্বাচনী কমিশনার করেছেন তার মধ্যেও প্রকৃতপক্ষে এই ভীত সন্ত্রস্ত মনটি কাজ করছে। সেই ছোট বেলা আমার প্রায় কম্পিত কণ্ঠে ছড়া কেটে বলার বহর দেখে মা ছুটে আসতেন। কারণ, এখন ভাবি, তিনি বুঝতে পারতেন আমি কত বড় বীরপুঙ্গব। আমায় পাশে বসিয়ে তখন একথা সেকথা বলা শুরু করতেন।

কিন্তু আজ দেখছি চারিদিকে নির্বাচনকে ঘিরে যে বিপদের ঘনঘটা তাকে সরকারী মহল থেকে অস্বীকার করার প্রাণান্তকর প্রয়াস। দেখছি, কাল উনি খুন হলেন, আজ ও'র গাড়িতে বোমা পড়ল, পরশু ছ'জনের মৃতদেহ পাওয়া গেল। এই যেখানে প্রকৃত অবস্থা সেখানে রাজ্য নির্বাচনী কমিশনার এমনভাবে আশংকাকে অমূলক বলে নস্যাৎ করে দেন কেমন করে? পুলিশের জোরে? কিন্তু পুলিশ তো এখন কম নেই। তবু কেন এই আদিম রীতিনীতির পুনরুত্থান?

তাছাড়া, নির্বাচনী কমিশনারের বক্তব্যও কেমন ধোঁয়াটে। তিনি নির্বাচনের সময় বলতে কী বোঝাতে চান? ১০ মারচের সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত সময়টুকুকে? আমার কিন্তু ধারণা ছিল অন্যরকম। নির্বাচন সময়ের বিস্তৃতি কয়েক ঘণ্টা নয়—ঠিক যেমন নয় পুজোর বিস্তৃতি সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত। অতএব রাজ্য নির্বাচনী কমিনারেরও কি উচিত নয়, সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টি করা যাতে করে সকলেই এখন থেকে নিরুদ্বিগ্ন হতে পারেন? আমার তো মনে হয় তাঁর দায়িত্ব শুধু ১০ মারচকে সুরক্ষিত করা নয়, এই মাসাধিক কালকেও সবদিক থেকে সুরক্ষিত করা।

নির্বাচনোত্তর কালে হয়ত ভোটারদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রতি অনেকে কটাক্ষ করবেন। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু সমালোচক দেখে শুনে বলবেন দায়-সারা গোছের দায়িত্ব পালন করলেন রাজ্য নির্বাচনী কমিশনার, তাতেই ভোটাররা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিলেন। —নীতীন শিকদার কলকাতা-১।

জাল-ভোটের সমস্যা

আমরা বর্তমানে চাই বা না-চাই, নির্বাচন আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে। এখন সকল গণতন্ত্র-বিশ্বাসী মানুষের একমাত্র কাম্য—এই নির্বাচন সুষ্ঠু ও ত্রুটিহীন হক। নির্বাচনে জাল ভোট বন্ধ করার জন্য এবারে কালি দেওয়ার স্থানও বদলানো হচ্ছে। ফলে একই লোকের পক্ষে একাধিক বার ভোট দেওয়া হয়তো বন্ধ হবে। কিন্তু একজনের হয়ে অপরের জাল ভোট দেওয়া বন্ধ হবে কেমন করে? শহরাঞ্চলেই এই জাতীয় জাল ভোটের প্রাচুর্য দেখা যায়। ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনে কলকাতার একটি কেন্দ্রে লাইনে দাঁড়ানো পর পর দুজন ব্যক্তি একই নামে ভোট দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুজনই রেশন কারড নিয়ে আসছি বলে বেরিয়ে একজন রেশন কারড নিয়ে এসে ভোট দিয়েছিলেন। সামনের মাসের নির্বাচনে শহরাঞ্চলে সনাক্তকরণের জন্য প্রতিটি ভোটারকে নিজ নিজ রেশন কারড নিয়ে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হতে বললে অসদুপায় অবলম্বন করা বেশ কঠিন হয়ে পড়বে। নির্বাচন কমিশনারকে রেশন কারড নিয়ে ভোট দিতে যাওয়ার প্রস্তাবটি বিবেচনা করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। —শ্রীসত্যেন সান্ন্যাল, কলকাতা-৪২।

॥ ২ ॥

এবারের নির্বাচনে জাল ভোট সম্পর্কে নির্বাচনী কমিশনারকে বেশ সতর্ক হতে হবে। কলকারখানা এলাকায় জাল ভোল সাধারণত দুভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। (১) ভোট দেওয়ার সময় অনেকে হাতে একরকম তেল দিয়ে যায়। ফলে আঙুলে দেওয়া কালি সহজেই তুলে ফেলা যায়। এ রকম করে একই ভোটার বেশ কয়েকবার করে ভোট দিতে পারে। (২) শহর ও কলকারখানা এলাকায় বহু মুসলিম মেয়ে বোরখা পরে ভোট দিতে যায়। আসলে খুব কম মুসলিম মেয়েই ভোট দিয়ে থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে মেয়ে পারটি ক্যাডার অর্থাৎ হিন্দু মেয়েরা বোরখা পরে ভুয়া ভোট দিয়ে আসেন। বোরখা পরে ভোট দিতে যায় বলে, বাইরে থেকে কারও বয়সও বোঝা যায় না। ওই সময় জাল ভোটাররা বিশেষ তেল দিয়ে আঙুলের কালি তুলে ফেলে অনেকবার করে ভোট দিতে পারেন।

এখন বোরখা উঠিয়ে দেওয়ার অনেকের হয়ত আপত্তি থাকতে পারে। সুতরাং এ সব ক্ষেত্রে যদি রেশন কারড ব্যবহারের নির্দেশ থাকে তাহলে বোরখা ব্যবহারকারী জাল ভোটারদের সংখ্যা কমানো যেতে পারে।—শেখ আজিজুর রহমান, বামনগাছি, ২৪ পরগনা।

বনগাশাখায় নয়া ঝঞ্ঝাট
দিনের পর দিন লাইন অবরোধ, ট্রেন বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা

বৃহস্পতিবার দশ দিন হয়ে গেল শিয়ালদা-বনগাঁ শাখায় একদল জনতা রেল লাইন অবরোধ করে বসে আছেন। চাঁদপাড়া ও বনগাঁ স্টেশনের মাঝে একটি নতুন রেল স্টেশনের দাবিতে এই অবরোধ। গত ৯ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার স্থানীয় জনসাধারণ লাইনের উপর তাঁবু খাটিয়ে অবরোধ শুরু করেন। এখনও অবরোধ চলছে। অচলাবস্থা অবস্থানের কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

বনগাঁ শাখায় চাঁদপাড়া বনগাঁ ও মসলন্দপুর-হাবড়া এই দুই এলাকায় দুটি স্টেশনের মধ্যে দূরত্ব সবচেয়ে বেশি। চাঁদপাড়া-বনগাঁর মধ্যে দূরত্ব সাড়ে ছ মাইলের মত। আর মসলন্দপুর-হাবড়ার মধ্যে দূরত্ব সাত মাইলের মত। এই দুই এলাকার মাঝে নতুন স্টেশনের দাবি দীর্ঘদিনের। রেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য : এই দাবি তাঁদেরও বিবেচনাধীন। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, অথচ দাবি কার্যকর হচ্ছে না বলে স্থানীয় জনসাধারণের ক্ষোভের অন্ত নেই। এই ক্ষোভ থেকেই বিক্ষোভ। চাঁদপাড়া ও বনগাঁর মাঝে যেমন একদল জনতা দশ দিন ধরে লাইন অবরোধ করে আছেন তেমনি মসলন্দপুর-হাবড়ার মাঝেও নতুন স্টেশনের দাবিতে গত ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এক বিক্ষুব্ধ জনতা রেল লাইনের উপর শিবির তৈরি করে ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত করে দেন।

স্থানীয় জনসাধারণের বক্তব্য : বনগাঁ শাখায় দু মাইলেরও কম দূরত্বের মাঝে নতুন স্টেশন তৈরি হয়েছে কিন্তু বেশি দূরত্বের বাসিন্দাদের দাবি উপেক্ষিত হয়ে চলেছে। সম্প্রতি দমদম ক্যানটনমেনট স্টেশনের অনেকটা কাছাকাছি দুর্গানগর রেল স্টেশন হয়েছে। এছাড়া মধ্যমগ্রামের কাছাকাছি নব বারাকপুর ও হাবড়ার কাছে অশোকনগর স্টেশন আগেই হয়েছে। কিন্তু এই দুই এলাকার দাবি পূরণে রেল কর্তৃপক্ষ তেমন গা লাগাচ্ছেন না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নতুন রেল স্টেশনের কথা সুস্পষ্টভাবে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা না করলে এই আন্দোলন চলতে থাকবে।

রেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য : দুটি এলাকায় দুটি নতুন স্টেশনের বিষয় কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন। কিন্তু এ জন্য জরিপ সমীক্ষার সময় সাপেক্ষ। তাছাড়া মসলন্দপুর-হাবড়ার মাঝে আবার দু-দল দু জায়গায় স্টেশনের দাবি তুলেছেন। কিন্তু সমস্ত বিষয়টি রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের রিপোরট পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জনসাধারণের দাবি—আর রেল কর্তৃপক্ষের ধীর সিদ্ধান্তের অভাবে আরও অসংখ্য যাত্রীর দুর্ভোগের অন্ত নেই। দুই এলাকায় অবরোধের ফলে গত পনেরদিন ধরে বনগাঁ শাখায় সরাসরি ট্রেন চলাচল বন্ধ। ফলে বহু নিত্যযাত্রী ও অন্যান্য যাত্রীকে স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত প্রভৃতি গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে দুর্গতির আর শেষ নেই।

করিমগঞ্জে ১২ হাজার উদ্বাস্তুর আগমন

করিমগঞ্জ, ১৬ ফেব্রুয়ারি—কাছাড় জেলার মধ্যে করিমগঞ্জে সর্বাধিক পরিমাণ উদ্বাস্তু এসেছেন। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মে মাস পর্যন্ত মোট ১৮,১২৭টি পরিবারের ৫৯,২৬০ জন কাছাড়ে এসেছেন, তার মধ্যে করিমগঞ্জেই এসেছেন ১২,৫২৩টি পরিবার।

—পি টি আই

বিচ্ছিন্ন কৃষ্ণনগর

কলকাতা-কৃষ্ণনগর রেলপথে ট্রেন আর রাণাঘাট-কৃষ্ণনগর সড়কপথে বাস চলাচল বন্ধ। কলকাতা-নির্ভর মফঃস্বল-জীবনে এ এক বিপন্ন পরিস্থিতি! যাঁরা চাকরির জন্যে রোজ সকালে কলকাতায় যান, ফেরেন রাতে; তাঁরা না হয় ছুটি নিলেও নিতে পারেন, কিন্তু ব্যবসায়ের জন্যে যাঁরা যান তাঁদের ক্ষেত্রে ট্রেন বন্ধ আয়ও বন্ধ।

কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগরে রোজ প্রচুর পরিমাণে নানাধরনের মাল আসে ট্রেনে লোকের হাতে। তা আসতে পারছে না। আবার কৃষ্ণনগর থেকেও কলকাতায় তরিতরকারী যায়—তাও যেতে পারছে না। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার ফলে কৃষ্ণনগরের বাজার দর তাই হুহু করে বেড়ে চলেছে।

ভুক্তভোগী আরও অনেকে। বিয়ের দিনে বর গরহাজির : সানাই-এর মিঠে সুর মুহূর্তে বেসুর। বিয়ের পর বর কনেকে নিয়ে বাড়ি ফিরতেও পারছে না : অনেক বিয়েতে আত্মীয়-স্বজনেরাও যেতে পারছে না, পারিবারিক মিলনের পথে ঘটছে বিঘ্ন। মফঃস্বল শহরে ট্যাকসি মেলা ভার। বিয়ের বাজারে তিন চাকার গাড়ি টেমপোর তাই পোয়াবারো! এমনিতেই বেকারজীবন। তার উপর যদি বা একটা ইনটারভিউ জুটল, ট্রেন বন্ধে যেতে না পারায় তাও যাচ্ছে ফসকে। এমন দুর্ভাগ্য নাকি অনেকের।

পড়ুয়ারা কলকাতায় যেতে পারছে না। যেতে পারছে না পরীক্ষার্থীরা। ভাবা যায় না তাদেরও কথা—যাদের শেষ, চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় যাবার কথা ছিল, কথা ছিল হাসপাতালে ভরতি হবার। কিন্তু হল না!

চিঠিপত্রের যোগাযোগই নেই। উদ্বিগ্ন আত্মীয়স্বজন। আর এদিকে সংবাদপত্রে রোজ কৃষ্ণনগরের দুঃসংবাদ। দুঃসংবাদ শেয়ালদা লাইনে আরও অনেক গ্রাম ও শহরের।

—কৃষ্ণনাগরিক

মুজিবর-ভুট্টো সমঝোতার জন্য ইয়াহিয়ার চেষ্টা

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি—পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের নেতাদের মধ্যে, বা আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে আওয়ামি লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান এবং পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলি ভুট্টোর মধ্যে সংবিধান রচনা সম্পর্কে যে নিদারুণ মতপার্থক্য রয়েছে তা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনবার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ চেষ্টা করছেন।

এ ব্যাপারে ইয়াহিয়া যাঁর সাহায্য এবং পরামর্শ নিচ্ছেন তিনি হলেন অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মারশাল নুর খাঁ। গতকাল ইয়াহিয়া নুর খাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তারপর নুর খাঁ ঢাকা চলে যান। সেখানে আজ তিনি মুজিবরের সঙ্গে দেড় ঘণ্টা কথাবার্তা বলেন।

ওদিকে ভুট্টো আজ রাত্রেই জরুরি কথাবার্তার জন্য করাচি থেকে রাওয়ালপিনডি যাচ্ছেন। সেখানে তিনি ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। লাহোরের প্রভাবশালী দৈনিক 'ইমরোজ'-এ বলা হয়েছে যে, ইয়াহিয়া আগামী সপ্তাহে নিজে ঢাকায় গিয়ে মুজিবরের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

পরিষদীয় মুসলিম লীগ ও জমিয়ত-উল-উলেমা-ই-ইসলামের একাংশ 'জাতীয় স্বার্থে' তাঁদের মতপার্থক্য দূর করার জন্য মুজিবর ও ভুট্টোর প্রতি আবেদন জানিয়েছে।

এইসব তৎপরতার পশ্চাৎপট এইরকম : আগামী ৩ মারচ জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসবে। ভুট্টোর দাবি, মুজিবরকে ছয় দফা দাবি তুলে নিতে হবে নচেৎ তাঁর (ভুট্টোর) দল পরিষদের বৈঠক বর্জন করবে। ওদিকে শর্ত হল, ১২০ দিনের মধ্যে পরিষদকে নতুন সংবিধান তৈরি করে ফেলতে হবে। —পি টি আই ও ইউ এন আই

আজ দুপুর থেকে ১৬ ঘণ্টা টালার জল আসবে না

স্টাফ রিপোরটার

আজ শুক্রবার দুপুর একটা থেকে পরবর্তী ষোল ঘণ্টা টালা থেকে কলকাতায় কোন পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে না।

পলতা পামপিং স্টেশনে যান্ত্রিক কাজের জন্য এদিন দুপুর থেকে রাতেও উচ্চ চাপের জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হবে বলেই এই অবস্থা। পৌর বিজ্ঞপ্তি অনুসারে শনিবার সকাল ৬টার পর আবার পানীয় জল পাওয়ার সম্ভাবনা। তবে পৌর ইনজিনিয়ার মনে করেন ৬টার বদলে আরও একঘণ্টা বেশি দেরি হতে পারে জল আসতে।

দুর্গাপুরে আর এম এস কর্মীদের ধর্মঘাট প্রত্যাহার

নিজস্ব সংবাদদাতা

দুর্গাপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি—মীমাংসা হওয়ায় দুর্গাপুর মহকুমার ধর্মঘটী আর এম এস কর্মীরা তাঁদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ফলে আজ যথারীতি ডাক ও তার বিভাগে কাজকর্ম হয়েছে।

গত রবিবার সি আর পি পুলিশ একজন সহকর্মীকে মারধোর করেছে—এই অভিযোগে সোমবার থেকে আর এম এস কর্মীরা ধর্মঘট করছিলেন। গতকাল এখানকার টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ কর্মীরাও সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট করেন।

গতকাল রাত্রে ডাক-তার কর্তৃপক্ষ ও কর্মী ইউনিয়নের মধ্যে আলোচনার পর মীমাংসা হয়। ইউনিয়নের জনৈক মুখপাত্র জানান, ডি আই জি-সি আর পি ওই দুঃখজনক ঘটনার জন্য একটি চিঠিতে পি এম জির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং ওই ঘটনার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ২জন সি আর পি পুলিশকে সাসপেনড করেছেন।

বিমান ছিনতাই-এর দায় এড়াতে পাকিস্তানী কৌশল

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ১৮ ফেব্রুয়ারি—বিমান ছিনতাই ও তার ধ্বংস করার জন্য ভারতের পাকিস্তানকে দায়ী করা উচিত নয় এবং সেজন্য ক্ষতিপূরণ চাওয়া উচিত নয়। কেননা এই একই ব্যাপারে আরব সরকারগুলি সম্পর্কে ভারত এই দৃষ্টিভঙ্গী নেয় নি। গতকাল এখানে পাক মিশন থেকে প্রচারিত একটি ইস্তাহারে পাকিস্তান এই অভিমত ব্যক্ত করেছে।

আরব কূটনীতিকরা পাকিস্তানের এই কৌশলে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছেন। প্যালেসটাইনের সাংগঠনিক মহল থেকে পাকিস্তানের এই কূট কৌশলের নিন্দা করা হয়। তারা ভারত পাক বিরোধের মধ্যে আরব-ইজরায়েল সমস্যা আনার সমালোচনা করেন। তাঁরা বলেন—নয়াদিল্লিতে আমাদের প্রতিনিধি পাকিস্তানের এই কৌশলের নিন্দা করেছেন। তথাকথিত কাশ্মীর মুক্তি সংস্থা 'অল ফাতা' নাম ব্যবহার করাতে তাঁরা বিরক্ত হয়েছেন। —পি টি আই

কিউবার কাছে পরমাণু অস্ত্রসজ্জিত রুশ ডুবোজাহাজ

ওয়াশিংটন, ১৮ ফেব্রুয়ারি—মারকিন প্রতিরক্ষা দফতর জানিয়েছেন, কিউবার কাছে পরমাণু অস্ত্রসজ্জিত একটি রুশ ডুবোজাহাজ দেখা গিয়েছে। এই মাসের গোড়ায় যে সোভিয়েট নৌবহরটি কিউবায় যায়, ডুবোজাহাজটি তার সঙ্গে ছিল।

নৌবহরের সঙ্গে যে ক্রুজারটি ছিল, সেটি এখন ফ্লোরিডার প্রায় ৩২০ কিলো মিটার পশ্চিমে মেকসিকো উপসাগরে আছে।

রুশ সংবাদ সংস্থা তাস জানিয়েছেন, নৌবহরে একটি ডুবোজাহাজ আছে। —রয়টার

কলকাতার দেওয়ালগুলিও করাটুন ও ছড়ার ছয়লাপ। উপরে বাঁদি কে নব-কংগ্রেস. ডাইনে সি-পি-এম। নিচে যথাক্রমে এস-ইউ-সি, আর-এস-পি ও ফরওয়ারড ব্লকের ছবি ও ছড়া। —নিজস্ব চিত্র

ডাক্তাররা আতংকিত

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

চেনেন। দশ-বারোজন লোক যোগাড় করে ডাক্তারকে রাতে কল-এ নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু কলকাতায় গভীর রাতে কোন রোগীর কাতর প্রার্থনাতেই ডাক্তাররা সাড়া দেবেন না। অমানবিক বলতে পারেন, কিন্তু রোগী দেখতে গিয়ে নিজে রোগী হবার ঝুঁকি বেশীরভাগ ডাক্তারই নিতে চাচ্ছেন না।

সম্প্রতি বড়বাজারের এক ভদ্রলোকের কাহিনী শুনলাম। একমাত্র ছেলের ডাইরিয়া। রাতে কোন ডাক্তারই এলেন না। সকালে এলেন। কিন্তু ততক্ষণে রোগী সমস্ত চিকিৎসার বাইরে।

দক্ষিণ কলকাতায় একজন ডাক্তার সখেদে বললেন, আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের মা মৃত্যুশয্যায়। তিন?চারজন জেনারেল প্র্যাকটিশনারকে অনেক রাতে যেতে অনুরোধ করলাম। কেউ রাজি হলেন না। রোগী অবশেষে মারা গেলেন।

টালিগঞ্জের একজন প্রাইভেট প্রাকটিশনার সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে চলে যচ্ছেন। যাঁদের দূরে দূরে চেমবার তাঁদের অনেকেই বেশী রাত পর্যন্ত থাকতে চাইছেন না।

মধ্য কলকাতার একজন বিখ্যাত চিকিৎসক বললেন, ডাক্তারদের উভয় সংকট। রাতে রোগী দেখতে গেলেও বিপদের ঝুঁকি, না গেলেও রোগীর আত্মীয়স্বজন ভয় দেখাচ্ছেন।

ডাক্তারদের ওপর হামলা বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে। কোথাও শুধু ছিনতাই হচ্ছে। কোথাও চেমবারে ঢুকে রাহাজানির ঘটনা ঘটছে। কখনও কখনও জোর করিয়ে 'ক্ষত চিকিৎসা' করে নিয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ।

অনেক ডাক্তার ফি কমানোর হুমকি দেওয়া চিঠি পাচ্ছেন। অনেক ডাক্তার বললেন, ভগবান জানেন এই সব চিঠি সত্যিকারের নকশালদের লেখা কিনা। কারণ কেউ পাচ্ছেন, কেউ পাচ্ছেন না। হয়ত পেশাগত শত্রুতার সুযোগ নিয়ে অনেকে বেনামী চিঠি ছাড়ছে। বিহ্বল ডাক্তাররা কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। কেউ কেউ চেমবারে লিখেও দিয়েছেন, "ফি কমানো হইল।"

উখরার ব্যাপারে ৩ জন গ্রেফতার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বর্গত মণ্ডল পুলিশ পাহারা চাননি

উখরায় বাংলা কংগ্রেসের নিহত প্রার্থী শ্রীমণ্ডল সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ বলেন, শ্রীমণ্ডল পুলিশের নিরাপত্তা চাননি। চাইলে তাঁকে তা দেওয়া হত নিশ্চয়ই।

ধিক্কার/শোকবার্তা

বাংলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখারজি এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীল ধাড়া শোক প্রকাশ করে এদিন নিহত শ্রীমণ্ডলের বাবা শ্রীভূতনাথ মণ্ডলের কাছে টেলিগ্রাম পাঠান। শ্রীমুখারজি তাঁর শোকবার্তায় বলেছেন, 'দেবুর নির্মম হত্যাকাণ্ডে আমরা মর্মাহত হয়েছি। আপনার এবং আপনার পরিবারকে আমার গভীর শোক জানাচ্ছি। দেবুর পরলোকগত আত্মা শান্তিতে থাকুক এই প্রার্থনা করি?

বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীহরিদাস মিত্র এদিন বাঁকুড়া থেকে বর্ধমানের উখরায় যান।

উখরা কেন্দ্রের বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমণ্ডলের খুন হওয়ার ব্যাপারে সি পি এম নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত গত বুধবার কংগ্রেসকে দায়ী করেছিলেন। রাজ্য আদি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে শ্রীদাশগুপ্তর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

শ্রীমিশ্র তাঁর বিবৃতিতে শ্রীমণ্ডল নৃশংসভাবে খুন হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এই ধরনের কাপুরুষোচিত ঘটনার প্রতি তীব্র ধিক্কার ও নিন্দা করেছেন।

আদি কংগ্রেসের বক্তব্য

শ্রীমিশ্র ওই বিবৃতিতে আরও বলেছেন, ১৮ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে সি পি এম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত ঘটনাটির দায় কংগ্রেস কর্মীদের ঘাড়ে চাপানোর যে অশোভন আগ্রহ ও ব্যস্ততা দেখিয়েছেন তা সত্যই বিস্ময়কর এবং রহস্যজনক। প্রমোদবাবু সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন যে, কংগ্রেস কর্মীরা নির্বাচনে বিশ্বাস করে, খুন খারাপি—হিংসাত্মক কর্মে নয়।

আমাদের আসানসোলের সংবাদদাতা জানান, এদিন সি পি এম-এর স্থানীয় নেতা এক বিবৃতিতে শিল্পাঞ্চলে নির্বিঘ্নে এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যাতে নির্বাচন হতে পারে সেজন্য জেলাশাসক ও জেলার পুলিশ সুপারকে অবিলম্বে বদলির দাবি জানিয়েছেন।

নির্বাচন কমিশন উখরা কেন্দ্রে ভোট বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলেন

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি—পঃ বঙ্গের বর্ধমান জেলার উখরা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ বন্ধ রাখার জন্য নির্বাচন কমিশন আজ ঐ কেন্দ্রের রিটারনিং অফিসারের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন। উখরা কেন্দ্রের বাংলা কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীদেবদত্ত মণ্ডল খুন হওয়ার ফলে ঐ আদেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমণ্ডল গতকাল ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

কমিশন ঐ কেন্দ্রে নির্বাচনের নতুন কোন তারিখ এখনও স্থির করেননি। প্রার্থী তালিকায় ঐ কেন্দ্রের অন্য ৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম যথারীতি থাকবে। তাছাড়া ঐ কেন্দ্রের জন্য নতুন করে নির্বাচনের কর্মসূচী ঘোষিত হলে আরও প্রার্থী মনোনয়নপত্র পেশ করতে পারবেন। —ইউ এন আই

শিবপুরে কারফু

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

এদিন হাওড়ার এস পি শ্রীনিরুপম সোম এক প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, বিকাল চারটার পরেই কারফু তুলে নেওয়া হয়। মোট ২০০ জনকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসা হয়। কিন্তু ৩২জনকে রেখে আর সকলকেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

অনাদি দাসের অভিযোগ

মধ্য হাওড়া কেন্দ্রের ইউ এল ডি এফ প্রার্থী আর সি পি আই নেতা শ্রীঅনাদি দাস বহু নিরীহ ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও হয়রানি করা হয় বলে অভিযোগ করেন এবং পুলিশের ওই কাজের নিন্দা করেন।

আদি থেকে নব কংগ্রেসে এলে 'দলত্যাগী' বলা চলে না

ভবনগর, ১৮ ফেব্রুয়ারি—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, গুজরাট এবং অন্যত্র যাঁরা আদি কংগ্রেস ত্যাগ করে নব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন তাঁদের "দলত্যাগী" বলে অভিহিত করা চলে না। তিনি বলেছেন, জনগণ কংগ্রেসের নীতিকেই আঁকড়ে থাকতে চায়। আদি কংগ্রেস আদর্শ ও নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে জনসংঘ ও স্বতন্ত্রের মত দলের সঙ্গে হাত মেলাবার ফলেই আজ তাঁরা আদি কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

এখানে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী উপরোক্ত মন্তব্য করেন। —পি টি আই

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দু'দিন বন্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

তারই প্রতিপ্রেক্ষিতে ডঃ বসু ওই সিদ্ধান্ত নেন।

আসবাবপত্র ভাঙচুর

এদিকে এদিনও ওই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে একদল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখান। অভিযোগ, ওই সময় তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিফোন (পি বি একস) ব্যবস্থার অল্পবিস্তর ক্ষতি করেন, দ্বারভাঙ্গা ভবনের দোতলায় একটি কোলাপসিবল গেটের চেন-তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে হলের কিছু আসবাবপত্র ভাঙচুর করেন।

বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পদস্থ অফিসারকে না পেয়ে রেজিসট্রার ও অনুসন্ধান দফতরে দুজন সুপারিনটেনডেনটের সামনে বিক্ষোভ দেখান। টেলিফোনে পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হোক—এই দাবিতে ছাত্ররা পি বি একস ঘরে গিয়ে কাউকে দেখতে না পাওয়ায় নাকি সেখানে অল্পবিস্তর ক্ষতি করে।

এছাড়া এদিন আইন পরীক্ষার অ্যাডমিট কারড দাবি করে একদল পরীক্ষার্থী বিক্ষোভ দেখান। আবার সকালেই আর একদল ছাত্র আইন কলেজের সুপারিনটেনডেনটকে শাসিয়ে গেছেন, 'অ্যাডমিট কারড দেওয়া হলে ফল ভাল হবে না।' ফলে কর্মচারীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। তার ওপর দুপুরের ঘটনার পর 'নিরাপত্তার অভাব-বোধ করায়' কাজ বন্ধ করে দেন বলে অভিযোগ। বিকালে আইন কলেজ সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ বন্ধ থাকে।

এদিন ছাত্র পরিষদের (মহাজাতি সদন) আইন কলেজ ইউনিটের সভাপতি শ্রীসুধীর সাহা এক বিবৃতিতে আইন পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে তা অবিলম্বে দূর করার দাবি জানিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বোমা

বুধবার রাত ১০টা নাগাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি শক্তিশালী বোমা ফাটে। তবে কেউ আহত হননি।

প্রেসিডেনসি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা

দীর্ঘদিন বন্ধ রাখার পর কলকাতায় অবস্থিত তিনটি সরকারী বিদ্যালয় অবিলম্বে আবার খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই শহরে সরকারী দু'টি কলেজ—প্রেসিডেনসি এবং মৌলানা আজাদ কলেজ খোলা সম্পর্কে সরকার এখনও মনস্থির করে উঠতে পারেননি।

সরকারী নির্দেশেই বন্ধ উপরোক্ত তিনটি সরকারী বিদ্যালয়—হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুল এবং সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল।

ছদ্মবেশী দুটি মেয়ে গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা

সিউড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি—বোলপুর ও ইলামবাজারে পুলিশ দু'টি ছদ্মবেশী মেয়েকে গ্রেফতার করেছে। এ'দের একজন বিবাহিতা। নাম কল্যাণী রায়। তাঁর পরনে ছিল কলকাতার পুলিশ ইনসপেকটরের পোষাক। বোলপুরের কাছে একটি গ্রামে ঘোরাফেরা করার সময় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

আর একজনের পরনে পানজাবী মেয়ের পোষাক। তিনি ইলামবাজার থানায় গিয়ে সারকেল ইনসপেকটরের সঙ্গে দেখা করতে চান। নাম ধাম বলতে নারাজ। পরে পুলিশ তাঁর কাছে পাওয়া কলেজ পাঠ্য বই থেকে জানতে পারে, তাঁর নাম লীলা রায় চৌধুরী। বাড়ি ওড়িশার বালেশ্বরে।

দু'জনকেই জেল হাজতে রাখা হয়েছে। শ্রীকল্যাণী রায়ের কাছে ছিল একটি কারতুজ ভরতি পিসতল।

মিলিটারী আরও তৎপর হবে

প্রথম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমের পর

নিরাপত্তা রক্ষায় যত বেশি সংখ্যক পুলিশ যাতে নিয়োগ করা যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা হবে। প্রয়োজন হলে সেনাবাহিনীর টহল আরও জোরদার করা হবে।

এদিন মহাকরণের বৈঠকে সামরিক-বাহিনীর কোন প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। মুখ্য উপদেষ্টা শ্রীঘোষ ছাড়া এতে যোগ দেন মুখ্যসচিব শ্রীএন সি সেনগুপ্ত, স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রীবি আর গুপ্ত আই জি পুলিশ শ্রীপি কে বসু, পূর্বাঞ্চল সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর অস্থায়ী আই জি শ্রী আর এন চ্যাটার্জি, সি আর পি আই জি শ্রীরোসা রাজ্যের তিন বিভাগীয় কমিশনার এবং স্বরাষ্ট্র দফতরের অফিসারগণ। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসার শ্রীবি এস রাঘবনও উপস্থিত ছিলেন।

ওদিন প্রধানত শহরতলির ও মফঃস্বলের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নই আলোচিত হয়। সেজন্য কলকাতা পুলিশের কোন প্রতিনিধিকে এতে ডাকা হয়নি বলে জানা যায়।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্য উপদেষ্টা শ্রীঘোষ বলেন, নির্বাচনের সময় সি আর পি এবং বি এস এফ সহ মোট কতসংখ্যক পুলিশ পাওয়া যাবে এবং কী কী ব্যবস্থা হবে তাই এদিন আলোচিত হয়। 'আরমি'-র সাহায্যের প্রশ্নও ছিল।

অপর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, নির্বাচনের যেসব প্রার্থী পুলিশ নিরাপত্তা ব্যবস্থা চাইবেন তাঁদের তা দেওয়া হবে। তবে, এখনও খুব বেশি প্রার্থী এমন ব্যবস্থা চান নি।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি

প্রজা সোস্যালিসট পারটির (বিদ্রোহী) পক্ষ থেকে সভাপতি শ্রীবিদ্যুৎ বসুর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল এদিন মুখ্য উপদেষ্টা শ্রীবি বি ঘোষকে ২৪-পরগনা জেলার হাবড়াতে তাঁদের দলের সক্রিয় কর্মী শ্রীজিতেন চক্রবর্তীর হত্যা সম্পর্কে বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশদানের অনুরোধ জানান। উখরা কেন্দ্রের নিহত বাংলা কংগ্রেস কর্মীকে হত্যার নিন্দা জানিয়ে এই ঘটনা সম্পর্কেও তাঁরা তদন্তের দাবি জানান।

অবাধ নির্বাচন সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ

পি টি আই জানাচ্ছেন—বিদ্রোহী পি এস পি'র সভাপতি শ্রীবিদ্যুৎ বসু এবং সাধারণ-সম্পাদক শ্রীস্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য নাকি "সি পি আই এম" এর আক্রমণাত্মক মনোভাব থেকে উদ্ভূত বিপজ্জনক পরিস্থিতি" সম্পর্কে মুখ্য উপদেষ্টার কাছে তাঁদের বক্তব্য রাখেন। শ্রী ভট্টাচার্যের ধারণা—গণতান্ত্রিক দলগুলির উপর সি পি আই এম'-এর "আক্রমণ অব্যাহত" থাকলে পশ্চিমবঙ্গে 'অবাধ ও ন্যায়সঙ্গত নির্বাচন সম্ভব হবে না।'

সহযোগিতার ব্যাপারে দ্বিধা

রাজ্যের পূর্ত ও সেচ দফতরের গেজেটেড ইনজিনিয়ারদের সমিতি 'স্টেট ইনজিনিয়ারস অ্যাসোসিয়েশন'-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রী আর কে সামন্ত এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের নিরাপত্তা এবং ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি সম্পর্কে সরকারের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না পেলে নির্বাচনের কাজে সহযোগিতা করা ওই সমিতির সদস্যদের পক্ষে মুশকিল হবে। তিনি আরও বলেছেন যে, নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁদের সমিতির প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে মুখ্য নির্বাচন অফিসার শ্রীরাঘবনের জবাব "খুবই অস্পষ্ট।"

সব মাধ্যমিক স্কুলের প্রাপ্য টাকা, বকেয়া ভাতা মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা

স্টাফ রিপোরটার

আগামী ২৮ ফেবরুয়ারির মধ্যে রাজ্যের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পাওনা গ্রানট-ইন-এইড, এবং শিক্ষকদের বকেয়া মহার্ঘভাতা ইত্যাদি মিটিয়ে দিতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছেন। রাজ্যের বাজেটের ঘাটতি মেটাবার জন্য কেন্দ্র থেকে বিশেষ সাহায্য হিসাবে সম্প্রতি যে সাড়ে সাত কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে তা থেকে এইসব বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে।

রাজ্যের শিক্ষাসচিব শ্রী জে সি সেনগুপ্ত বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন, ওই টাকা থেকে অন্যান্য খাতে সাহায্য ছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রানট-ইন-এইড হিসাবে তিন কোটি সোয়া তিন লক্ষ টাকা এবং এই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের বকেয়া মহার্ঘভাতা মেটাতে দুই কোটি একষট্টি লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিল ইত্যাদি বিদ্যালয়গুলিতে গিয়েছে এবং যাচ্ছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষরা যেন ২৮ ফেবরুয়ারির মধ্যে এ জি বেঙ্গল থেকে টাকা তুলে নেন।

নির্বাচনের কাজ থেকে রেহাই

শ্রীসেনগুপ্ত বলেন, এই কাজ অত্যন্ত জরুরী হওয়ায় তিনি মুখ্য নির্বাচন অফিসারকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, গ্রানট-ইন-এইড, স্কলারশিপ ইত্যাদি বিভাগের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের 'নির্বাচনী ডিউটি' থেকে রেহাই দিতে হবে।

কিন্তু যে কর্মচারীদের রেহাই দেওয়ার কথা হয়েছে তাঁরা রেহাই পেতে চান না। এই মন্তব্য করে শ্রীসেনগুপ্ত বলেন, শিক্ষা দফতরের কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছেন।

রাজ্যপালের ধন্যবাদ

সাড়ে সাত কোটি টাকার ওই বিশেষ কেন্দ্রীয় সাহায্য সম্পর্কে ধন্যবাদ জানিয়ে রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ভি কে আর ভি রাও প্রমুখকে পত্র দিয়েছেন বলে এক সরকারী প্রেসনোটে জানানো হয়েছে।

জল খেতে ঢুকে বন্দুক নিয়ে চম্পট

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার বালিতে প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলী রোডে একটি বাড়িতে ঢুকে কয়েকটি ছেলে ওই বাড়ির মালিকের একটি বন্দুক নিয়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পর পুলিশ একটি পাইপগান সহ চারটি ছেলেকে গ্রেফতার করে।

হাওড়ার এস পি এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, এদিন বালিতে ব্যবসায়ী শ্রীপ্রফুল্লকুমার ঘোষের বাড়িতে কয়েকটি ছেলে জল খাবার নাম করে ঢুকে পড়ে। ওই সময় তাঁরা একটি বাকসের ভিতর থেকে শ্রীঘোষের বন্দুকটি নিয়ে পালিয়ে যায়।

মেডিক্যাল কলেজ হাউস স্টাফদের ধর্মঘট

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার সকাল ৭টা থেকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হাউস স্টাফরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করবেন।

বৃহস্পতিবার হাউস স্টাফদের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ঐ দিন তাঁদের এক প্রতিনিধিদল মহাকরণে স্বাস্থ্য সচিবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন; কিন্তু স্বাস্থ্য সচিবের আচরণে তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। রাত্রে এ নিয়ে হাসপাতালে হাউস স্টাফদের এক জরুরী বৈঠকে এর প্রতিবাদে কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তির্যক

আপনি কি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রত কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী বা সদস্য বা কর্মী?

তা হলে নীচের অংশ পড়ুন এবং ভেবে দেখুন

আগামী তিন সপ্তাহের নির্বাচনী ডামাডোলের মধ্যে, আপনি যে পারস্পরিক সম্মান, সহনশীলতা ও সমন্বয়ের নীতিকে নির্দ্বিধায় সমর্থন করে এসেছেন তাকে আপনার মন থেকে মুছে দেবেন না।

আপনার মধ্যে যুক্তি ও সংযমের যে তীব্র কণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছে তাকে স্তব্ধ করে দেবেন না। এই রাজ্য ও এই নির্বাচন, উভয়ের ক্ষেত্রেই তা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

কথায় ও কাজে হিংসাত্মক কাজের পরিবেশের চাইতে নিঃসন্দিগ্ধ ও বড় শত্রু অবাধ, সুষ্ঠ ও অকলঙ্কিত নির্বাচনের নেই। হিংসাত্মক কাজ-এর প্রশ্রয়দাতাকে যেমন ধ্বংস করে তেমনি ধ্বংস করে হিংসাত্মক কাজের উদ্দেশ্যভাজনকেও।

হিংসাত্মক কাজের চাইতেও বেশী ক্ষতিকর পরোক্ষ, ছলনাপূর্ণ ভীতিপ্রদর্শনের মনোভাব। একে প্রতিহত করার জন্য সম্মিলিত হোন, কারণ এসব ধ্বংস করে ব্যক্তির আত্মসম্মান ও মর্যাদা।

বক্তব্য রাখার স্বাধীনতা, মনোভাব প্রকাশের স্বাধীনতা, অপরকে বুঝিয়ে স্বপথে আনার স্বাধীনতা একটি পবিত্র অধিকার। হাওয়া বা জলের মতোই তা 'হাঁ-হুজুরে'র, এমন কি বিরোধীদেরও করলমন্ত্র। অন্যের ব্যক্তিস্বাধীনতা বিনষ্ট করার জন্য এই স্বাধীনতা আপনি প্রয়োগ করবেন না।

নির্বাচককে আপনি শিক্ষা দেবেন, কিন্তু অর্থ দিয়ে কোন নির্বাচককে প্রলোভিত করবেন না, কিংবা ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায়ের আবেদন উপস্থিত করবেন না।

নির্বাচককে সুযোগ দিন, নির্বাচককে নিজের পছন্দ প্রয়োগ করতে দিন।

বি এস রাঘবন
চীফ ইলেকটোর‍্যাল অফিসার,
পশ্চিমবঙ্গ

—আই পি আর ৭৮৫(১১)/৭১—

টাকার স্পর্শ, মুদ্রাগুলির টুং টাং আওয়াজ শ্রুতিমধুর। কিন্তু তার ঝুঁকি? উৎকৃষ্ট উপায় হল ব্যাঙ্কে জমা টাকার অনুভূতি—ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে রাখা টাকা। নিরাপদে থাকবে অথচ কাজেও লাগবে। দুশ্চিন্তা থেকে আপনি মুক্ত হয়ে সুদের হিসেব করবেন। টাকা জমা দেওয়ার ওপর ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বিশেষ উৎসাহ দেয় আর দেয় সর্বোচ্চ সুদ। নতুন ডিপজিট স্কিম আপনার মনে ধরবে—মান্থলি ইনকাম সার্টিফিকেট—মাসে মাসে আপনি সুদ পাবেন।

আমাদের নিকটতম শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

You have a future in this Star

RAAS/B/76

অন্যান্য চিত্রগৃহে

রূপায়ন সিনেমা ৪৫-২৭০৬ ২, ৫, ৮টা
চাওয়া পাওয়া

শ্যামলী ৬৭-২৩৫৮ ১, ৪, ৭টায়
ওয়ারিশ

রমা বিরাটি ১২৮ ৩৮ ৬৮
নবরাগ (৩য় সপ্তাহ)

যোগমায়া হাওড়া ৬৭-২১২৭ ১॥, ৪॥, ৭॥
এখানে পিঞ্জর (৫ম সপ্তাহ)

জয়া ৫৭-৩৯৩৬ বাতানুকূল ১, ৪, ৭টায়
নয়ারাস্তা

রূপম ফোন : ৩৪-৪৩৯৭ ১, ৪, ৭টায়
কলঙ্কিত নায়ক

বিনোদিনী বাগুইআটি ১, ৪, ৭টা
দক্ষযজ্ঞ

পূর্বাশা ৪৬-২৩০২ ১ ৪। ৭॥
রুঠা না করো

রাধাশ্রী (বাতানুকূল) দমদম ৫৭-৩০০০ ১॥, ৪॥, ৭॥টা
গাইড

উজ্জলা প্রত্যহ বেলা ১২টা
SEAN CONNERY IN THUNDER BALL (Color & Scope)

জম প্রত্যহ বেলা ১১-৩০টায় আশা পারেখ, মনোজকুমার প্রাণ
দো বদন (২য় সপ্তাহ)

অশোকা বেহালা ৪৫-৪০১২ ১২॥, ৩॥, ৬॥
নবরাগ (৩য় সপ্তাহ)

অলকা ৬৭-২০২৭ ১ ৪। ৩ ৭॥
জনা মেরা নাম (৭ম সপ্তাহ) (রঙীন)

নারায়ণী তাপানিয়ঃ ৫৬ ৩০০৮ ১॥, ৪॥, ৭॥টা
রুঠা না করো

পার্বতী আজ ১২, ৩, ৬টা
চিরকুমার সভা

সুরশ্রী ৩৫-৩৪৩৩ ১২, ৩, ৬
মরণের পরে

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫। ১২ ৩ ৬
নবরাগ (৩য় সপ্তাহ)

২য় সপ্তাহ!
আবেগ ও অনুভূতির গভীরতায় হৃদয় দ্বন্দ্বের এক নিবিড় অনুশীলন

কাহিনী : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
অতিথি শিল্পী : ধর্মেন্দ্র

রক্সি	প্রিয়া	মিত্রা
৩, ৬, ৯	২॥, ৫।, ৮।	৩, ৫৮, ৮।
ঝর্ণা (হাওড়া)	লক্ষ্মী (টিটাগড়)	রূপছায়া (বেড়াচাঁপা)

এবং
জবাব
মিন্ট সিনেমা ২॥, ৫॥, ৮৮

বিশ্বরূপা —ফোন— ৫৫-৩২৬২
কাল এবং পরশু ২॥টা ও ৬টায়
শেষ অভিনয় আসন্ন
বেগম মেরী বিশ্বাস
কাহিনী·বিমল মিত্র
নাট্যরূপ ও নির্দেশনা রাসবিহারী সরকার
শ্রেষ্ঠাংশে : জয়শ্রী, সাবিতাব্রত, সত্য, কাণকা তরুণ, গোবিন্দ, নিমু এবং শেখর ও অনুপ

রঙমহল —ফোন— ৫৫-১৬১৯
কাল : ৬টায়
পরশু : ২॥টা ও ৬টায়
মনোজ মিত্রের
বাবাবদল

স্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত : ১৮৮৩ * ফোন : ৫৫-১১৩৯
— নূতন নাটক —
সীমা
কাল : ৬টায় * পরশু : ২॥ ও ৬টায়
: রচনা ও পরিচালনা :
দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলো : অনিল বসু
সুর : কালীপদ সেন * গান : পুলক বন্দ্যোঃ
— ভূমিকালিপি পূর্ববৎ —

লাইট হাউস
প্রত্যহ ৩, ৬ ও ৮ ৪৫টা
এবং রবিবার সকাল ১০-৩০টায়
৩য় সমাপ্তি সপ্তাহ!
প্রণয় ও প্রতিহিংসার আবেগবহুল কাহিনী!
"দি রিটার্ন অব রিঙ্গো" (এ) কলর
ওয়েস্টার্ন ছবির জগতে নূতন রীতির প্রমোদ!

আবার সেই সাড়াজাগানো ছবি...
উত্তম·অপর্ণা·সাবিত্রী অভিনীত
সলিল দত্তের
কলঙ্কিত নায়ক (A)
রূপম ১, ৪, ৭ * আলেয়া ২, ৫, ৮

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ১৩শ সপ্তাহ!
জনতার রায়ে এ বছরের সেরা ছবি—
রামানন্দ সাগরের
গীত
ইস্টম্যানকলার
সংগীত·কল্যাণজী আনন্দজী

হিন্দ (২, ৫॥ ৮৮টা) সুরশ্রী (বাউড়িয়া, ৮ম) ছায়াবাণী (রাজপুর, ৫ম) গোপীনাথ (শিলচর, ৫ম) গণেশ (জঙ্গীপুর, ৪র্থ) মোহন (হরিপাল, ৩য়) মুকুল (পাণ্ডুয়া, ৩য়) চলন্তিকা বাণীচিত্র (তমলুক, ২য়) রাধা (করিমগঞ্জ, ২য়) অনন্ত টকীজ (তেজপুর) অরুণ টকীজ (রাণীগঞ্জ)

* শেষ ৬ দিন *
রঞ্জিৎমল কাংকারিয়া নিবেদিত
উদয়শঙ্করের
শঙ্করস্কোপ
আকাদেমী অফ ফাইন আর্টস
আজ দুটি শো : ৩টা ও ৬টায়
- ২১শে ও ২২শের অগ্রিম টিকিট আজ সকাল ১০টা থেকে
- ২৩শে ও ২৪শের অগ্রিম টিকিট আগামীকাল সকাল ১০টা থেকে পাওয়া যাবে ॥

৫ম প্রশংসামুখর সপ্তাহ!
প্রতিটি দর্শক এ ছবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ......এ যুগের ছবি......
এ কালের কাহিনী
আজকের মানুষের
মর্মকথা

প্রত্যহ ২-৩০, ৫-৪৫ ও ৯টায়
রূপবাণী ● ভারতী ● অরুণা
সুচিত্রা (৫ম) যোগমায়া (৫ম) নেত্র (৫ম) নৈহাটি সিনেমা (৫ম) শ্রীরামপুর টকীজ (৫ম) শ্রীমা (৪র্থ), ছায়াবাণী (কৃষ্ণনগর, ৩য়) আজ থেকে : স্বপ্না (চন্দননগর) শো হাউস (বারুইপুর) অন্নপূর্ণা (সোনারপুর) কমলা (পুরুলিয়া)

তরুণ অপেরার নেপোলিয়ান সম্বন্ধে

নাট্যকার—দেবনারায়ণ গুপ্ত।
"হিটলার" ও "লেনিনের" পর তরুণ অপেরার নেপোলিয়ানকে হ্যাটট্রিক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। জীবনী নাটকের রূপদান করা সহজসাধ্য নয়। নাটকীয় সংঘাতে "নেপোলিয়ান" আসরের মাঝে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অভিনয়মাধুর্য এ নাটকের অন্যতম সম্পদ। নেপোলিয়ানের শৌর্য বীর্য শান্তিগোপালের অপূর্ব অভিনয়ে সুপরিস্ফুটিত।
আজ ক্যানিং-এ—নেপোলিয়ান।
কাল উত্তরপাড়ায়—হিটলার।
পরশু কাঁকুলিয়া রোডে—লেনিন।

শীঘ্রই আসিতেছে
বি, পি, প্রোডাকসন্স
নয়া রাস্তা
আপনাদের প্রিয় চিত্রগৃহে
(সি ৪৮৪৪)

পরম রমণীয় ৭ম সপ্তাহ!
সারা ভারতে বক্স অফিসের নূতন ঐতিহ্য গড়ে তুলছে—বহু বছর তা অতিক্রম করা সহজ হবে না
দেব আনন্দ·হেমামালিনী·প্রান অভিনীত
জনী মেরা নাম
ইস্টম্যানকলার

জ্যোতি — মুনলাইট — বসুশ্রী
২, ৫।, ৮॥ ২, ৫॥, ৮৮ ২, ৫॥, ৮৮
পূর্ণশ্রী — পার্কশো — প্যারামাউন্ট
২, ৫।, ৮॥ ২॥, ৫৮, ৯ ২।, ৫॥, ৮৮
অলকা ১ ৪।, ৭॥ — শ্রীকৃষ্ণ (বালী) ১, ৪, ৭
পি-সন - নিশাৎ - সন্ধ্যা (১, ৪।, ৭॥)
বর্ধমান সিনেমা - শ্রীকৃষ্ণ (জগদ্দল) - নিউ সিনেমা (আসানসোল) - গ্র্যান্ড (কটক) রক্সাক (রৌরকেলা) - উর্বশী (গৌহাটি) এলফিনস্টোন (পাটনা) - জয়হিন্দ (ডেহরিঅনশোন)
রবিবার বেলা ১০॥টায় জ্যোতি ও মুনলাইটে অতিরিক্ত প্রদর্শনী

১০০তম দিবসের দিকে এগিয়ে চলেছে
রিগ্যাল — জামশেদপুর
১৩শ সপ্তাহ মহাবীর — ঝরিয়া
১২শ সপ্তাহ রতন — রাঁচি
মোহন সেগলের
শাওন ভাদোঁ
(ইস্টম্যান কলর)
৪র্থ সপ্তাহ
সোসাইটি — গ্রেস — লিবার্টি
২॥, ৫৮, ৮৮ ২॥, ৫॥, ৮॥ ১২, ৩, ৬
ইস্টালী — কালিকা — তসবীরমহল
২, ৫, ৮ ২, ৫, ৮ ২।, ৫॥, ৮॥
শৈলশ্রী — পারিজাত — পিয়াসী — রূপশ্রী
মানসী — রূপমহল (বর্ধমান)
চিত্রবাণী (বেগুসরাই)
সোসাইটিতে প্রত্যহ দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনী
আকাশদীপ

৯২শ ও শেষ সপ্তাহ!
রূপজী
রাধা (২॥, ৫৮, ৮॥) পূর্ণ (২॥, ৫৮, ৮৮)
কল্পনা (৩য়) ॥ গোধূলি (২য়) ॥ আমতলা টকীজ (২য়) ॥ ছায়াগীতি (২য়) ॥ চিত্রবাণী (২য়) ॥ রূপছায়া (২য়) ॥ রূপনারায়ণ (২য়) ॥ শ্যামা (২য়) ॥ শ্রীলক্ষ্মী ॥ নিউ সিনেমা ॥ ডায়মন্ড টকীজ ॥ রূপছবি ॥ কালিয়াগঞ্জ টকীজ ॥ রবি সকালে— পূর্ণতে—
THE LOVES OF ISADORA

আজ থিয়েটার গিল্ড প্রযোজিত
বিমল করের
যদুবংশ
মুক্ত অঙ্গনে ॥ সন্ধ্যা সাতটা ॥ হলে টিকিট ॥

দীপ্তি ৪৬-৪৭৪৯ (টালীগঞ্জ)
প্রত্যহ ২-৩০, ৫-৩০ ও ৮-৩০টা
কর্শিকান ব্রাদার্স
শ্রেঃ ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্ক

আজ রোমাঞ্চকর (মাত্র এক সপ্তাহের জন্য)

তৎসহ লরেল হার্ডি
প্রাচী প্রত্যহ ২-৫-৮

মেট্রো —ফোন— ২৩-৩৫৪১
প্রত্যহ ২-৩০, ৫-৩০ ও ৮-৩০টা
এবং রবিবার সকাল ১০-৩০টা
প্রেমিক আসবে এ আশা নিয়েই মেয়েটি বেঁচেছিল .. আশাই ছিল তার শেষ ভরসা!
Joseph E. Levine presents An Avco Embassy Film
A Carlo Ponti Production starring
Sophia Loren
Marcello Mastroianni
in Vittorio De Sica's
Sunflower
Produced by Carlo Ponti and Arthur Cohn
Technicolor - Prints by Movielab
এম-জি-এম মারফৎ মুক্তিপ্রাপ্ত
কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য!

প্রেম নয়, আগুন নিয়ে খেলা

প্রত্যহ ১২টা - ৩টা - ৬টা - ৮-৪৫টা
মিনার : বজলী : ছবিঘর
পদ্মশ্রী (৩য়) অশোকা (৩য়) শ্যামাশ্রী (৩য়) মায়াপুরী (৩য়) মায়া (৩য়) জয়শ্রী (৩য়) গৌরী (৩য়) জ্যোতি (৩য়) রূপালী (৩য়) উদয়ন (৩য়) রমা (৩য়) প্রফুল্ল (৩য়) কল্যাণী (৩য়) আরতি (৩য়) অনুরাধা (৩য়) অতীন্দ্র (৩য়)

জনপ্রিয় ২য় সপ্তাহ
আর ডি বর্মণের হিট গানের মালা সমৃদ্ধ দুর্নিবার রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার কাহিনী!

ম্যাজেস্টিক - নিউরয়াল - জওহর - চিত্রপুরী - ওয়েলিংটন
৩, ৬, ৯ ৩, ৬, ৯ (আন্দুল)
কুইন (বজবজ) — আনন্দম (মেমারি) — ছায়াবাণী (রঘুনাথগঞ্জ)
জগদীশ (সুন্দরচক) এবং সুরজ (কটক)
রবিবার বেলা ১০-৩০টায় ম্যাজেস্টিকে — আনমলঘাড়

শিবরাত্রি সপ্তাহের একমাত্র উপভোগ্য চিত্র

উত্তরা ১২, ৩ ৫-৪৫ পূরবী ৩, ৬ ৮৮ উজ্জলা ৩, ৫৮ ৮॥
নবরূপম — ইলোরা (১, ৪, ৭) — বিচিত্রা — সুভাষ ইনস্টিটিউট
উত্তরা রাত্রি ৮॥টায় FRANKENSTEIN

শিল্পী সংসদের গুণীজন সম্বর্ধনা
ও
পুরস্কারপ্রাপ্ত তিনটি একাঙ্ক নাটক
"মিছিল" ● চাঁদনী রাত ● "বিচার"
শ্রী শিক্ষায়তনে [১১, লর্ড সিন্‌হা রোড]
২২শে ফেব্রুয়ারী সোমবার সন্ধ্যা ৬টায়
সম্বর্ধনা : সংসদ পৃষ্ঠপোষক পদ্মবিভূষণ শ্রীউদয়শংকর ও অ্যাকাডেমী পুরস্কার বিজয়িনী নাট্যসম্রাজ্ঞী শ্রীমতী সরযূবালা দেবী।
উদ্বোধনে : উত্তমকুমার
অংশগ্রহণে : শ্যামল মিত্র ॥ তরুণকুমার ॥ অমরনাথ মুখার্জী ॥ জিতেন ব্যানার্জী ॥ বাসবী নন্দী ॥ পরিমল সেন ॥ মধু বসু ॥ নিতাই রায় ॥ সজল ঘটক ॥ রবীন ঘোষাল ॥ প্রফুল্ল রায় ॥ শিশির চক্রবর্তী ॥ রুণু ব্যানার্জী ॥ সুজিত বসু ॥ শ্যামল সরকার ॥ তপন মুখার্জী ॥ রজত বসু ॥ সিতেশ চক্রবর্তী ॥ রুণু সরকার ও দ্বিজেন মুখার্জী ॥
প্রবেশ মূল্য : ২, ৩, ৫, ১০ ॥ প্রাপ্তিস্থান : বসুশ্রী সিনেমা, স্টাইলো (রাসবিহারী অ্যাভিনিউ) ও শিল্পী সংসদ, ৮৬, লেনিন সরণি, কলিকাতা-১৩ ॥

★ আজ শুভারম্ভ!
অপূর্ব এক রোমান্স! যে রোমান্স গভীর মানবিক আবেদন-গুণে জাতির মনোযোগ দাবি করে!
পুষ্পা পিকচার্সের

(পূর্ব নাম 'ভারতী')
ওরিয়েন্ট ॥ কৃষ্ণা ॥ শ্রী ॥ ইন্দিরা ॥ নবীনা
(উভয় ২॥, ৫৮, ৯) (১২, ৩, ৬ *) (৩, ৬, ৯) (২, ৫, ৮)
জেম (২৮, ৫৮, ৮৮) ৬টি সিনেমাই এয়ার কণ্ডঃ ও গণেশ (৩, ৫৮, ৮॥) ছায়া (২, ৫, ৮)
জয়া ॥ ন্যাশনাল ॥ পুষ্পশ্রী (১২, ৩।, ৬॥) ॥ খাতুন মহল ॥ শান্তি ॥ কল্পনা ॥ পিকাডিলি ॥ বাটা ॥ সন্ধ্যা ॥ বিভা ॥ রজনী আনন্দম ॥ শ্রীলক্ষ্মী ॥ শ্রীদুর্গা ॥ দীপক ॥ রামকৃষ্ণ ॥ চিত্রালয়
* শ্রী আজ রাত্রি ৯টায়, ইভনিং ইন্ প্যারিস।
জেম—প্রত্যহ সকাল ১১॥টায়, দো বদন

শুভমুক্তি আজ!
উচ্ছল-উদ্দাম দুটি তারুণ্যের প্রণয়মধুর চিত্রকাব্য

॥ প্রত্যহ : প্যারাডাইস ও প্রভাত : ৩, ৬, ৯টা, খান্না ও ভবানী-তে : ২, ৫, ৮টা, রূপালী ও পরী : ২॥, ৫॥, ৮॥, মৃণালিনী—১, ৪, ৭টা ॥
প্যারাডাইস : প্রভাত : খান্না : রূপালী : ভবানী
পূর্বাশা ॥ মৃণালিনী ॥ নব ভারত ॥ অশোক ॥ পরী ॥ অজন্তা ॥ নারায়ণী ॥ রুক্মিণী ॥ জয়ন্তী (রিষড়া) ॥ রাজকৃষ্ণ (ইছাপুর) ॥ তটিনী (ভদ্রেশ্বর) ॥ বিধান (বারাসত) ॥ অন্নপূর্ণা (ব্যাণ্ডেল) ॥ লক্ষ্মীঘর (মালদহ)
॥ প্যারাডাইস, প্রভাত, খান্না অতিরিক্ত আকর্ষণ : ২-রীলের "ফিল্ম স্টার প্রিমিয়ার শো"

পরবর্তী আকর্ষণ,
......কঠিন বাস্তবের সংগে লড়ে বাঁচতে হবে......

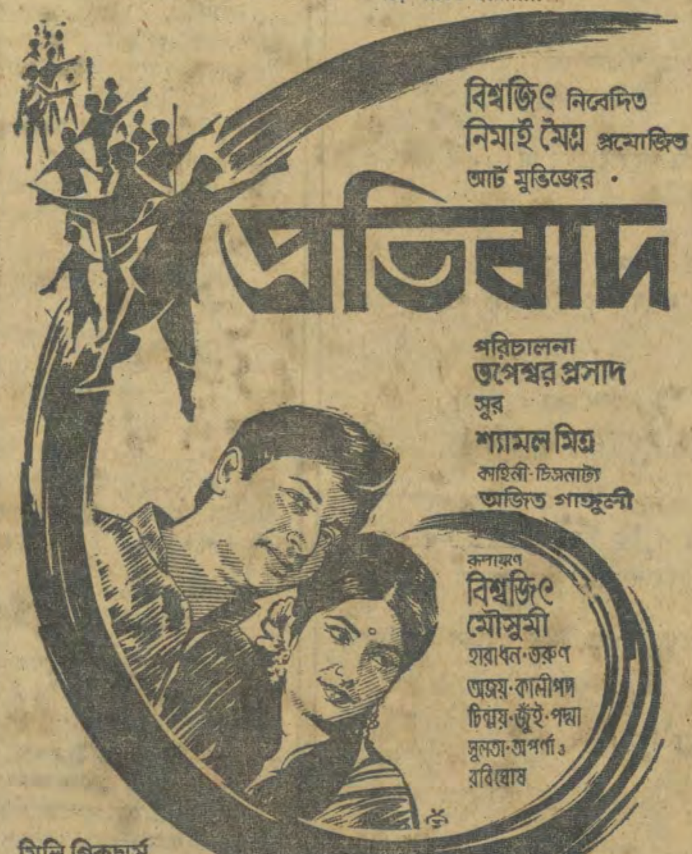

রাধা · পূর্ণ · প্রাচী
— ও অন্যত্র —
॥ বিঃ দ্রঃ এই ছবির গান এইচ এম ভি রেকর্ডে শুনুন ॥
— ৩, সাকলাত প্লেস, কলিকাতা-১৩ ॥ ফোন : ২৩৪৬৭৪ —

শতবর্ষ আগে

মফঃস্বলের স্থানে স্থানে ছোট আদালত প্রতিষ্ঠার আশ্বাস

দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা (১১ ফিব্রুয়ারী, ১৮৫৩) লিখেছেন :
"কিয়দ্দিবস গত হইল সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছিল যে, মহানগর কলিকাতা মধ্যে স্মলকাজেস কোর্ট অর্থাৎ ছোট আদালত যেরূপে স্থাপিত হইয়াছে, ঐরূপ বিচার-মন্দির সকল মফঃস্বলের স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবেক, আপাততঃ রাজপুরুষেরা তাহার প্রথম বিচারালয় জিলা চব্বিশ পরগণায় আলীপুরে সংস্থাপন করিবেন, তাহাতে যদ্যপি বিচারকার্য্য উত্তম নিয়মে নির্ব্বাহ হয়, প্রজারা সন্তোষ প্রকাশ করে তবে তাহার অনুরূপ বিচারাগার সকল মুরশিদাবাদ, পাটনা, ঢাকা, হুগলী, শান্তিপুর ইত্যাদি ইত্যাদি প্রধান প্রধান স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবার বিলম্ব হইবেক না। এই সংবাদ পাঠে আমরাদিগের এমত বিবেচনা হইয়াছিল যে, গবরনর জেনরল লার্ড ডেলহৌসি সাহেব যদ্যপি ঐ কার্য্য-নির্ব্বাহ করেন, তবে তিনি সাধারণ সমাজে সাতিশয় যশস্বী হইবেন, কিন্তু কি পরিতাপ! এইক্ষণে আর সেই কথার কিছুই শ্রবণ করা যায় না. ......ঐ সংবাদ কেবল কল্পনা-মাত্র, তাহা নিশ্চয় নহে, নিশ্চয় হইলে অবশ্য তদ্ঘটিত অন্যান্য বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশ হইত।..."
—কল্পতরু (সঙ্কলিত)

দিনপঞ্জিকা

আজ নবমী

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—
শুক্রবার, ৬ ফাল্গুন, ১৩৭৭ (৩০ মাঘ, ১৮৯২ শক), ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, ২২ জেলহজ্জ। নবমী শেষ রাত্রি ঘঃ ৫।৫৬ মিঃ পর্যন্ত। অনুরাধানক্ষত্র দিবা ঘঃ ২।১২ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।১০।১৭ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৩১।৯ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ তিথ্যামৃতযোগ ও নক্ষত্র—মৃতযোগ পশ্চিমে নাস্তি। মধ্যচান্দ্র মাঘ গৌণ ফাল্গুন (কৃষ্ণপক্ষ)।
অন্য পঞ্জিকা মতে—
শুক্রবার, ৬ ফাল্গুন, ১৩৭৭ (৩০ মাঘ, ১৮৯২ শক), ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, ২২ জেলহজ্জ। নবমী রাত্রি ঘঃ ১।২।৩৫ সেঃ পর্যন্ত। অনুরাধানক্ষত্র দিবা ঘঃ ৯।৪৬।৩১ সেঃ পর্যন্ত ঘঃ ৬।১১।৫৫ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।২৯।২৭ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ তিথ্যামৃতযোগ ও নক্ষত্রামৃতযোগ পশ্চিমে নাস্তি। মধ্যচান্দ্র মাঘ গৌণ ফাল্গুন (কৃষ্ণপক্ষ)।

ইউনিটের দর

বোম্বাই, ১৮ ফেব্রুয়ারি—আগামীকাল ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃ ক্রয়মূল্য যথাক্রমে ১০ টাকা ৯০ পয়সা এবং ১০ টাকা ৫০ পয়সা বহাল থাকবে।
—পি টি আই

CLT Puppets
ABAN MAHAL 46-1200
পাপেট শো আলাদীন
প্রতি রবিবার বেলা ৩টায়।
টিকিট : আজ ৬টা — ৮টা
শনি ও রবিবার : ৯॥টা থেকে।

বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম
আজ : নূতন প্রদর্শনী
হিন্দী : বেলা ১২-৩০টা ও বিকাল ৩-৩০টা
বাংলা : বেলা ২টা ও বিকাল ৫টা
ইংরেজী : সন্ধ্যা ৬-৩০টা

৮ম সপ্তাহ রাজকাপুরের
মেরা নাম জোকার
(টেকনিকলর)
লোটাস — মেনকা
১টা ও ৫-৩০টা ১-৩০টা ও ৬টা
দর্পণা — চম্পা
১-৩০টা ও ৬টা (ব্যারাকপুর)
অশোক — কে এম বি এম — ভবানী
(সম্বলপুর) (বাড়িপোড়া) (কোচবিহার)

বীণা প্রত্যহ : ২, ৫ ও ৮টা
অজন্তা আর্টের
চমকপ্রদ সামাজিক কাহিনী
মুঝে জীনে দো
সুনীল দত্ত - ওয়াহিদা রহমান
মুমতাজ - রাজেন্দ্রনাথ

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অতি আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত চিত্রগৃহ
নবীনা ফোন : ৪৬-৮০৯১
প্রিন্স আনওয়ার শা রোড, টালীগঞ্জ
প্রত্যহ ২, ৫, ৮
আশা পারেখ - জিতেন্দ্র অভিনীত
নয়া রাস্তা
বিঃ দ্রঃ—ট্রাম-বাস-এর সুবিধা আছে

নবসাজে নিউ এম্পায়ার
বেলা ১২টা, ৩, ৬ ও রাত্রি ৮॥টায়
৩০ উত্তেজনাপূর্ণ সপ্তাহ !!!
উচ্ছল যৌবনের কামনায় প্রেম ও প্রতিহিংসার বাস্তবধর্মী চিত্র!
"ব্লো হট্, ব্লো কোল্ড"
(A) ওয়ার্ণার ব্রাদার্স-এর রঙীন ছবি।

আইন-আদালত

সি আর পি প্রত্যাহারের প্রশ্নে রুল জারি

শ্রীতরুণ সেনগুপ্তের একতরফা আবেদনক্রমে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখার্জি ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার এক রুল জারী করেন। ওতে পশ্চিমবঙ্গে সি আর পি (কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ) মোতায়েনের আদেশ বলবৎ করা, অথবা তা খারিজ বা প্রত্যাহার করা সম্পর্কে নির্দেশ দান থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে কেন হুকুমনামা জারি করা হবে না, তার কারণ দর্শাতে আদেশ দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অন্তর্বর্তী ইনজাংসন

সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সুজিত দেসরকারসহ তিনজন আইন পরীক্ষার্থীর একতরফা আবেদনক্রমে কলকাতার নগর দেওয়ানী আদালতের বিচারক শ্রী এস কে গাংগুলি বৃহস্পতিবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, তার উপাচার্য ও অন্যান্য কার্য-নির্বাহীর উপর কারণ দর্শানোর নোটিশসহ অন্তর্বর্তী ইনজাংসন জারী করেছেন।

বিচারপতি শ্রীগাংগুলি মামলার নিষ্পত্তি সাপেক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষার (যা আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়ার কথা) ফলাফল ঘোষণা করা থেকে সংশিলষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিরত থাকতেও নির্দেশ দিয়েছেন। এ ছাড়া একটি রুল জারি করে বিচারপতি (আবেদনকারীদের আবেদনক্রমে) কেন সাময়ক ইনজাংসন মঞ্জুর করা হবে না, ১০ দিনের মধ্যে তার কারণ দেখানোর জন্যও যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন।

সোনা-রুপার দর

১৮ ফেব্রুয়ারি—আজ বাজার বন্ধের সময় দর নিম্নরূপ ছিল :—

খাঁটি সোনা (স্ট্যান, ১০ গ্রাম)	২০০.
সোনার গহনা (২২ ক্যাঃ, ১০ গ্রাম)	১৮৯.
রুপার বাট (১ কেজি)	৫৭৪।৫৫
ঐ—খুচরা (১ কেজি)	৫৭৯.

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা জোয়ার আরম্ভ	রাত্রি	দিবা ভাঁটা আরম্ভ	রাত্রি
শুক্রবার—	৫-৩	৫-২১	৯-২৯	৯-২৪

কেয়া
৫০' নীচ হইতে ঘণ্টায় ৫০০০ গ্যালন পর্যন্ত জল তুলিতে সক্ষম।
কুয়া বা নলকূপেও 'কেয়া' পাম্প্ লাগানো যায়।
মেশিনারী এণ্ড ইকুইপমেণ্ট কোম্পানী
মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

NOTICE
২নং সূর্য সেন স্ট্রীটের বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী PUNJAB WEAVING AGENCY বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাহাদের বহু প্যাণ্ট অর্ধমূল্যে, যাবতীয় গরম কাপড় টাকায় ছয় আনা বাদে এবং যাবতীয় সুতী কাপড় ও পোষাক টাকায় চার আনা বাদে বিক্রয় হইতেছে।
১৫০০ পিস টেরিলিন ও টেরিকটন শার্ট বুশশার্ট প্রতি টাকায় চার আনা বাদে SALEএ দেওয়া হইল।
২৫০০ বেনারসী ও কেরালা শাড়ী নূতন আসিল
হরলালকা এণ্ড কোং
(১) ২নং সূর্য সেন স্ট্রীট,
(২) ৫২।১।১, কলেজ স্ট্রীট,
(৩) ৮৬, কলেজ স্ট্রীট (Y.M.C.A. বিল্ডিং)

ওঠানামা ও সুপারলীগ বন্ধ রাখার প্রস্তাব

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতা ফুটবল লীগে সব ডিভিসনে ওঠানামা বন্ধ এবং প্রথম ডিভিসনে সুপার লীগ খেলা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার বিভিন্ন ডিভিসনের ক্লাব প্রতিনিধিদের সভায় মত প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন ডিভিসনে ক্লাবের মতামত জানবার জন্য আই এফ-এ অনুরোধ করেছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার এন সি সি প্যাভিলিয়নে এক সভায় ক্লাব প্রতিনিধিরা উপরোক্ত মত প্রকাশ করেন।

সভায় ঠিক হয়—(১) এ বছরের মত লীগে ওঠানামা বন্ধ করা হোক, (২) সুপার লীগ খেলা তুলে দেওয়া হোক এবং (৩) আগামী ১৯৭২ সাল থেকে প্রতি ডিভিসনে একটি করে টীমের ওঠানামার নিয়ম চালু করা হোক।

এই সভার মতামত আজ (শুক্রবার) আই এফ-এর পরিচালকমণ্ডলীর সভায় আলোচনা করা হবে।

অভাবনীয় উপহার

মাত্র ১০, টাকা মাসিক কিস্তিতে

বিখ্যাত প্রিন্স ন্যাশনাল ৭১ সর্বাধুনিক জাপান মডেল ৩ ব্যাণ্ড ট্রানজিস্টর সোনালী ক্যাবিনেট, রঙীন আলো। আপনার ঠিকানায় পাঠান যাবে।

FILM SOUNDS (ABC)
3098, Piple Mahadev
Post Box 665, New Delhi-1

(১৬৬১এ)

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেণ্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

শুক্রবারের হকি খেলা

প্রথম ডিভিসন লীগ

আলেকজান্ডার রেমনড : ই আর এ এ (ইসটবেঙ্গল—৩টা)

গ্রীয়ার : বি এন আর (ইসটবেঙ্গল—৪টা)

মহমেডান : পোরট কমিশনারস (সি এফ সি—৪টা)

পুলিস : ই আর এস সি (মহমেডান—৪টা)

ডবলিউ বি পুলিস : খালসা ব্লুজ (মহমেডান—৩টা)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা—৩২

ব্যাচেলর অব ইলেকট্রনিক অ্যান্ড টেলিকম্যুনিকেশন এঞ্জিনীয়ারিং ফাইন্যাল ইয়ার ক্লাসের পালস টেকনিক, টেলিভিশন এবং কমপিউটার বিষয়ে ১৯৭১ সালের প্রথম সেমেস্টার পরীক্ষা ২০ ফেব্রুয়ারী, '৭১ তারিখে বেলা ১১টা হইতে ২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে।

অন্যান্য পেপারের পরীক্ষার বিস্তারিত সূচী বিশ্ববিদ্যালয় নোটিস বোর্ডে প্রদত্ত হইয়াছে।

বি সি কুণ্ডু
রেজিস্ট্রারের পক্ষে

মোহন বাগানের পাঁচ গোল — পাঁচটি জয়

স্টাফ রিপোরটার

মোহনবাগান—৫ ওয়েস্টবেঙ্গল পুলিশ—০ (অশোককুমার ৩, গুরবকস, টি শের খাঁ)

প্রথমার্ধে একটি এবং দ্বিতীয় পর্বে চারটি গোল করে মোহনবাগান সহজেই ওয়েসটবেঙ্গল পুলিশকে হারিয়ে পঞ্চম খেলায় উপর্যুপরি জয়লাভ করে। সেনটার ফরোয়ারড তৌফিক শের খাঁ কয়েকটি সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট না করলে মোহনবাগানের গোলের সংখ্যা আরও বাড়তে পারতো।

মোহনবাগানের আক্রমণের উৎস ছিলেন তরুণ অশোককুমার। নিপুণ স্টিকের কৌশলে এবং ক্ষিপ্র আক্রমণ রচনা করে তিনি দলের তিনটি গোল করা ছাড়া সারাক্ষণই ওয়েসটবেঙ্গল পুলিশের রক্ষণভাগকে উদ্বিগ্ন রাখেন।

মোহনবাগানে এইদিন রূপ সিং পুত্র ভগত সিং ব্যাকে খেলেন। কিন্তু বিপক্ষের আক্রমণের চাপ একরূপ না থাকায় তাঁর খেলার গুণাগুণ প্রথম দিনে অনুমান করা যায়নি। ভি পেজের অনলস ক্রীড়াধারা মোহনবাগানের রক্ষণভাগকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আলগে রাখে।

একতরফা খেলায় প্রথমার্ধের ১০ মিনিটে সংকরণার থেকে বল পেয়ে অশোককুমার বিপক্ষের রক্ষণভাগের দুই-তিনজন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে প্রথম গোল করেন ১—০। দ্বিতীয়ার্ধের ৪ মিনিটে পেনালটি করনার থেকে গুরবকস তাঁর হিটে দ্বিতীয় গোল করার পর অশোককুমার একক প্রচেষ্টায় তৃতীয় গোলটি করে সকলের প্রশংসা কুড়ান ৩—০। ২১ মিনিটের সময় আর ডীনের দর্শনীয় সেনটার থেকে টি শের খাঁ পুস করে সহজেই চতুর্থ গোল করেন। খেলা শেষ হবার ৬ মিনিট আগে অশোককুমার একক চেষ্টায় দলের শেষ গোল করেন ৫—০।

মোহনবাগান—এস পালিত; গুরবকস ও ভগত সিং; রাজকুমার, ভি পেজ ও এম রহিম; আর ডিন, এস খান্না, টি শের খাঁ, অশোককুমার ও ওসমান।

ডবলিউ বি পুলিশ—বীরবাহাদুর; জি সুভা ও টিকেনরাম; তরন তামার, এস ঘোষ ও বি প্রধান; কালু, অ্যালে, সাবনরাম, ইন্দরবাহাদুর, ভুটু থাপা ও আর প্রধান।

আম্পায়ারস—অনিল উপাধ্যায় ও তারক সেন।

সেমিফাইনালে মোহনবাগান

বৃহস্পতিবার ইডেনে সি এ বি নক আউট ক্রিকেটের কোয়ারটার ফাইনালে মোহনবাগান পোরট কমিশনারসকে ২২০ রানে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে। পরের খেলায় তারা ইসটারন রেল ও স্পোরটিং ইউনিয়নের বিজয়ীর সংগে খেলবে।

বুধবার মোহনবাগানের ৬ উইঃ ৩১৭ (ডিঃ) রানের উত্তরে পোরট দল ৪ উইকেটে ১৭ রান করেছিল। বৃহস্পতিবার তারা বাকি ৬ উইকেটে ৮০ রান যোগ করে। এস গাঙ্গুলী ছাড়া আর কোন খেলোয়াড় সুবিধা করতে পারেননি। তিনি ৫২ রান করে আউট হন। সুব্রত গুহ ৮৩ রানে ৪ উইকেট ও জলি সরকার ২৪ রানে ৩ উইকেট পান।

ভারতীয় দল

অজিত ওয়াড়েকর (অধিনায়ক), পি কৃষ্ণমূর্তি (উইকেটরক্ষক), কে জয়ন্তীলাল, এস এ আবিদ আলি, দিলীপ সারদেশাই, সেলিম দুরানি, এম এল জয়সীমা, একনাথ সোলকার, এস ভেঙ্কটরাঘবন, ই এ প্রসন্ন ও বিষেণসিং বেদী।

দ্বাদশ—ডি গোবিন্দরাজ।

ওয়েসট ইনডিজ দল

গ্যারি সোবারস (অধিনায়ক), জো কেরু (সহ-অধিনায়ক), আরথার ব্যারেট, স্টিভো ক্যামাচো, মাইকেল ফিনডলে (উইকেটরক্ষক) রয় ফ্রেডারিকস, ভ্যানবারন হোলডার, রোহন কানহাই, জ্যাক নোরেইজা ও গ্রেসন সিলিংফোরড।

অতিরিক্ত—মরিস ফসটার ও লরেনস রো। —রয়টার

বৃষ্টির জন্য খেলা শুরু হয়নি

কিংসটন, জামাইকা, ১৮ ফেব্রুয়ারি—গত রাত্রে এবং বৃহস্পতিবার সকাল বৃষ্টি হওয়ার জন্য ভারত ও ওয়েসট ইনডিজের খেলা নির্ধারিত সময়ে শুরু হয়নি। যদি আর বৃষ্টি না হয়, তাহলে মধ্যাহ্ন ভোজ নাগাদ খেলা শুরু হতে পারে।

HARYANA STATE LOTTERIES

অর্ধ-সাপ্তাহিক খেলা।

(নিয়মিত ২৫তম খেলার সময়কালে প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়)

নোটিফিকেশন নং ডি ও এন/এইচ আর/৭১/৯৯৭ তারিখ ১৮-২-৭১

১৮-২-১৯৭১ তারিখ, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত অর্ধ-সাপ্তাহিক খেলার ফলাফল নিম্নরূপ :—

৫০০০ টাকার একটি প্রথম পুরস্কার টিকিট নং T-0008157

৫০০ টাকার একটি দ্বিতীয় পুরস্কার টিকিট নং E-0040788.

প্রত্যেকটি ৫০, টাকার চাল্লশটি পুরস্কার

1. A-0008131	2. B-0012278	3. B-0046394	4. B-0047837
5. C-0060339	6. D-0013851	7. E-0079561	8. E-0015172
9. F-0080690	10. F-0007870	11. F-0097481	12. G-0082059
13. G-0006592	14. G-0074107	15. G-0086051	16. G-0059642
17. H-0001939	18. H-0039189	19. H-0002633	20. H-0056605
21. I-0027462	22. I-0008299	23. J-0056907	24. K-0043762
25. K-0003135	26. L-0006265	27. L-0082866	28. M-0060647
29. M-0092182	30. M-0033233	31. O-0081741	32. O-0053770
33. O-0045430	34. P-0010733	35. Q-0011134	36. R-0010646
37. R-0011907	38. R-0011075	39. S-0011361	40. T-0001894

বিঃ দ্রঃ কোনরূপ মুদ্রণপ্রমাদের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।

এজেন্ট/বিক্রেতা প্রথম/দ্বিতীয় পুরস্কারের ৭½% এবং ২½% পাওয়ার অধিকারী। এজেন্ট (নিজেরাই বিক্রেতা হইলে) এবং বিক্রেতা পুরস্কারবিজয়ী টিকেটের কাউণ্টারফয়েল পেশ করিলে প্রত্যেকটি ৫০, টাকা পুরস্কারের জন্য ১০, টাকার বিশেষ বোনাস পাওয়ার অধিকারী।

ডিরেক্টর, হরিয়ানা স্টেট লটারিজ চণ্ডীগড়

ইসট বেঙ্গলের সহজ জয়, গোবিন্দর হ্যাট্রিক

স্টাফ রিপোরটার

ইসটবেঙ্গল ৩ : স্পোরটিং ইউনিয়ন ০ (গোবিন্দ হ্যাটট্রিক)

বৃহস্পতিবার ইসটবেঙ্গল হকি লীগে সহজেই ৩—০ গোলে স্পোরটিং ইউনিয়নকে পরাজিত করেছে। সেনটার ফরোয়ারড গোবিন্দ একাই তিনটি গোল করে হ্যাটট্রিক করেছেন। গোবিন্দকে দিয়ে হ্যাটট্রিক করাতে গিয়ে ইসটবেঙ্গল বেশী গোলের ব্যবধানে জয়লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে স্পোরটিং ইউনিয়নের বিপক্ষে মোহনবাগানের এ দাশগুপ্ত প্রথম হ্যাটট্রিক করেছিলেন।

ইসটবেঙ্গলের বিপক্ষে স্পোরটিং ইউনিয়ন প্রথমার্ধে বেশ কিছুটা প্রতিযোগিতা চালায়। ২৫ মিনিটে তাদের বিপক্ষে ইসটবেঙ্গল প্রথম গোল করে। সরট করনার থেকে বল পেয়ে গোবিন্দ বলটি গোলে ঠেলে দেন ১—০।

দ্বিতীয়ার্ধে চাঁদ সিং-এর সরট করনার হিট স্পোরটিং গোলরক্ষকের গায়ে লেগে, ফিরে এলে গোবিন্দ দ্বিতীয় গোল করেন। এর পর গোবিন্দর হিট পোসটে লেগে ফিরে আসে। ২৫ মিনিটে গোবিন্দ তাঁর হিটে গোল করে হ্যাটট্রিক করেন ৩—০।

গোবিন্দ হ্যাটট্রিক করলেও পুরোভাগে চাঁদ সিং-এর খেলা ভাল হয়।

ইসটবেঙ্গল—পি কাপুর; জারনেল সিং ও এম হাসান; হলাপ্পা, জেনিংস ও ওয়াহিদ; কামার আলি, শুখদর্শন, গোবিন্দ, চাঁদ সিং ও শিব দত্ত।

স্পোরটিং ইউনিয়ন—এ রায়; এস মান্না (বড়) ও ডি ঘোষ; এস দাস, কে বাগচী ও বি পাল; এসমান্না (ছোট), এ দে, টি আশ, পি আঢ্য ও পি সাহু।

আমপায়ারস—লোকনাথ ব্যানারজি ও ডি বসু।

এশিয়ান টেনিসের মুক্ত আসর বসছে না, তারকারাও আসছেন না

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি—নিখিল ভারত লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রী আর কে খান্না আজ ঘোষণা করেছেন, যেহেতু অসট্রেলিয়ার প্রথম সারির পেশাদার খেলোয়াড়রা আসছেন না সেহেতু কলকাতায় এশিয়ান টেনিস চ্যামপিয়নশিপের 'খোলা' আসরও বসছে না। অবশ্য ১ মারচ থেকে ৭ মারচ পর্যন্ত অ্যামেচার খেলোয়াড়দের নিয়ে এশিয়ান চ্যামপিয়নশিপ যথারীতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এ আই এল টি এ আগে ঠিক করেছিলেন ২৫ হাজার ডলার পুরস্কার হিসাবে দিয়ে বিশ্বখ্যাত পেশাদার খেলোয়াড় সমন্বয়ে এশিয়ান-এর মুক্ত আসর বসাবেন। এখন খবর পাওয়া গিয়েছে রড লেভার, কেন রোজওয়াল, জন নিউকোম্ব, টনি রোচ প্রভৃতি খেলোয়াড়রা আসতে পারবেন না। —পি টি আই

কল্যাণ চৌধুরীর সেনচুরি

স্টাফ রিপোরটার

হেরম্বচন্দ্র কলেজের কৃতী খেলোয়াড় কল্যাণ চৌধুরী ব্যাটিং ও রাজা মুখারজির বোলিংয়ের ফলে বৃহস্পতিবার প্রতিপক্ষ সুরেন্দ্রনাথ কলেজ শোচনীয়ভাবে ১৯২ রানে হার স্বীকার করে। আন্তঃকলেজ নক আউট ক্রিকেটের দ্বিতীয় রাউনডের এই খেলা হেরম্বচন্দ্রের ৬ উইকেটে ২৮১ রানের উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ মাত্র ৮৯ রানে ইনিংস শেষ করে। হেরম্বচন্দ্রের কল্যাণ চৌধুরী ১৩৪ রান করে ব্যাটিংয়ে এবং রাজা মুখারজি ৩৪ রানে ৫টি উইকেট দখল করে প্রশংসা অর্জন করেন। বিজয়ী হেরম্বচন্দ্র কলেজ তৃতীয় রাউনডে উমেশচন্দ্র কলেজের সংগে খেলবে।

হেরম্বচন্দ্র কলেজ—৬ উইঃ ২৮১ (কল্যাণ চৌধুরী ১৩৪; ডি ব্যানারজি ৫৪, রাজা মুখারজি ২৯ নঃ আঃ, এ ভট্টাচার্য ৩৪ রানে ৪ উইঃ)।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ—৮৯ (পি ব্যানারজি ৩৬, রাজা মুখারজি ৩৪ রানে ৫ উইঃ) হেরম্বচন্দ্র ১৯২ রানে জয়ী।

শুক্রবারের খেলা — বিদ্যাসাগর সান্ধ্য : সি ইউ পোসট গ্র্যাজুয়েট (বিশ্ববিদ্যালয় ৯-৪৫)

আগা খাঁ হকি

বোমবাই, ১৮ ফেব্রুয়ারি—গতকাল আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতার খেলায় বোমবাইর সেনট জেভিয়ার জিমখানা ৩—১ গোলে ভূপালের হেভী ইলেকট্রিকালস দলকে হারিয়ে কোয়ারটার ফাইনালে উঠেছে। —পি টি আই

"অ্যাসেজ প্রথা তুলে দেওয়াই ভাল"

দুই অধিনায়ক

সিডনি, ১৮ ফেব্রুয়ারি—ইংলণ্ড ও অসট্রেলিয়ার মধ্যে ক্রিকেটে যে অ্যাসেজ প্রথা চলে আসছে তা তুলে দেওয়া উচিত বলে ইংলনডের অধিনায়ক রে ইলিংওয়ারথ মনে করেন। গতকাল সপ্তম টেসটে জিতে অ্যাসেজ পুনরুদ্ধার করার পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইলিংওয়ারথ বলেছেন, "টেসট পর্যায়ে অ্যাসেজটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। প্রত্যেকটি টেসট সিরিজকে আলাদা করে নেওয়া উচিত। না হলে খেলা থেকে অ্যাসেজ সম্মানই মুখ্য হয়ে ওঠে।"

অসট্রেলিয়ার নতুন অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেলও সে কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেছেন যে, "অ্যাসেজ প্রথা চালু থাকলে যে দলের অধিকারে অ্যাসেজ আছে তারা নেতিমূলক ক্রিকেট খেলবে। ফলেই খেলা ড্র হবার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে 'অ্যাসেজ' তুলে দেওয়াই ভাল।" —রয়টার

লতিফ মহমেডানেই থেকে গেলেন

মহমেডানের লতিফ ও কালীঘাটের মাণিক ভৌমিক অন্য ক্লাবে স্বাক্ষর করে আবার নিজ ক্লাবে ফিরে আসেন। বৃহস্পতিবার মোট ১৩ জন খেলোয়াড় দল বদল করেছেন। ভ্রাতৃ সংঘের সমীর ব্যানারজি ইসটবেঙ্গলে এবং উয়াড়ির এস সোম এরিয়ানে খেলার জন্য আবেদন উল্লেখযোগ্য।

আন্দামান হারবার ওয়ার্কস, লিটল আন্দামান

ডেপুটি চীফ এঞ্জিনীয়ার (এল/এ), আন্দামান হারবার ওয়ার্কস লিটল আন্দামান-এর অফিসে ওয়ার্কচার্জড এস্টাব্লিশমেণ্টে নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য নাম, বয়স, শংসাপত্রাদির অবিকল নকল দ্বারা সমর্থিত যোগ্যতাবলী ও অভিজ্ঞতা উল্লেখে সাধারণ কাগজে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে:—

১। সারেং : বেতন ২১০-১০-২৯০-১৫-৩২০, টাকা। যোগ্যতা : ইনল্যাণ্ড ওয়াটার দ্বিতীয় শ্রেণী অথবা আন্দামান ও নিকোবর আইল্যাণ্ডস ওয়াটার্স-এর সারেং সার্টিফিকেট।

২। সাঁকানি : বেতন ৭৫-১-৮০, টাকা। অভিজ্ঞতা : সমুদ্রগামী অন্তর্বাণিজ্য জাহাজে অথবা ৫০ টনের (গ্রস টনেজ) অধিক অপর কোন জাহাজে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

৩। মেরিন এঞ্জিন ড্রাইভার : বেতন ২১০-১০-২৯০-১৫-৩২০, টাকা। যোগ্যতা : দ্বিতীয় শ্রেণীর ড্রাইভার্স সার্টিফিকেট অথবা ভারতীয় নৌবাহিনীতে ২ বৎসর পো. ও. (ই. আর.) অথবা ই. আর. এ. হিসাবে কাজ করিয়া থাকা চাই।

৪। গ্রীজার : বেতন ৭৫-১-৮০, টাকা। অভিজ্ঞতা : ন্যূনপক্ষে ১০০ এইচ পি-বিশিষ্ট সমুদ্রগামী জাহাজে গ্রীজার হিসাবে অন্যূন তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা।

৫। সুইপার : বেতন ৭০-১-৮০-যোঃ বাঃ-১-৮৫, টাকা। অভিজ্ঞতা : ন্যূনপক্ষে তিন বৎসর।

৬। জেনারেটর অপারেটর গ্রেড ২ : বেতন ৮৫-২-৯৫-৩-১১০, টাকা। এই লাইনে ন্যূনপক্ষে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

৭। লাইসেন্সড ইলেকট্রিসিয়ান : বেতন ১১০-৩-১৩১-৪-১৫৫, টাকা। অভিজ্ঞতা : কানেকশন দেওয়া স্ট্রীট লাইট ইত্যাদি ইত্যাদিতে অন্যূন তিন বৎসরের ন্যূনতম অভিজ্ঞতা-বিশিষ্ট লাইসেন্স-হোল্ডার।

৮। অটো ইলেকট্রিসিয়ান : বেতন ১৫০-৫-২০৫, টাকা। যোগ্যতা : ৮ম মান অথবা তৎসমতুল। ইলেকট্রিক্যাল মোটর, ডায়নামো, স্টার্টার, কাট-আউট মেরামতে, মোটর আর্মেচার ওয়াইণ্ডিং, লাইন রিপেয়ার, ফিউজ অব সেলস ইত্যাদিতে কনেকশন দেওয়ায় অন্যূন ৫ বৎসরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা।

৯। লাইনম্যান : বেতন ৮৫-২-৯৫-৩-১১০, টাকা। এই লাইনে অন্যূন ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

১০। ট্রাক্টর ড্রাইভার গ্রেড ২ : বেতন ৮৫-২-৯৫-৩-১১০, টাকা। যোগ্যতা : হেভি লাইসেন্স হোল্ডার। অভিজ্ঞতা : প্রায় ২ বৎসর।

১১। ট্রাক ও ট্রিপার-এর জন্য ড্রাইভার : বেতন ১১০-৩-১৩১-৪-১৫৫, টাকা। যোগ্যতা : হেভি লাইসেন্স হোল্ডার। অভিজ্ঞতা : প্রায় ৫ বৎসর।

১২। স্টোন ক্রাশার অপারেটর : বেতন ১১০-৩-১৩১-৪-১৫৫, টাকা। যোগ্যতা : হেভি লাইসেন্স হোল্ডার। অভিজ্ঞতা : প্রায় ৩ বৎসর।

১৩। রোড রোলার অপারেটর : বেতন ১১০-৩-১৩১-৪-১৫৫, টাকা। যোগ্যতা : হেভি লাইসেন্স হোল্ডার। অভিজ্ঞতা : প্রায় ৩ বৎসর।

১৪। গোর্খা ওয়াচম্যান : বেতন ৭০-১-৮০-যোঃ বাঃ-১-৮৫, টাকা।

১৫। ব্লাস্টিং ফোরম্যান গ্রেড ২ : বেতন ১৫০-৫-২০৫, টাকা। যোগ্যতা : ব্লাস্টিং লাইসেন্স হোল্ডার। অভিজ্ঞতা : প্রায় ২ বৎসর।

উপরোক্ত বেতন ছাড়াও মনোনীত প্রার্থী নিম্নলিখিতগুলি পাওয়ার যোগ্য হইবেন:—

১। (ক) বেতনের ৭½% কমপেনসেটরি অ্যালাউন্স; (খ) নিম্নে উল্লেখিত মত এলাকা অনুসারে স্পেশাল অ্যালাউন্স:—(১) মূল ভূখণ্ড হইতে রিক্রুটেড এবং দক্ষিণ আন্দামানে নিযুক্ত হইলে বেতনের ২৫%; (২) দক্ষিণ আন্দামান/মূল ভূখণ্ড হইতে রিক্রুটেড এবং মধ্য/উত্তর আন্দামানে নিযুক্ত হইলে বেতনের ৩০%; (৩) দক্ষিণ/মধ্য/উত্তর ও মূল ভূখণ্ড হইতে রিক্রুটেড এবং নিকোবর/লিটল আন্দামানে নিযুক্ত হইলে বেতনের ৩৫%। (গ) নিয়মানুযায়ী প্রদেয় মত দুর্মূল্য বেতন/ভাতাদি। (ঘ) নিয়মানুযায়ী প্রদেয় মত অন্তর্বর্তী সাহায্য।

শংসাপত্রাদির প্রত্যায়িত নকল সহ দরখাস্ত এই অফিসে ২৭-২-১৯৭১ তারিখের মধ্যে পৌঁছা চাই।

—ডি এ ভি পি ৬২১(৯৯)/৭০—

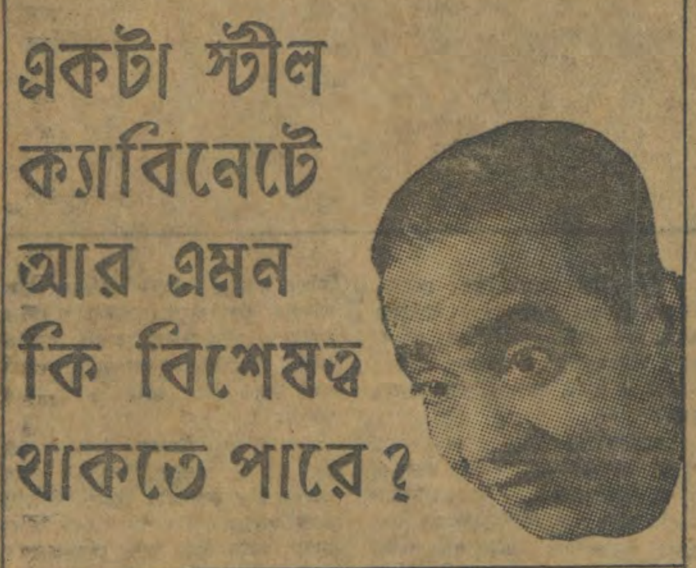

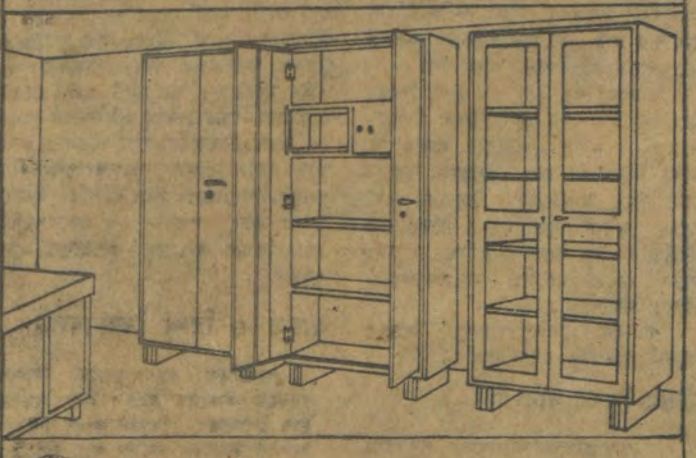

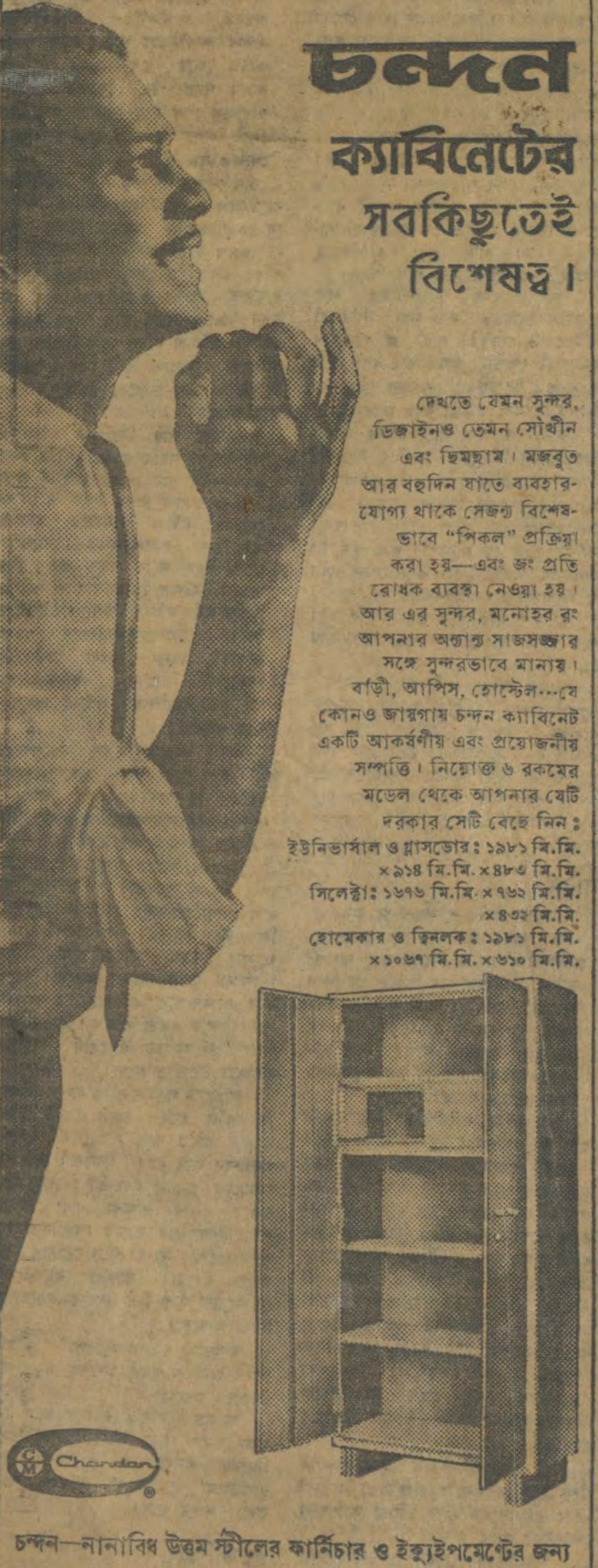

দেখতে যেমন সুন্দর, ডিজাইনও তেমন সৌখীন এবং ছিমছাম। মজবুত আর বহুদিন যাতে ব্যবহারযোগ্য থাকে সেজন্য বিশেষভাবে "পিকল" প্রক্রিয়া করা হয়—এবং জং প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আর এর সুন্দর, মনোহর রং আপনার অন্যান্য সাজসজ্জার সঙ্গে সুন্দরভাবে মানায়। বাড়ী, আপিস, হোস্টেল...যে কোনও জায়গায় চন্দন ক্যাবিনেট একটি আকর্ষণীয় এবং প্রয়োজনীয় সম্পত্তি। নিম্নোক্ত ৬ রকমের মডেল থেকে আপনার যেটি দরকার সেটি বেছে নিন:

ইউনিভার্সাল ও গ্লাসডোর: ১৯৮১ মি.মি. × ৯১৪ মি.মি. × ৪৮৬ মি.মি.
সিলেক্টা: ১৬৭৬ মি.মি. × ৭৬২ মি.মি. × ৪৩২ মি.মি.
হোমেকার ও ত্রিনলক: ১৯৮১ মি.মি. × ১০৬৭ মি.মি. × ৬১০ মি.মি.

চন্দন—নানাবিধ উত্তম স্টীলের ফার্নিচার ও ইক্যুইপমেণ্টের জন্য
চন্দন মেটাল প্রডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড
গোরবা রোড, বরোদা-৩।

everest/315a/CMP BN

৩ সাইজের চন্দন কাবার্ড ও এক সাইজের শেলভিং র‍্যাক ডি জি এস অ্যাণ্ড ডি রেট কন্ট্রাক্ট অনুসারে পাওয়া যায়। সরাসরি কিনতে ইচ্ছুক সমস্ত অফিসার আরও বিবরণের জন্য প্রস্তুতকারক বা ডীলারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। পশ্চিমবংগ ও আসাম রাজ্যে অনুমোদিত ডীলারগণ : কলিকাতা ও আসানসোল : এম ভি দাস অ্যাণ্ড কোম্পানি; গৌহাটী : বসু অ্যাণ্ড কোম্পানি; তিনসুকিয়া : আসাম মেটালস; অন্যান্য রাজ্যেও ডীলারগণ আছেন। যে সব জেলায় ডীলার নেই, সেই সব জেলায় ডীলারশিপের জন্য অনুসন্ধান করুন।

বৃহত্তর কলিকাতার জন্য অনুমোদিত ডিলার : এম ভি দাস অ্যাণ্ড কোম্পানি, ৩০ ব্রেবোর্ন রোড, কলিকাতা-১

বি এন আর ৭টি খেলায় বিজয়ী

স্টাফ রিপোরটার

বি এন আর ৫ : উয়াড়ি ০ (রবি—২, কে রাও, আখতার ও যোগীন্দর)

পুরোভাগে অভিজ্ঞ ও বর্ষীয়ান খেলোয়াড় হামিদ ও যোগীন্দরের ক্রীড়ানৈপুণ্যে বি এন আর উয়াড়িকে ৫—০ গোলে সহজে হারিয়ে পর পর ৭টি খেলায় জয়লাভ করেছে। প্রথমার্ধে দুটি ও দ্বিতীয়ার্ধে তিনটি গোল হয়।

গোলশূন্য খেলা

আরমেনিয়ানস ০ : আলেকজানডার রেমনড ০

বৃহস্পতিবার মহমেডান মাঠে আলেকজানডার রেমনড ও আরমেনিয়ানসের খেলা গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হওয়ায় দু' দলই একটি করে পয়েন্ট ভাগ করে নেয়।

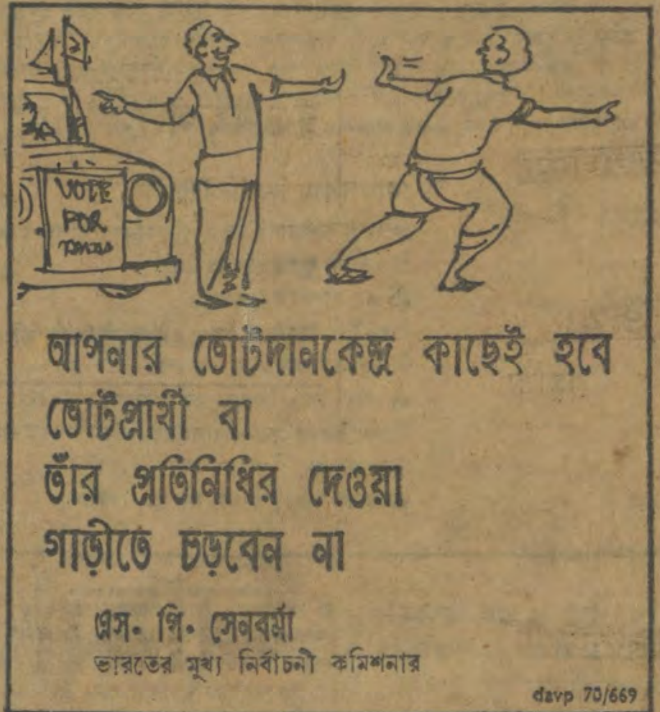

আপনার ভোটদানকেন্দ্র কাছেই হবে
ভোটপ্রার্থী বা
তাঁর প্রতিনিধির দেওয়া
গাড়ীতে চড়বেন না

এস. পি. সেনবর্মা
ভারতের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার

davp 70/669

BMA-PA-S-64

ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের জন্য ট্রেনিং-এর সুযোগ-সুবিধা

নিম্নলিখিত ট্রেডগুলিতে প্রত্যেকটির পাশে উল্লেখিত স্থানসমূহে ক্ষুদ্র শিল্পের কর্মীদের জন্য বিনা বেতনে ট্রেনিং কোর্স পরিচালনার প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রত্যেক মনোনীত ট্রেনীকে মাসিক ৪০, টাকার একটি স্টাইপেণ্ড দেওয়া হইবে।

ট্রেড	মেয়াদ	ট্রেনিং-এর স্থান	আরম্ভের তারিখ
১। মেশিন শপ প্র্যাকটিস	এপ্রিল—সেপ্টেঃ ৭১ অক্টোঃ ৭১—মার্চ ৭২	ইনস্টিটিউট ওয়ার্কশপ বি টি রোড, কলিকাতা	১-৪-৭১ ১-১০-৭১
২। পটারি	— ঐ —	— ঐ —	১-৪-৭১ ১-১০-৭১
৩। হীট ট্রীটমেণ্ট	এপ্রিল—জুন, ৭১ জুলাই—সেপ্টেঃ ৭১ অক্টোঃ—ডিসেঃ ৭১ জান্. ৭২—মার্চ ৭২	— ঐ —	১-৪-৭১ ১-৭-৭১ ১-১০-৭১ ১-১-৭২
৪। ফুটওয়্যার	এপ্রিল—সেপ্টেঃ ৭১ অক্টোঃ ৭১—মার্চ ৭২	ফুটওয়্যার এক্সটেঃ সেণ্টার, ৫৮/৫বি, বি টি রোড	১-৪-৭১ ১-১০-৭১
৫। স্মিদি-কাম-কারপেণ্ট্রি	— ঐ —	মালদহ এক্সটেঃ সেণ্টার	১-৪-৭১ ১-১০-৭১
৬। টুল রুম প্র্যাকটিস	— ঐ —	কল্যাণী এক্সটেঃ সেণ্টার, কল্যাণী	১-৪-৭১ ১-১০-৭১
৭। ব্ল্যাকস্মিদি এবং ওয়েল্ডিং	— ঐ —	এক্সটেঃ সেণ্টার, হাবড়া	১-৪-৭১ ১-১০-৭১
৮। কারপেণ্ট্রি	— ঐ —	এক্সটেঃ সেণ্টার, বারুইপুর	১-৪-৭১ ১-১০-৭১
৯। নন-ফেরাস মেল্টিং ও মোল্ডিং প্র্যাকটিস টার্নিং এবং ফিটিং	— ঐ —	এক্সটেঃ সেণ্টার, নবদ্বীপ (নদীয়া)	১-৪-৭১ ১-১০-৭১
১০। ক্রোম ট্যানিং	৩ মাস	এক্সটেঃ সেণ্টার, ট্যানারী, ৩৩/১ তপসিয়া রোড, কলি-৪৬	১-৪-৭১ ১-৭-৭১ ১-১০-৭১ ১-১-৭২
১১। কারপেণ্ট্রি এবং ব্ল্যাকস্মিদি	৬ মাস	এক্সটেঃ সেণ্টার, বাঁকুড়া নতুন চটি, বাঁকুড়া	১-৪-৭১ ১-১০-৭১

স্থায়ী মূলধন ও যে সব দ্রব্য উৎপাদন করা হয় তাহার তথ্যসহ দরখাস্তকারীর নাম বয়স, যোগ্যতাবলী, অভিজ্ঞতা, যে ট্রেডের জন্য দরখাস্ত করা হইয়াছে স্পনসরিং ইউনিটের পুরা ঠিকানা ও সুপারিশ উল্লেখে ১, ২, ৩, ৪ ও ১০ ক্রঃ নং-বিশিষ্ট ট্রেডগুলির জন্য সাধারণ কাগজে দরখাস্ত ডিরেক্টর, স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ সার্ভিস ইনস্টিটিউট ১১১ এবং ১১২, বি টি রোড, কলিকাতা-৩৫-এর নিকট এবং ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১১ ক্রঃ নং-বিশিষ্ট ট্রেডগুলির জন্য দরখাস্ত অফিসার-ইন-চার্জ এক্সটেঃ সেণ্টার-এর নিকট ১-৩-৭১ তারিখে অথবা তাহার পূর্বে পৌঁছা চাই। ট্রেড অনুযায়ী পৃথক পৃথক দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে। টেলিফোন নং: ৫৬-২৩৩৫যোগে অনুসন্ধানও করা চলিবে।

ডি এ ভি পি ৫৬৩(১২২)/৭০

সুসমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য

ভারতের সামনে আজ বহু সমস্যা। মূল সমস্যা হচ্ছে জনসাধারণের অতলস্পর্শী দারিদ্র্য। এ-দেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনধারণের মান আজও খুবই নিচু।

কৃষি-উৎপাদন জনবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি, অনেক পিছনে পড়ে আছে। শিল্পায়নের গতিও খুব শ্লথ, তাতে জনসাধারণের চাহিদার অনেকটাই মেটে না। এমন কী, চালু শিল্পগুলিতেও তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ হয় না।

জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। সেইসঙ্গে, শিল্পায়নের গতি শ্লথ হবার ফলে এবং অত্যধিক লোক কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকায়, বেকার-সমস্যা ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছে।

একদিকে রয়েছে দুঃসহ করভার, ক্রমিক পণ্যমূল্যবৃদ্ধি এবং অসংখ্যরকমের কন্ট্রোল ও নিষেধাজ্ঞা। অন্যদিকে রয়েছে প্রশাসনিক অদক্ষতা ও দুর্নীতি আর রাজনৈতিক স্লোগানবাজি। এই দুয়ে মিলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, দেশের অর্থনীতির আর কোনও বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। দেখা দিয়েছে গতিহীনতা ও অবক্ষয়। বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে উঠছে।

দেশ দিনে-দিনে আরও দরিদ্র হয়ে পড়ছে। সামাজিক উত্তেজনা ও শিল্প-অশান্তি ক্রমেই আরও ছড়িয়ে পড়ছে। এই অবস্থায় আইন ও শৃঙ্খলার যে নাভিশ্বাস উঠবে, তাতে আর বিচিত্র কী।

আমরা প্রবলভাবে বিশ্বাস করি যে, সমৃদ্ধির জন্য যে সামর্থ্য, যোগ্যতা ও সম্পদ দরকার, দেশের তা আছে। জনসাধারণকে এখনও আমরা সেই প্রসারশীল জীবন-মানের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, আধুনিক জীবন-ব্যবস্থার নানা সুযোগ সুবিধা ও আনন্দোপকরণ সহজলভ্য করে যা কিনা তাদের জীবনকে আরও সুন্দর করে তুলবে। আমরা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যরা নিশ্চিত জানি যে, এই সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের নানা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ ও জাপান ইতিমধ্যেই এই সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। পক্ষান্তরে, সোভিয়েট ইউনিয়নসহ বিভিন্ন কমিউনিস্ট দেশ এই সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু তাদের নীতিগত ভ্রান্তির দরুন এখনও এই জীবন-মান অর্জন করতে পারেনি।

দারিদ্র্যকে আমরা নির্বাসন দিতে চাই, এবং জনগণকে সমৃদ্ধির অংশীদার করতে চাই। আজ সেই অভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করা দরকার, জনগণের অব্যবহৃত কর্মশক্তিকে যা বিকশিত করবে, এবং তাকে কাজে লাগিয়ে এক সুসমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে। জনগণকে যদি প্রয়োজনীয় সুযোগ দেওয়া যায়, তাহলে এই লক্ষ্য যে অর্জন করা সম্ভব, এ-বিষয়ে আমরা দৃঢ়নিশ্চিত।

বিরোধীদের সম্পর্কে প্রায়ই অভিযোগ করা হয় যে, তাদের কোনও নীতি কিংবা কর্মসূচী নেই। আমরা এখানে আমাদের নীতি ও কর্মসূচী বিবৃত করলাম, এবং তাকে জনসাধারণের কাছে পেশ করলাম। আরও অনেকেই এইসব নীতি ও কর্মসূচীতে বিশ্বাসী, কিন্তু বর্তমানে তাঁরা আপন-আপন নির্বাচন-কেন্দ্রে ব্যস্ত রয়েছেন।

লোকসভায় নির্বাচনপ্রার্থী

শ্রীদিগ্বিজয়নারায়ণ সিংহ (নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থী কংগ্রেস)
শ্রী ডি কে কুন্তে (বি-কে-ডি)
শ্রী এন দণ্ডেকর (স্বতন্ত্র)
শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ (নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থী কংগ্রেস)
শ্রী ডি এন পত্তোদিয়া (স্বতন্ত্র)
ডঃ কর্ণি সিং—বিকানীরের মহারাজা (নির্দল)
শ্রীভানুপ্রকাশ সিং—নরসিংগড়ের মহারাজা (জনসংঘ)
শ্রীভূপাল বসু (এস-এস-পি)
রাজমাতা গায়ত্রী দেবী, জয়পুর (স্বতন্ত্র)
শ্রী পি কে দেব, কালাহাণ্ডি (স্বতন্ত্র)
শ্রীকমলনয়ন বাজাজ (নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থী কংগ্রেস)
শ্রী আর কে আমিন (নির্দল)
শ্রীরামনাথ গোয়েঙ্কা (নির্দল)
শ্রীপ্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা (নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থী কংগ্রেস)
শ্রীসুরেন্দ্র তাপুরিয়া (জনসংঘ)
শ্রী এম এল সোন্ধি (জনসংঘ)
শ্রীমানবেন্দ্র শা—তেহরির গাড়ওয়ালের মহারাজা (নির্দল)
শ্রী কে পি সিংদেব (স্বতন্ত্র)
শ্রী আর আর সিংদেব (স্বতন্ত্র)
শ্রীহীরালাল সোমানী (স্বতন্ত্র)
রাজমাতা কৃষ্ণকুমারী—যোধপুর (নির্দল)
শ্রী এইচ পি নন্দা (নির্দল)
শ্রী পি জি পাণি (নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থী কংগ্রেস)
শ্রী এন কে সোমানী (স্বতন্ত্র)
শ্রী জে এন রথী (জনসংঘ)
শ্রীবিশ্বনাথ ঝুনঝুনওয়ালা (স্বতন্ত্র)
শ্রীমাণিক্য বাহাদুর—ত্রিপুরার মহারাজা (নির্দল)
শ্রীবীরেন্দ্র আগরওয়ালা (জনসংঘ)
শ্রীমিঠালাল মীনা (স্বতন্ত্র)
শ্রী জে পি এন সিং—মকসুদপুরের রাজা (জনতা)
শ্রী বি এন দাশগুপ্ত (বাংলা কংগ্রেস)

সংসদের রাজ্যসভার সদস্য

শ্রী সি ডি পাণ্ডে
শ্রীদাহ্যাভাই প্যাটেল
শ্রীসুরেশ দেশাই
শ্রী এম কে মোহতা
শ্রীলোকনাথ মিশ্র
শ্রীনিরঞ্জন ভার্মা

সমৃদ্ধির জন্য ও সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা

ভারত আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ের সম্মুখীন। এই নির্বাচনের ভিতর দিয়ে জনসাধারণের ওপর ঐতিহাসিক দায়িত্ব এসে পড়েছে গণতন্ত্র রক্ষা করার ও দেশের সার্বভৌমিকতা রক্ষা করার। যদি এতে তারা ব্যর্থ হয়, তবে এটিই হবে অবাধ ভোটাধিকার প্রয়োগের শেষ সুযোগ।

কংগ্রেস পার্টি যে স্বৈরতন্ত্রী ধরনে কাজ করছে তা আরও বেশী বেশী প্রকট হয়ে উঠছে। তাদের জনসাধারণের এক অংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা, সংবিধানে প্রদত্ত মৌল অধিকারগুলোকে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা, নাগরিকদের ভীতি প্রদর্শন ও অন্যায় সুবিধা লাভের জন্য কর-সংগ্রহ, সি বি আই এবং সরকারের অন্যান্য বিভাগীয় যন্ত্র ব্যবহার—এগুলোই হচ্ছে স্বৈরতন্ত্রের লক্ষণ। একদিকে যেমন সংবাদপত্রগুলোর কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা চলছে, অন্য দিকে তেমনি অল ইণ্ডিয়া রেডিওকে শাসক পার্টির প্রচার-যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে। সবরকমের অসন্তোষ দমনের চেষ্টা চলছে এবং পার্লামেন্টকে অগ্রাহ্য করার ও তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের হানি ঘটাবার পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের ব্যর্থতা

সরকার তার ওপর ন্যস্ত সমস্ত আস্থার অপমান করেছে। দেশে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রধান প্রধান শহরগুলোতে, শিল্পসংস্থায় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হিংসাত্মক কার্যাবলীর প্রাবল্য দেখা দিয়েছে। জনসাধারণের বৃহদংশ ভীতি ও সন্ত্রাসের মধ্যে বাস করছে। সামাজিক-আর্থনীতিক চরিত্র আরোপ করে সমস্ত অপরাধের যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা চলছে:

অর্থনীতি বিপর্যস্ত। সমৃদ্ধ হওয়ার সমস্ত সুযোগ দেশের থাকলেও মাথা-পিছু প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধির হার পৃথিবীর মধ্যে নিম্নতম। পাশের দেশ-গুলোতেও পর্যন্ত মাথাপিছু আয় ও জীবন ধারণের মান ভারতের চাইতে উঁচু। সিঙ্গাপুরে মাথাপিছু আয় ভারতের দশগুণ, জাপানের আয় কুড়িগুণ এবং অস্ট্রেলিয়ার আয় ত্রিশ-গুণ। গত দশ বছরে ভারতের মাথাপিছু আয় যেখানে বেড়েছে ৪% সেখানে জাপানের বেড়েছে ২১০%, অস্ট্রেলিয়ার বেড়েছে ৪৭% এবং সিঙ্গাপুরে মাত্র ৫ বছরে বেড়েছে ৫০%। সঠিক-ভাবে বলতে গেলে, আজকের মাথাপিছু আয় ব্রিটিশ শাসনে তৃতীয় দশকে যা ছিলো তার চাইতেও কম।

পঁচিশ বছরের শাসন ভারতকে পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্রতম দেশে পরিণত করেছে। বেকার, আংশিক বেকার ও মরসুমী বেকারের সংখ্যা ১৫ কোটিরও বেশী দাঁড়িয়েছে। গত কয়েক দশকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে দশ-গুণেরও বেশী ও মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা এখনও অবাধ। এই সময়ে গরিব জন-জনসাধারণের ওপর ২৫,০০০ কোটি টাকার মত অতিরিক্ত কর আরোপ করা হয়েছে। দেশের বৈদেশিক ঋণ ৭,০০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে এবং তার ফলে ভবিষ্যৎ বংশধররা আগামী শতকের কয়েক দশকের জন্য বাঁধা পড়ে আছে।

আর্থনীতিক শক্তিবিহীন কোন দেশ জগৎসভায় মর্যাদা লাভ করতে পারে না। ভিক্ষুক দেশ, যে নিজের জনগণের অন্ন-সংস্থান করতে পারে না, কিংবা চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, সে আন্তর্জাতিক কৃপার বস্তু। আমাদের দেশের কোটি কোটি অভুক্ত নর-নারীকে সাহায্য করার জন্য অপর দেশের স্কুলের ছেলেমেয়েরা তাদের দুপুরের খাবার দান করে।

এতদিন পর্যন্ত যে সর্বনাশা নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, তার ফলে জাতি মহাদুর্যোগের মধ্যে পড়েছে। জন-সাধারণ হতাশ হয়ে পড়েছে এবং সমস্ত রাজনীতিক ও আদর্শের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য। প্রবল হয়ে উঠেছে। জাতি অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা, ভীতি ও সন্ত্রাসের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে—এই পরিবেশই সৃষ্টি করে একনায়কতন্ত্র।

কংগ্রেস পার্টি যা দিতে পারে

দেউলিয়ানীতির ব্যর্থতার ফলে কংগ্রেস পার্টি 'ভুয়া' সমাজতন্ত্রের ফাঁপাভরা বুলির আশ্রয় নিয়েছে। জন-সাধারণকে বোঝানো হচ্ছে দোষী তারা নয় এবং সমাজতন্ত্রের বুলিসর্বস্ব জাদুদণ্ডে এখন স্বর্ণযুগের সূচনা করা হবে। কিন্তু কংগ্রেস পার্টি আগামী পাঁচ বছরে যা দেবে তা হচ্ছে আরও আরও কর, ক্রমান্বয়িক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ব্যাপক বেকারী, শিল্পে আরও অশান্তি।

সমাজতন্ত্রের মূলকথা হচ্ছে উৎপাদনে প্রাচুর্য ও তা বণ্টনে সমতা। কিন্তু সরকারী নীতি হচ্ছে উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে বাধা সৃষ্টি করা এবং নতুন বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ে অনুৎসাহ সৃষ্টি। কোটি কোটি মানুষ যেখানে জীবনধারণে আবশ্যিক জিনিসগুলোর অভাব বোধ করছে সেখানে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছেন ক্ষুদ্র গাড়ি প্রকল্প ও টেলিভিশন সেটকে।

তাঁরা যখন সামাজিক ন্যায়বিচারের গালগল্প করেন, তখন ভুলে যান যে মুদ্রা-স্ফীতিজনিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও উৎ-পাদনে অনড়তা গরীব জনসাধারণের উপর অবিচারেরই সামিল।

আমাদের পথ

সমৃদ্ধিশালী ভারত গঠনে আমরা কৃতসংকল্প—যে ভারত প্রত্যেকটি আবাল-বৃদ্ধবনিতার সুসভ্য জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌল জিনিসগুলোরই কেবল ব্যবস্থা করবে না, তাদের সুখসমৃদ্ধির অংশভাগীও করে তুলবে।

এই শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই এক শ কোটি মানুষের চাহিদা মেটাবার জন্য দেশের উৎপাদন বিপুলভাবে বাড়ানো হবে। ভারত তখন বছরে ৭৫ কোটি টন ইস্পাত, প্রায় ৪০০ কোটি টন তেল, প্রায় ৪ কোটি মোটরকার ও ১ কোটি ট্রাক উৎপাদন করতে সক্ষম হবে। বর্তমান শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই কিছু বিকল্প জ্বালানী আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। বস্ত্রের বার্ষিক উৎপাদন বাড়িয়ে ৫,০০০ কোটি গজ করতে হবে। সেই সঙ্গে সিমেন্ট, কাগজ, ঔষধপত্র ও মূল-ধনী দ্রব্যের উৎপাদনও বাড়াতে হবে। লক্ষ্য হবে, প্রত্যেক মানুষের বার্ষিক আয় ২৫,০০০ টাকা ও প্রত্যেক পরিবারের বার্ষিক আয় ৫০,০০০ টাকা। যাদের পরিসম্পৎ পরিবারপিছু এক লক্ষ টাকার নীচে হবে তাদের নির্ধন বলে গণ্য করা হবে। প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটি বাড়ি ও একটি গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। আজকের দিনে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলো জীবনযাত্রার যে মানে উন্নীত সেই মান লাভ করার ত্রিশ বছর পর তার সুনিশ্চিতি দেবার জন্যই এই বিপুল উৎ-পাদনের প্রয়োজন হবে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বিপুল জনসংখ্যার জন্য এই বিপুল সম্পদ সৃষ্টি করতে আমরা সক্ষম। স্বল্প দামের ব্যাপক উৎপাদন বর্ধিত চাহিদার সৃষ্টি করবে। বিপুল জনসংখ্যাকে সীমাহীন পণ্যদ্রব্যের বাজারের পরিসম্পৎ হিসাবে পরিণত করতে হবে।

বর্তমান সরকারের বিভ্রান্ত শিল্প-নীতির বদলে আমরা শিল্পোদ্যোগের সঠিক কাঠামোর ব্যবস্থা করবো যার ফলে সামর্থ্য ও সঙ্গতির মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হবে এবং জনসাধারণের সমস্ত অংশ সুদক্ষ হয়ে উঠবে।

সরকার ও কর্তৃপক্ষের ওপর জন-সাধারণকে উত্তরোত্তর নির্ভরশীল করার বদলে আমরা ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও একক উৎসাহের প্রেরণা জোগাবো। এতেই জাতি মহান হয়ে ওঠে। ৩৫ কোটি লোকের জন্য বিপুল হারে উৎপাদনের ব্যাপক প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণের জন্য আমরা জনসাধারণকে আহ্বান জানাবো।

আমরা প্রত্যেকটি শিশুর শিক্ষার সুযোগ, অভাবগ্রস্ত ও বৃদ্ধদের আরাম ও সমস্ত সক্ষম ব্যক্তির চাকরির ব্যবস্থা করবো, সেই সঙ্গে পরিপূর্ণ জীবনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য যথাযথ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ব্যবস্থাও করবে।

আমরা এমন একটি সমাজ গড়ে তুলবো যেখানে জনসাধারণ হতাশা ও পরাভূতের মনোভাব নিয়ে অদৃষ্টের হাতে নিজেদের ছেড়ে দেবে না, বরঞ্চ আশা ও উৎসাহ নিয়ে সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করবে এবং তার ফলে তখন এক আত্মিক মূল্যের সৃষ্টি হবে যা হচ্ছে এই দেশেরই ঐতিহ্য।

গণতান্ত্রিক মূল্য ও আইন-শৃঙ্খলা ভিত্তিক সৎ সরকারের ব্যবস্থা আমরা করবো, যে সরকার পার্লামেন্টের প্রতি, জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত হবে।

সংবিধানে প্রদত্ত মৌল অধিকারগুলো আমরা রক্ষা করবো। আমরা বিশ্বাস করি, এই অধিকার বিন্দুমাত্র ভঙ্গ করা হলে শেষ পর্যন্ত মৌল অধিকারগুলোরই বিলুপ্তি ঘটায় ও আধুনিক সভ্য রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি মৌল স্বাধীনতাই অস্বীকৃত হয়।

আমরা এমন এক ভারত গড়বো যার জন্য তার প্রত্যেক নাগরিকই গর্ববোধ করবে এবং বিশ্বের শান্তি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

কর্মসূচী

বর্তমান সরকারের মত সঙ্কটের পর সঙ্কটের ভিতর দিয়ে না চলে আমরা এমন এক দীর্ঘমেয়াদী নীতি গ্রহণ করবো, যার ফলে দেশের দ্রুত অগ্রগতির জন্য সুনিশ্চিতি দেওয়া সম্ভব হবে এবং জন-সাধারণও তাতে অবদান রাখবে।

ভারতে আর্থনীতিক সমস্যার মূল কথা হচ্ছে, আমরা অতি অল্পই ব্যয় করি। কারণ এর বেশী সাধ্য আমাদের নেই। স্বল্প আয়, স্বল্প চাহিদা, স্বল্প সঞ্চয়, স্বল্প বিনিয়োগ ও স্বল্প চাকরির এক দুষ্টচক্র বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের নীতি হবে, নতুন বিপুল জাতীয় সম্পদ ও সমৃদ্ধি সৃষ্টির জন্য জনসাধারণ ও সরকারকে একযোগে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কাজ করার অবস্থা সৃষ্টি করা।

প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য সুখী জীবনযাত্রার ভিত্তি তখনই স্থাপিত হবে যখন আরও আরও সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব হবে।

খাদ্য ও কৃষি

আমাদের প্রথম কাজ হবে আমাদের সমস্ত জনসাধারণের জন্য আহার্যের ব্যবস্থা করা।

সস্তা বিদ্যুৎ, জল, সার, মেশিন ও কারিগরী কলাকৌশলের ব্যবস্থা করে কৃষিকর্মে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণ কৃষকদের মধ্যে বিস্তার করে দেবো, তা হলেই উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে যাবে এবং কৃষকসমাজ অর্থনীতিতে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারবে। আমরা যদি আমাদের কৃষিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাতে না পারি এবং কৃষিকে যদি শিল্পের মত চালাতে না পারি তবে আমাদের ক্রমবর্ধমান জন-সাধারণের অন্নের সংস্থান করতে পারব না। আমরা কৃষকদের জমি উদারভাবে ঋণের ব্যবস্থা করব যাতে তারা ভাল বীজ, সার ও মেশিনপত্র কিনতে পারে। কৃষকদের প্রয়োজনীয় ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও করা হবে।

আমরা ভূমি-রাজস্বের সম্পূর্ণ-ভাবে বিলুপ্তি সাধন করব এবং টুকরো টুকরো জমির একত্রীকরণ করব। আমরা কৃষককে তার উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য ন্যায্য মূল্যের ব্যবস্থা করব। বন্যা ও অন্যান্য কারণে ব্যাপক ভূমিক্ষয় রোধের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করব।

প্রত্যেক পরিবারের জন্য গৃহ

ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন-সাধারণের জন্য গৃহনির্মাণ খুব বেশি ব্যয়-বহুল হবে না। আমাদের প্রচেষ্টা হবে বছরে ৫০ লক্ষ গৃহনির্মাণ। প্রথমে দেশীয় কাঁচামাল দিয়েই এ কাজ শুরু করা হবে। তাহলেই আগামী কুড়ি বছরের মধ্যেই প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব বাড়ি গড়ে উঠবে।

আমাদের কাজ হবে ত্রিমুখী: (১) গৃহহীনদের গৃহদান ও বস্তি অপসারণের ওপর জোর দান, (২) ভাড়াটেদের রক্ষা করা ও আরও সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন গৃহের ব্যবস্থা তাদের জন্য করা, এবং (৩) বাড়ির মালিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

শহরে ও গ্রামাঞ্চলে বাড়ি নির্মাণের জন্য আমরা মুক্ত হস্তে ঋণ দেব। আমরা কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি-গুলোকে ও অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ উৎসাহ দেব এবং শিল্পসংস্থাগুলোকে তাদের কর্মচারীদের জন্য হাউজিং কলোনি গড়ে তুলবার জন্য উৎসাহ জোগাবো। এর জন্য আমরা একটি ইউনিয়ন হাউজিং অথরিটি স্থাপন করব—তারা বাড়ি নির্মাণে ইচ্ছুক যে-কোন ব্যক্তিকে অল্প সুদে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেবে।

আমরা প্রত্যেকটি গ্রামকে রাস্তা, জল সরবরাহ, জল নিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, চিকিৎসা, আমোদপ্রমোদের যাবতীয় সুবিধা সমন্বিত করে তুলব। আমরা এমন ব্যবস্থাও করব যাতে প্রত্যেকটি বড় গ্রামে একটি করে ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয় এবং সেখানে স্থানীয় লোকেরা চাকরির সুযোগ পায়, শহরে এসে তারা যাতে ভিড় না করে।

সস্তায় বিদ্যুৎ, পাকা বাড়ি ও রাস্তার ব্যবস্থা করে গ্রামগুলোকে আমরা সুন্দর করে তুলব এবং আধুনিক সমস্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা তাদের করব। ক্রমবর্ধমান আয় দিয়েই আমরা এগুলো করতে পারব।

বড় বড় বিল্ডিং নির্মাণের কর্মসূচী বহুলোকের চাকরির সুযোগ করে দেবে। আর তাতে ইমারতী মালমশলার চাহিদা বেড়ে যাবে, এগুলো আবার বহু শিল্পের পরিপূরক হয়ে উঠবে।

কর্মসংস্থান

দেরী করে হলেও সরকার দেশের বেকারী পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট দেবার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করেছেন।

ভারতে সম্পূর্ণ বেকার, আধা বেকার ও মরসুমী বেকারের সংখ্যা ১০ কোটি থেকে ১৫ কোটি বলে অনুমিত হয়েছে। গত ২৫ বছরের শাসনে ফ্যাক্টরীগুলোতে মাত্র ২০ লক্ষ লোকের চাকরির সংস্থান হয়েছে। পক্ষান্তরে লোকসংখ্যা বেড়েছে ২২ কোটি। একটি উন্নতিশীল অর্থ-নীতিতে হাজার হাজার টেকনিশিয়ান যে বেকার রয়ে গেছে তাই আশ্চর্য।

শিল্পের ধীর গতিতে বিকাশ ও কৃষিকর্মে লোকের ভিড়, তার সঙ্গে দ্রুত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ফলে বেকারির হার লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাবেই। বেকারি মানে অতি নিচু জীবনধারণের মান এবং পরিবারের অশেষ দুর্গতি। বর্তমান সরকার এই সংকটময় বেকারি পরিস্থিতির জন্য দায়ী। কারণ তাঁদের দেউলিয়া নীতি অর্থনীতিকে পিছিয়ে রেখেছে।

ভারতের কৃষিকর্মে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ৭০%, তাদের মাথাপিছু আয় মাত্র ৮০ ডলার, পক্ষান্তরে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রে কৃষিকর্মে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা মাত্র ৫%, তাদের মাথাপিছু আয় ৪২০০ ডলার। এই দিয়েই বর্তমান সরকারের নীতির ব্যর্থতা বোঝা যাবে।

সর্বপ্রথমে আমরা শিল্পের ওপর থেকে সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে নেব। জনসাধারণের উদ্যোগ অবাধ হলে ছোট-বড় হাজার হাজার নতুন শিল্প গড়ে উঠবে এবং চাকরি সংস্থানের সুযোগ বাড়বে। আমরা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিকাশের জন্য বিশেষ প্রেরণা জোগাবো।

কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত করবার জন্য আমরা বিশেষ করে দুটি কর্মসূচী গ্রহণ করব—গৃহনির্মাণ ও রাস্তা নির্মাণ। এতে লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে। কংগ্রেস পার্টি বছরে ৫ লক্ষ নতুন চাকরি সৃষ্টির পরি-কল্পনা করেছেন, অথচ লোকসংখ্যা বাড়ছে বছরে ১ কোটি ২৫ লক্ষ। এতে প্রত্যেক গ্রামে একটি লোকেরও নতুন কর্মসংস্থান হবে না।

আমরা আমাদের নীতিকে ক্রম-বর্ধমান ফলদায়ক হিসাবে গড়ে তুলতে চাই। এর ফলে তিন বছরের মধ্যে পূর্ণ কর্মসংস্থানের অবস্থা সৃষ্ট হবে।

নিম্নহারে কর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যার ৩১%, আয়কর দেয়, যুক্তরাষ্ট্রে দেয় ৩৯%, অস্ট্রেলিয়ার দেয় ৪১% এবং জাপানে দেয় ২১%। কিন্তু ভারতে মাত্র ০.৫% লোক আয়কর দেয়। উচ্চহারে কর নির্ধারণের ফলে কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা খুব প্রবল, তার ফলে কালো টাকার স্তূপ। এর ফলে উন্নয়ন ব্যয়ের বোঝা জনসাধারণের একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশের ওপর পড়ে। জনসংখ্যার ০.২%-এরও কম অংশ করের ৮০% বোঝা বহন করে। উচ্চহারে কর দ্রব্যমূল্যের ভিতরও ঢুকে পড়ে, তার ফলে আরও কাজ করবার প্রেরণা ও উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায়। সঞ্চয়েরও তা বাধা সৃষ্টি করে।

বর্তমানে বহুক্ষেত্রে আয়কর ও সম্পদ-কর মোট আয়েরও বেশি হয়ে পড়েছে।

আমরা করের হার কমিয়ে দেব ও করপ্রথা সরল করে দেব। তাহলেই জন-সাধারণ তার কঠোর শ্রমের ফল রক্ষা করবে ও ভোগ করবে।

এই হ্রাস সম্ভব হবে। কারণ আমরা সরকারের অনাবশ্যক ব্যয় কমিয়ে দেবো, কারণ আমরা সঞ্চয়ের উৎসাহ জোগাবো। আর যেহেতু আমাদের জাতীয় আয় বাড়বে সেই হেতু নিম্নতর হারে কর নিয়ে আমরা বেশি রাজস্ব পাবো।

স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবা, খেলাধুলো ও সাংস্কৃতিক কাজসহ সমস্ত দাতব্য কাজে ব্যক্তিগত অর্থব্যয়কে আমরা কর-মুক্ত করে দেব।

আরও সঞ্চয়

সঞ্চয় যখন বাড়বে কর তখন কমবে। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সঞ্চয় ও তাকে উৎপাদন-মূলক কাজে নিয়োগের বদলে বর্তমান সরকার উচ্চহারে কর স্থাপন করে সঞ্চয়কে কমাবার চেষ্টা করে চলেছেন এবং সেই অর্থকে অনুৎপাদক ব্যয়ে বা অকেজো প্রকল্পে নিয়োজিত করে চলেছে। তার ফল জাতীয় সম্পদের বিপুল ক্ষতি।

গত ১৩ বছরে সরকারী ক্ষেত্রের অদক্ষ পরিচালনার ফলে উৎপাদনের নীট ক্ষতি হয়েছে খুব কম করে ধরলেও ১০,০০০ কোটি টাকারও বেশি। এই টাকা দিয়ে আমরা আরও ১০০০টি শিল্প গড়তে পারতাম।

আমরা সবরকমের সঞ্চয় এবং সব-রকম মানের আয়ে সঞ্চয়ে উৎসাহ জোগাবো এর ফলে প্রত্যেকটি পরিবারের শুধু ভবিষ্যতের নিরাপত্তাই আসবে না, দেশের সম্পদের অংশও তা হবে।

সরকারী ব্যয়

সরকারী কর্মচারীদের বেতন বাবদ টাকার পরিমাণ কোন কোন রাজ্যে তার আয়ের ৪০% হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেতন বিলে অর্থের পরিমাণও বেড়ে চলেছে। কেন্দ্রের প্রত্যেক ক্যাবিনেট মন্ত্রী বেতন ও অন্যান্য খরচ-খরচাদি হিসেবে বছরে ৪½ লক্ষ টাকা পান।

আমরা অসামরিক সংস্থার আয়তন হ্রাস করব। প্রত্যেক মন্ত্রী দপ্তরের ব্যয় হ্রাস পরিকল্পনা থাকবে।

আমরা মন্ত্রী দপ্তরগুলোর চারটি গ্রুপের ব্যবস্থা করব। প্রত্যেকটি গ্রুপে থাকবে: (১) আভ্যন্তরিক ও বহি-র্বিভাগীয় নিরাপত্তা, (২) কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্ক, (৩) আর্থনীতিক উন্নয়ন, এবং (৪) স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও গৃহ-সংস্থান প্রভৃতি পরিসেবা। এর ফলে প্রশাসন সহজ সরল হবে। আভ্যন্তরিক ও বহির্বিভাগীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী লক্ষ্য রাখবেন প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়াবলী ও আভ্যন্তরিক বিষয়াবলীর দিকে। কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্কের মন্ত্রী লক্ষ্য রাখবেন যাতে রাজ্যগুলোর উন্নয়নের জন্য সমস্ত প্রয়োজন মেটে। রাজ্যগুলো যদি উন্নত না হতে পারে তবে জন-সাধারণের জীবনধারণেরও উন্নতি হতে পারে না।

রাজ্যগুলোর উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় লোকজন, অর্থ ও উপাদান কেন্দ্রীয় সরকারকেই জোগাতে হবে।

নিয়ন্ত্রণ

যে-দেশে মূলধন দুষ্প্রাপ্য ও প্রাপ্তব্য বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণও সীমিত সে-দেশে বি নি য়ো গে র কোন এক ধরনের বিধিবিধান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু শিল্পের জন্য লাইসেন্স প্রদান, মূলধনী ইস্যুর ওপর নিয়ন্ত্রণ, আমদানী রপ্তানির ওপর নিয়ন্ত্রণ মনো-পলিজ কমিশন এবং রেস্ট্রিক্টিভ ট্রেড প্র্যাক্টিসেজ অ্যাক্ট এবং তার সঙ্গে আমলাতন্ত্রী লালফিতা ও প্রশাসনিক দুর্নীতি শিল্পের এক প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করেছে ও শিল্পোন্নয়নকে প্রচণ্ডভাবে শ্লথ করে দিয়েছে।

নির্মিত দ্রব্যের মূল্যের ওপর অযৌক্তিক নিয়ন্ত্রণও অনেক সময় কোয়া-লিটির হানি ঘটায় এবং প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। মুনাফা কমে যায় বলে নতুন বিনিয়োগে উৎসাহ সঞ্চার হয় না, তার ফলে শিল্পের উন্নতিও ব্যাহত হয়।

আমরা এইসকল জটিল কর্মপদ্ধতি ও নিয়ন্ত্রণ সহজ সরল করে দেব। আমরা যারাই দেশের জন্য আরও উৎপাদন করতে ও আরও সম্পদ সৃষ্টি করতে আগ্রহী এমন ছোট বড় প্রত্যেক উদ্যোক্তাকে সাহায্য ও উৎসাহ দেব।

শৈল্পিক অগ্রগতি

ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদন বছরে মাত্র ২.৬% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্য দিকে জাপান প্রতি চার বছরে তার শিল্পোৎপাদন দ্বিগুণ বাড়িয়ে চলেছে।

উৎপাদনের ওপর বর্তমান সরকার যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন আমরা সেগুলো বেছে বেছে প্রত্যাহার করব ও ব্যাপক হারে উৎপাদনের উৎসাহ জোগাবো। তাদের বিপুলভাবে ক্রম-বর্ধমান অভাব মিটাবার জন্য আমরা এমন এক নীতি অনুসরণ করবো, যার ফলে উদ্দীপনা দেখা দেবে ও আরও উৎপাদনের প্রেরণা সঞ্জীবিত হবে।

আমরা বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় বা বাজারের ওপর প্রভুত্ব বা একচেটিয়া রোধ করব, কিন্তু তাই বলে বর্তমান সরকারের পথে নয়, যে পথ উৎপাদন বিঘ্নিত করছে ও অফিসারদের মধ্যে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে।

আমরা বর্তমান সরকারের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের বিরোধী। এই ব্যবস্থার ফলে পরিচালনার ভার দক্ষ ব্যক্তির হাত থেকে নিয়ে অনভিজ্ঞ অফিসারদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মিতব্যয়িতা চালু করে ও পরিচালন ব্যবস্থা বিশেষায়ন সৃষ্টি করে আমরা সরকারী ক্ষেত্রের সংস্থাগুলোর কাজ-কর্মের উন্নতিবিধান করব। আমরা এগুলোকে আমলাতন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত করব ও সেগুলোর পরিচালন ব্যবস্থায় অধিকতর স্বকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করব। আমরা জনসাধারণকে সরকারী ক্ষেত্রের সংস্থাগুলোতে শেয়ারহোল্ডার হিসেবে সত্যিকারের অংশভাগী করে তুলব।

আমরা বিশ্বাস করি যে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ক্ষেত্রকে জাতির অর্থনীতিতে—বিশেষ করে দেশে বিপুলায়তন বেকারীর পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমরা এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটকে কারিগরী কলাকৌশল, মূলধন, কাঁচামাল ও বিপণন গবেষণা দিয়ে সাহায্য করব। একগাদা দুরূহ সরকারী ফরম পূরণের দায় থেকে এদের আমরা মুক্ত করবো এবং করের ক্ষেত্রে প্রেরণা জোগাবো।

দেশে শিল্পের আরও জাতীয়করণ আমরা বন্ধ করব এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি রিজলিউশন এবং শিল্পকে লাইসেন্স দেওয়ার জটিল নীতি বর্জন করব। শেষোক্ত দুটি বিঘ্নসৃষ্টির ও দুর্নীতির যন্ত্র হয়ে উঠেছে। জাতীয়করণের মুখোশ পরিহিত অদক্ষতা ও অব্যবস্থার দাম দেওয়ার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। বেসরকারী মূলধনের ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবহার করদাতাদের ওপর থেকে বোঝা হ্রাস করতে, আরও ভালভাবে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে এবং মোট সংগতির আরও ফলপ্রসূ ব্যবহারের সুনিশ্চিতি দিতে সম্ভব করে তুলবে।

অর্থযোগানদারী সংস্থাগুলো যে ঋণ মঞ্জুর করে সেগুলোকে ইকুইটিতে পরিণত করা আমরা বন্ধ করব। করদাতাদের অর্থকে বেসরকারী শিল্পে প্রবেশের, বিশেষ করে পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশের পথ হিসাবে ব্যবহারের জন্য সরকার যে নীতি অবলম্বন করে আছেন আমরা তা বন্ধ করে দেব।

আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা

স্বল্প উৎপাদন, বেকারি ও জীবন-ধারণের নিম্ন মান, এগুলোই হল পশ্চাদ্‌পদ এলাকাগুলোর বৈশিষ্ট্য। মূল প্রশ্ন হচ্ছে এইসব পশ্চাদ্‌পদ অঞ্চলগুলোর আর্থনীতিক আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলা। এর জন্য আমরা এইসব অঞ্চলে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় আভ্যন্তরিক কাঠামো ও কারিগরী দক্ষতা প্রদানের জন্য শিক্ষায়তন গড়ে তুলব। এইসব এলাকায় কাজ শুরু করতে আগ্রহী শিল্পকে কর-ভাতা ও কর হ্রাস প্রভৃতি আর্থিক প্রেরণা আমরা দেবো।

শ্রমিকদের প্রতি সুবিচার

গত কয়েক বছরে সরকারী ও বেসরকারী, উভয় ক্ষেত্রেই, অসম্ভব শ্রমিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন কোন শিল্পে শ্রমিকরা রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্য-সাধনের যন্ত্র হিসাবে পরিণত হয়েছে। দেশে যখন ইস্পাতের অভাব প্রকট এবং কাঁচামালের অভাবে কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন হ্রাস করে দিতে হয়েছে তখন দুর্গাপুর ও রাউরকেলা স্টীল মিল দীর্ঘস্থায়ী শ্রমিক বিশৃঙ্খলায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। দুর্গাপুর স্টীল মিলে প্রতি মাসে এক কোটি টাকার মত ক্ষতি হতে থাকে। এইচ এম টি এবং হেভি ইলেকট্রিক্যালস, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং ও ইনসিওরেন্স, গভর্নমেন্ট এয়ারলাইনস, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং কয়েকটি বেসরকারী ক্ষেত্র অনুরূপ বিশৃঙ্খলায় দূষিত হয়ে ওঠে।

মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের মধ্যে একটা দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করতে আমরা কৃত-সংকল্প। আমরা কামনা করি সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন, যে ট্রেড ইউনিয়নকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্য লইয়া কর্মরত, তাদের সংখ্যালঘু অংশের দায়িত্ব-হীন কবল থেকে রক্ষা করা হবে। আমাদের লক্ষ্য এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যার মধ্যে সুস্থ ট্রেড ইউনিয়নের ন্যায়সঙ্গত দাবী পরিচালকমণ্ডলী মিটিয়ে দেবেন প্রয়োজনবোধে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এবং ধর্মঘট হবে শেষ অস্ত্র। ইউনিয়নগুলোর শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা উৎপাদনের সঙ্গে মজুরীর সম্পর্ক স্থাপনের কামনা করি। নতুন বিধিবিধান দিয়ে আমরা ইউনিয়ন ও নিয়োগকর্তাদের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠা করব। এই ব্যবস্থা সম্পাদিত চুক্তিকে ইউনিয়ন ও কর্মচারী উভয়ের ওপর বাধ্যতামূলক করবে।

আরও ভালো চাকরির জন্য ট্রেনিং

আমরা বৃত্তিশিক্ষামূলক ইনস্টিটিউট স্থাপন করব। এখানে যে-কোন শ্রমিক কয়েক মাসের মধ্যে নতুন বৃত্তিতে জ্ঞান অর্জন করবে। সে যে কাজে নিযুক্ত আছে তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথকও এই বৃত্তি হতে পারে। শ্রমিকদের সাধারণ কারিগরী মান উন্নত করার জন্য আমরা শিল্পে নিযুক্ত নারী ও পুরুষের জন্য ব্যাপক পুনঃ ট্রেনিং কর্মসূচী অবলম্বন করব।

শিল্পের পরিচালনা এখন একটি বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে। আমাদের লক্ষ্য এক-দিকে ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটগুলোকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করা, অন্যদিকে, বড় বড় শিল্পে বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থা স্থাপিত করা।

অধিকতর সুস্থিত মূল্য

তীব্র দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও জীবন-ধারণের প্রচণ্ড ব্যয় জনসাধারণের বৃহৎ অংশের, বিশেষ করে দরিদ্রদের অসীম দুর্দশা ডেকে এনেছে। এদিকে আবার সরকার করের মাধ্যমে জনসাধারণের আয়ের ক্রমবর্ধমান অংশ কেটে নিচ্ছেন। এই দুয়ে মিলে জনসাধারণের কাছে সর্বনাশা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির মৌলিক ভারসাম্যহীনতার লক্ষণ। সামাজিক অবিচারেরও এটি একটি বড় কারণ। কারণ, এই মুদ্রাস্ফীতি সমাজের দরিদ্রতর অংশকে ও দুর্বল অংশকে প্রবল আঘাত হানে।

মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ, অনুৎ-পাদক সরকারী ব্যয়, অর্থ সরবরাহে বৃদ্ধি, উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে মজুরি বৃদ্ধি, সবরকম জিনিসের ওপর প্রচণ্ড পরোক্ষ কর এবং কাঁচা মালের অভাব। ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণশীল চাহিদা মেটাবার জন্য বর্তমান সরকার কখনও উৎপাদনের পরিকল্পনা করেন নি।

সরকারী ব্যয় হ্রাস, কর হ্রাস, শিল্পে উত্তেজনা দূরীকরণ ও উৎপাদনে উৎসাহ-দানের যে নীতি আমাদের রয়েছে তা মূল্য নিম্নমুখী রাখতে সাহায্য করবে। দ্রুত হারে আর্থনীতিক উন্নয়নের অর্থ হচ্ছে, জীবনধারণের মানের সত্যিকারের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে সুস্থিত মূল্যের সঙ্গে উচ্চতর মজুরির সাযুজ্য আমরা করতে পারবো।

বর্তমান মূল্যবৃদ্ধিপ্রবণতা আয়ত্তে আনাই আমাদের প্রধান কর্তব্য।

উত্তম শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সর্বস্তরে ভর্তির চাহিদা বিপুলভাবে বেড়ে গেছে। স্কুল, কলেজ, পলিটেকনিকগুলো ছাত্র-দের ভীড় সামলাতে পারছে না।

আমরা শিক্ষা-সুযোগ বিস্তারিত করে দেবো। শিক্ষা ছাত্রদের শুধু চাকরির দরজাই খুলে দেবে না, শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতির বুদ্ধিগত মানও উন্নত করবে। আমরা এমনভাবে পরিকল্পনা করবো যাতে এই শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই বয়ঃ-প্রাপ্ত শিশুর অন্তত ৩০% বিশ্ববিদ্যা-লয়ের শিক্ষা পায় এবং এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বিজ্ঞানী প্রভৃতি হতে পারে।

সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির জন্য ভারতের প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ কারিগরী ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক। নারী ও পুরুষের কারিগরী দক্ষতা অর্জনের এবং নতুন নতুন ও উৎকৃষ্টতর কাজের ট্রেনিং'এর ব্যাপক সুযোগ আমরা করে দেবো।

কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের অধীনে কয়েকটি রিসার্চ লেবরেটরি রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোরও গবেষণা বিভাগ রয়েছে। এই লেবরেটরিগুলোর অল্প কয়েকটিতে ছাড়া সবগুলোতেই যে গবেষণার কাজ হয় তা নিতান্তই গতানুগতিক এবং কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যহীন। গবেষণার যে সুযোগ পাওয়া যায় তাও খুব উচ্চ মানের নয়। আর যা-ও পাওয়া যায় তার সদ্ব্যবহার হয় না।

আমরা বিশ্বাস করি যে, গবেষণার প্রয়োজন আছে। কিন্তু গবেষণার জন্যই গবেষণা না করে বা বিদেশে যে সব পদ্ধতি এখন সুপরিজ্ঞাত সেগুলোর জন্য গবেষণা না করে আমরা ব্যবস্থা করবো দেশের পক্ষে আশু প্রয়োজনীয় প্রকল্পের। দ্রুত শিল্পায়নের জন্যই এটি আমাদের প্রয়োজন।

আইন

দেশের আইন-শৃঙ্খলার যে অবনতি ঘটছে তার জন্য বর্তমান সরকারই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। দেশের বহু অংশে জীবন অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে, যে কোন মুহূর্তে হিংসাত্মক কার্য সংঘটিত হয়ে যাচ্ছে, স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল-যানবাহন অহেতুক আক্রান্ত হচ্ছে। দেশ দ্রুত বিশৃঙ্খলার দিকে ও গেরিলা অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এই জটিল পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত সরকারই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। নকশালী গণ্ডগোল শুরুতেই যখন দমন করা যেতো তখন সরকার একে সামাজিক-আর্থনীতিক হতাশাজনিত বলে উদাসিক-ভাবে উপেক্ষা করে যান। নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর ওপর নির্ভরশীল হওয়ার ফলে এই সংখ্যালঘু সরকার এই পরিস্থিতির পক্ষে জরুরীভাবে প্রয়োজনীয় আইন তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করলেন। এখন নকশালী বিশৃঙ্খলা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে এবং দেশকে হিংসাত্মক কার্যাবলীতে ডুবিয়ে ফেলতে চলেছে।

এই পরিস্থিতির সব চাইতে লক্ষণীয় দিক হচ্ছে, নকশালীরা জাতীয়তা বিরোধী এবং এই দেশের ওপর চীনের আধিপত্য স্থাপনের জন্যই সক্রিয়।

আমাদের গণতন্ত্রের কাছে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য আমরা সম্ভবপর সব ব্যবস্থাই অবলম্বন করবো। ভারতের স্বাধীনতার এই বিপদের সম্মুখীন হবার জন্য আমরা অত্যন্ত কঠোর আইন গ্রহণ করবো।

পুলিসবাহিনীকে আমরা শক্তিশালী করবো এবং তাদের মনোবল ফিরিয়ে আনবো।

সেই সঙ্গে আমরা নাগরিকদের, তাদের নীতি ও আদর্শের জন্য সমবেত হওয়া, মিছিল করা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের মূল অধিকার তুলে ধরবো। আমরা পরিষ্কার সীমারেখা টেনে দেবো, কোথায় বিক্ষোভ প্রদর্শন সমাজের আইনসংগত কাজকর্মের ওপর চড়াও হচ্ছে এবং তাকে সংযত করবো।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের বিচার বিভাগকে কলঙ্কিত করার আমরা তীব্র বিরোধী। বিচার বিভাগের কাছে সামাজিক উদ্দেশ্যের কোন মূল্য নেই, আইন যেমন আছে সেরকমভাবেই তার ব্যাখ্যা তাকে করতে হবে। পার্লা-মেন্টের কাজ হচ্ছে আইনের মধ্যে সামাজিক উদ্দেশ্য আরোপিত করা। সংবিধান ও আইন সর্বোচ্চে। পার্লামেন্ট আইন তৈরী করে এবং বিচার বিভাগ তার ব্যাখ্যা করে।

আমরা বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রতা এবং দেশে আইন রক্ষায় তাদের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা বিপুলভাবে সমর্থন করি। আমরা বিশ্বাস করি, স্বাধীন ও ভয়লেশহীন বিচার বিভাগ আমাদের গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি।

ভারত ও বিশ্ব বিষয়াবলী

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের দরবারে ভারতের মর্যাদা লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। তিনটি কারণ বিশ্বের দরবারে ভারতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে: প্রথমত, আর্থনীতিক জীবনীশক্তির অভাব স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরেও ভারত তার অর্থনীতিকে সুস্থির করতে পারে নি, বিশ্বের অন্যতম দরিদ্রতম দেশ হয়ে রয়েছে; অন্য দেশ থেকে, এমন কি ছোট ছোট দেশগুলো থেকেও সাহায্য ভিক্ষা করছে।

কোন দেশের সামরিক শক্তি নির্ভর করে বহুলাংশে আর্থনীতিক শক্তির ওপর। যে কোন জাতির মর্যাদা নির্ভর করে বহুলাংশে তার সামরিক ও আর্থনীতিক শক্তির ওপর। ভারতের সামরিক শক্তির দুর্বলতা বিশ্বের কাছে প্রকট হয়ে ওঠে যখন ১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করলো। চীনারা যদিও সরে গিয়েছে তবু অনবরত দৌরাত্ম্য ও বিরূপ প্রচারণা দেশের ও তার নেতৃত্বের মর্যাদা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ করেছে।

ভারত তার নিরপেক্ষ নীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি থেকে অনেকখানি সরে এসেছে। দুটি প্রধান শক্তি ও তাদের ব্লকের দিকে না ঘেঁষার ঘোষিত নীতি থাকলেও ভারতের সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সোভিয়েত ব্লকের দিকে ঝুঁকে পড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও কাম্বো-ডিয়ায় মার্কিনীদের উপস্থিতিই হোক, কিংবা চেকোস্লোভাকিয়ার ওপর বিতর্কই হোক, কিংবা রাষ্ট্রসংঘের নির্বাচনই হোক, ভারত-সরকার সব সময় সোভিয়েত লাইনই অনুসরণ করে এসেছে।

আমরা ভারতের সক্রিয় নিরপেক্ষতার সঠিক রূপ পুনঃ স্থাপন করবো। আমরা জাতীয় সা র্ব ভৌ মি ক তা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, ঔপনিবেশিকতাবাদ থেকে মুক্তি ও শোষণ থেকে মুক্তির মূল্য তুলে ধরবো এবং সমস্ত জাতির বন্ধু হয়ে থাকবো। কিন্তু আমরা আমাদের পররাষ্ট্রনীতির রূপ দেবো আমাদের জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই। প্রতিবেশী দেশ-গুলোর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা আমরা করবো। বিশেষ করে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখবো। এদের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্য ও যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় উপনীত হবো।

আমাদের পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবের ওপর ভিত্তিশীল হবে, কোন একটি ব্লককে সমর্থন করার জন্য সুকৌশলী হাবভাব অবলম্বন করে নয়। গণতন্ত্রী দেশ বলে আমাদের অন্যান্য গণতন্ত্রী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখবো এবং অন্যান্য পরাধীন-জাতিকে তাদের স্বাধীনতা লাভ ও গণতান্ত্রিক সংস্থা গড়ে তোলার জন্য সাহায্য করবো। আমরা কমনওয়েলথ যোগসূত্রের মূল্য দিই এবং কমনওয়েলথের সদস্য থাকবো।

আমাদের দেশের সুবিস্তীর্ণ সীমান্ত রক্ষার জন্য আণবিক অস্ত্রসহ নতুন অস্ত্র উৎপাদন করবো।

আমাদের বর্ণিত নীতির ফলে দেশ যখন সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে তখন ভারত বিশ্বের শান্তি ও প্রগতির জন্য রাষ্ট্রসংঘে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

ব্রডকাস্টিং

কংগ্রেস পার্টি অল ইণ্ডিয়া রেডিওকে তাদের প্রচারের যন্ত্র ও বিরোধী দলগুলোকে সরাসরি আক্রমণের যন্ত্র হিসাবে পরিণত করেছে। আমরা রেডিও ও টেলিভিশন, প্রত্যেকটির জন্য একটি স্বয়ংশাসিত করপোরেশন গঠন করবো, তা হলেই এগুলো গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম

অবশিষ্টাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় দেখুন

বিজ্ঞাপন

বাসে আগুন, কর্মী অগ্নিদগ্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাপানিজ প্রোটোটাইপ কারখানার কর্মীরা তাঁদের কোমপানির একটি বাসে অফিস যাচ্ছিলেন। পুলিশের অভিযোগ, ওই সময় মাকড়দহ রোডে জনা দশেক যুবক হঠাৎ বাসটির গতিরোধ করে। বোমা ছোড়ে। বাস দাঁড়িয়ে যেতেই যাত্রীদের নেমে যেতে বলে করেকজন মহিলা সমেত বাসে চল্লিশজন যাত্রী ছিলেন। সবাই হুড়োহুড়ি করে নামতে থাকেন। তারাহুড়োর মধ্যে ভিতরে যে একজন রয়ে গিয়েছেন তা তাঁরা দেখতে পান নি। এর মধ্যে আক্রমণকারী দলটি পেটরোল ছিটিয়ে এবং পেটরোল বোমা মেরে বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বাস দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। যে সব কর্মী বাস থেকে নেমেছিলেন তাঁরা পালিয়ে যান। কিছুক্ষণ পরে দমকল এসে বাসের আগুন যখন নেবায় তখন তা প্রায় ভস্মীভূত। দগ্ধ বাস থেকে তারা ওই দগ্ধ মৃতদেহটি বের করেন।

কলেজের বারান্দায় যুবকের মৃতদেহ

বৃহস্পতিবার বেলা দশটা চল্লিশে সুর্য সেনস্ট্রিট সিটি কলেজের তিনতলার বারান্দায় এক যুবককে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর শরীরে একাধিক বুলেটের ক্ষত ছিল।

তার কিছু আগেই সিটি কলেজের (উমেশচন্দ্র কলেজ) সকালের ক্লাসে ছুটি হয়েছে। পুলিশ দেখতে পায় সেখানে একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। পুলিশ গিয়ে দেখে সিটি কলেজ বিলডিং-এর তিনতলার বারান্দায় ২২।২৩ বছরের এক যুবকের রক্তাপ্লুত মৃতদেহ পড়ে আছে। পরনে ভাল প্যাণ্ট সার্ট। পাশে কয়েকটি কারতুজও পুলিশ পায়।

বিকাল পর্যন্ত এই খুনের কোন কিনারা হয় নি। নিহত যুবকের নাম পাওয়া যায় নি।

এই ঘটনার দরুন সিটি কলেজ কমারস্ ও বিজনেস এবং উমেশচন্দ্র কলেজ আজ শুক্রবার ও আগামী শনিবার বন্ধ রাখা হয়েছে।

দক্ষিণ কলিকাতায় দুইটি কলেজ বন্ধ

এদিন দক্ষিণ কলকাতার সিটি কলেজ দুপুরে (হেরম্বচন্দ্র কলেজ) ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের স্টাফ রুম, অফিস, ও ছাত্র ইউনিয়ন অফিসে আগুন লাগানো হয়। এর দরুন কলেজের বেশ ক্ষতি হয়। হেরম্বচন্দ্র কলেজও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ শুক্রবার এবং শনিবার বন্ধ থাকবে।

উত্তরপাড়ায় খুন

বুধবার রাত্রে উত্তরপাড়া থানার মাখলায় শ্রীঅভিমন্যু সেনগুপ্ত নামে জনৈক স্থানীয় নকশালপন্থী কর্মী খুন হন। পুলিশী সূত্রে বলা হয় নিহত শ্রীসেনগুপ্ত যখন বাড়ি ফিরছিলেন, তখন ৪।৫ জন লোক তাঁকে ছুরিকাঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়। আক্রমণকারীরা সি পি এম সমর্থক বলে পুলিশের সন্দেহ। ওই ঘটনায় এ পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

মগরা থানার জি টি রোডের ওপর বুধবার রাত্রে শ্রীবসন্তকুমার ঘোষ নামে এক ব্যক্তিকে টাঙ্গি দিয়ে একদল লোক আঘাত করে। তাঁর আঘাত গুরুতর।

পুলিশ সূত্রে অভিযোগ পাওয়া যায়, ধনিয়াখালিতে মঙ্গলবার রাত্রে শ্রীপাঁচকরি মল্লিক নামে এক ব্যক্তিকে সি পি এম সমর্থক একদল লোক আক্রমণ করে। তাঁর ছেলে শ্রীবাসুদেব মল্লিক বাবাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলে তাকে ছুরিকাঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় শ্রীবাসুদেব মল্লিককে ধনিয়াখালি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।

পরিত্যক্ত গাড়ি থেকে বোমা ও বোমার মশলা উদ্ধার

কলকাতায় মুচিপাড়া পুলিশ বৃহস্পতিবার একটি পরিত্যক্ত কালো অ্যামবাসেডার গাড়ির ভিতর থেকে ৩৫টি তাজা বোমা, বোমার মশলা এবং একটি রক্তাক্ত তরোয়াল আটক করে।

এদিন সকাল থেকেই মুচিপাড়া থানার সামনে ওই গাড়িটি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশের এক মুখপাত্র বলেন, বেলা বাড়লেও গাড়িটির কোন দাবিদার আসে না। এক ব্যক্তি গাড়ির জানালা খুলে উঁকি দিয়ে জিনিসগুলি দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ গাড়িটি আটক করে।

পুলিশের সন্দেহ এই গাড়ির নমবর প্লেটটি ভূয়া।

২৪ পরগণায়

বুধবার রাত্রে পুলিশ তিলজলা এবং গরফার কয়েক জায়গায় হানা দিয়ে আটটি পেটরোল বোমা উদ্ধার করে। তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়।

সিটি কলেজে হামলা

বৃহস্পতিবার গোলপারকের কাছে সিটি কলেজে হামলা হয়। কাগজপত্র এবং আসবারপত্রে আগুন লাগে বোমা ফাটে।

দমকলের তিনটি ইনজিন গিয়ে আধঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিভিয়ে ফেলে।

মুচিপাড়া এলাকায় যুবক ছুরিকাহত

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ মুচিপাড়া থানা এলাকায় গোমেশ লেনে শ্রীবাবলু বসু (২৭) নামে এক যুবক ছুরিকাহত হয়েছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে নীলরতন সরকার হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

বরানগরে বোমাবাজি

এদিন সকালে বরানগরের নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দিরের সামনে সি পি এম ও নকশাল সমর্থকদের মধ্যে জোর সংঘর্ষ শুরু হয়। ঘন ঘন বোমা ফাটে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, বাস অন্য পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ এসে পড়লে গণ্ডগোল থামে। কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে স্কুলের সামনে সি আর পি পিকেট বসানো হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

এক ব্যক্তি ছুরিকাহত

এদিন সকালে বেলগাছিয়ার জে কে মিত্র রোডে শ্রীকালীপদ বসু (৫৫) ছুরিকাহত হন। তাকে আর জি কর হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। শ্রীবসুর কোন রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়া যায় নি। কেউ গ্রেফতারও হয়নি।

শিয়ালদহে হঠাৎ ট্রেন বন্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অস্বীকার করায় সকাল থেকে শিয়ালদহ বিভাগের সব শাখার ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।' এই ঘটনা রাণাঘাটে বুধবার একজন পয়েনটসম্যান প্রহৃত হওয়ার জের। সকাল পৌনে নটায় ট্রেন চালক গাড়িতে উঠলে তাকে নাকি কয়েকজন ভয় দেখায় এবং রেল না চালাতে বলে। এরপর তাঁরা ট্রেন চালাতে চাননি।

ফলে সব স্টেশনেই ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকে। এদিকে যাত্রীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করে ক্লান্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে দেখি প্রায় ছ হাজার যাত্রী আটক। তাদের অনেকে বুধবার রাত থেকে অপেক্ষা করে আছেন। কারণ সেদিনই দশটি ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়। যাত্রীরা বিক্ষুব্ধ। কিন্তু শিয়ালদহে তখনও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলে রেল পুলিশ জানালেন।

রেল চালানোর জন্য পুলিশ পাহারা দিতেও রেল পুলিশ রাজি। এদিকে ট্রেন ধরতে না পেরে বহু যাত্রী বাসের আশায় পথে নামেন। কিন্তু শহরতলির বাসেও পা রাখার জায়গা নেই।

বিক্ষুব্ধ যাত্রীদের অনেকে অভিযোগ করলেন এভাবে প্রায়ই রেলের গোলমালে তাঁদের যে হয়রানি হচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে উদাসীন। দুপুর দুটায় পুলিশ পাহারায় ট্রেন চলতে শুরু করে। আবার বিকালে নৈহাটিতে কর্মীদের বিক্ষোভে নৈহাটি পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

নৈহাটিতে

দুপুরে নৈহাটিতে রেল কর্মীদের একটি মিছিলের সংগে তিনজন রেল রক্ষীর কলহের পর সেখানে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। রেল রক্ষী রেল কর্মীদের মিছিলের দিকে রাইফেল উঁচিয়ে ধরার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দেয়।

রেল কর্মীরা অভিযোগ করেন, রাণাঘাটে তাঁদের একজন কর্মী প্রহৃত হলেন অথচ রেলের পদস্থ অফিসাররা কেন এলেন না? কেন তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা হচ্ছে না?

আমাদের উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা জানান, এদিন দুপুরের দিকে রেল কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের এক বৈঠকের পর বেলা দুটো থেকে আবার ট্রেন চলাচল শুরু করে। একটি ট্রেন চাঁদপাড়া থেকে শিয়ালদহ এসে পৌঁছয়। ওই সময় দুটি আপ ট্রেন নৈহাটি ও চাঁদপাড়া পর্যন্ত শিয়ালদহ ছেড়ে যায়। এছাড়া শিয়ালদহ-পাঠানকোট ও দারজিলিং মেল ছাড়ে। বেলা ৪টা থেকে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা, মেন ও বনগাঁ শাখায় ট্রেন চলতে শুরু করে। সব রেলেই পুলিশ পাহারা দেওয়া হয়।

ওদিকে বনগা বিভাগেও অবস্থার উন্নতি হয়নি। চাঁদপাড়া এবং মেন লাইনের জকখালির কাছে নূতন স্টেশনের দাবিতে যে লাইন অবরোধ চলছে তা এদিনও অব্যাহত।

সন্ধ্যা থেকে রাণাঘাট বিভাগে ট্রেন বন্ধ

সন্ধ্যা ৬টা থেকে আবার শিয়ালদহ-রাণাঘাট বিভাগে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এদিন ওই বিভাগে আর ট্রেন চলেনি।

রাত্রে পূর্ব রেলের এক মুখপাত্র বলেন, সমস্ত রেল কর্মীকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যে, বিনা নোটিশে কাজ বন্ধ করে দিলে বা এইভাবে যখন তখন কাজ করতে না চাইলে রেল কর্তৃপক্ষ 'অবৈধ ধর্মঘট' বলে ধরে নেবেন। তবে রেল কর্মীদের কাজে যোগ দেবার জন্যও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ট্রেন বন্ধে দুর্গতি

বহরমপুর থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন তিন দিন ধরে শিয়ালদহ-লালগোলা ট্রেন বন্ধ থাকার ফলে বহরমপুরে চিঠিপত্র আসতে পারছে না। ডাক বিভাগও বিকল্প কোন ব্যবস্থা না করায় স্থানীয় অঞ্চলে বাসিন্দাদের খুবই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

পয়েনসটম্যান সীতারাম ভাল আছেন

রেলের প্রেসনোটে জানানো হয় বুধবার রাণাঘাটে প্রহৃত সীতারাম হাসপাতালে আরোগ্যের পথে। তিনি ভাল আছেন।

শান্তিনিকেতনে আগুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গতকাল অপরাহ্ণ আড়াইটা নাগাদ একদল দুষ্কৃতিকারী শান্তিনিকেতনের ডাকঘরেও আগুন লাগায়। এখানেও কাগজপত্র, নগদ টাকা পুড়িয়ে দেয়।

পুলিশ জানায়, একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং সংলগ্ন সুরুল গ্রামে তল্লাসী চালিয়ে কারতুজ ও দুটি ছোরা পাওয়া গিয়েছে।

সিউড়ির রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে অগ্নিসংযোগ

সিউড়ি থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, প্রায় ৬০ জন যুবক গতকাল রাত্রে স্থানীয় রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে হানা দিয়ে স্কুলের কোলাপসিবল গেট ভেঙ্গে ফেলে। ল্যাবরেটরি ও অফিস তছনছ করে। পরে স্কুলে আগুন লাগিয়ে দেয়।

আর একটি খবরে প্রকাশ, গতকাল সন্ধ্যায় শ্রীঅমিতারঞ্জন মুখারজির বাড়ি লক্ষ্য করে একদল দুষ্কৃতিকারী বোমা ছোড়ে। কেউ হতাহত হয়নি।

সভা, সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখিত না হলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

হিরণকুমার বসু স্মারক বক্তৃতা—আজ ৪টায় ও আগামীকাল ৩টায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'রমেশভবনে' অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্যের বক্তৃতা। বিষয়—'বাংলা আত্মচারত সাহিত্য। **বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা পরিষদ**—বেলা ১১॥টা থেকে ১১ লরড সিংহ রোড, শ্রীশিক্ষায়তন হলে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আলোচনা শুরু। বক্তা—সর্বশ্রী মনোজ বসু, অরবিন্দ গুহ ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নির্বাচনী সভা

তারাসুন্দরী পারকে—৭টায় বাংলা কংগ্রেসের জনসভা। বক্তা—শ্রীঅজয় মুখারজি।

কাশীপুর দর্শনী মাঠে—৪টায় জনসংঘের জনসভা। প্রধান বক্তা—অধ্যাপক হরিপদ ভারতী।

আওয়ামী লীগের মত বাংলা কংগ্রেস বিজয়ী হবে

—অজয় মুখারজি

নিজস্ব সংবাদদাতা

পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবর রহমনের আওয়ামী লীগ যেমন বিজয়ের চূড়ান্ত শীর্ষে উঠেছে, পশ্চিমবঙ্গে বাংলা কংগ্রেসও তেমনি বিজয়ের চূড়ান্ত শীর্ষে উঠবে—বুধবার বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখারজি নদীয়ার চিত্রশালীতে এই আশা প্রকাশ করেন।

সি পি এম সম্পর্কে শ্রীমুখারজি বলেন, ওই দল যদি ক্ষমতায় যায় তাহলে তাদের প্রতিরোধ করার আর কেউ থাকবে না। কিন্তু বাংলা কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। মুসলিম লীগ সম্পর্কে তিনি বলেন, এই দল ভারত বিভাগের জন্য দায়ী। সুতরাং ভোট দেওয়ার আগে জনসাধারণ যেন সে সম্পর্কে একবার ভাবেন।

অশোকনগরে

বৃহস্পতিবার সকালে অশোকনগর কেন্দ্রের কল্যাণগড়ে এক জনসভায় বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখারজি বলেন, খুন আর রক্তের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য সি পি এম'কে পরাজিত করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, সি পি আইও হাঙ্গামার রাজনীতির বাইরে নয়। যেমন সাঁই বাড়ির ঘটনা ঘটেছে তেমনি ভোগলুখোলের ঘটনাও ঘটেছে। এই সভায় বারাসত লোকসভা কেন্দ্রে বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীদ্বিজেন চ্যাটারজি যেমন বক্তৃতা করেন তেমনি আবার অশোকনগর বিধানসভা কেন্দ্রে নব কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীকেশবচন্দ্র ভট্টাচার্যও বক্তৃতা করেন।

জিতেনবাবুর বাড়িতে

শ্রীমুখারজি কল্যাণগড়ে সভার আগে গত শুক্রবার নিহত পি এস পি নেতা জিতেন চক্রবর্তীর বাড়িতে যান। সেখানে কীভাবে বাড়ি চড়াও হয়ে তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করা হয় সেই কাহিনী তিনি শোনেন। এ ব্যাপারে যাতে দোষীদের ধরার ব্যবস্থা হয় সেজন্য তিনি চেষ্টা করবেন বলে জানান। এই সময় অজয়বাবুর সংগে ছিল এক বিরাট জনতা।

উপগ্রহ মারফৎ কথা বলার চেষ্টা সফল

বোমবাই, ১৮ ফেবরুয়ারি—কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ বিদেশের সংগে যোগাযোগ স্থাপনের কাজে ভারত সফল হয়েছে। আজ পুনার কাছে আরভি নামক স্থানের যোগাযোগ ঘাটির সংগে বৃটেনের গুনিনির যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই যোগাযোগ স্থাপিত হয় ভারত মহাসাগরের আকাশে প্রদক্ষিণরত কৃত্রিম উপগ্রহের মারফৎ।

সারভিস ইনডিয়ান ওভারসিজ কম্যুনিকেসন সারভিসের যোগাযোগ ঘাটি সাফল্যের সংগে গুনিনির কথাবার্তা হয়। ভারত বেলা ১-৩০ মিনিটের সময় বৃটেনকে ডাকে। বেলা ১-৪৫ মিনিট থেকে উভয় ঘাটির মধ্যে কথাবার্তা হয়।

কেরলে সরকারী কর্মী ধর্মঘট সমর্থনে

কলকাতায় রাজ্য কর্মচারীদের বিক্ষোভ, মিছিল

স্টাফ রিপোরটার

কেরল রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে বৃহস্পতিবার কো-অরডিনেশন কমিটির উদ্যোগে এখানকার রাজ্য সরকারী কর্মীরা রাজভবনের কাছে বিক্ষোভ জানান। বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপিও রাজ্যপালের কাছে পেশ করা হয় এবং স্মারকলিপিটি কেরল সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ রাখা হয়। এদিন সারা রাজ্যে অনুরূপ বিক্ষোভ দেখানো হয় বলে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ জানান।

এদিন অফিস ছুটির পর রাজ্য সরকারী কর্মীরা পতাকা-ফেসটুনসহ বিক্ষোভ ধ্বনি দিতে দিতে রাজভবন অভিমুখে অগ্রসর হলে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকায় পুলিশ এসপ্লানেড ইসট-এ মিছিলটির গতিরোধ করে। অতঃপর তাঁদের একটি প্রতিনিধি দল রাজভবনে গিয়ে স্মারকলিপিটি পেশ করেন। মিছিলটি এর পর স্থানত্যাগ করে।

এদিন পঃ বঃ রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের যুক্ত কমিটির আহ্বায়ক শ্রীদিলীপ সেন এক বিবৃতিতে অবিলম্বে কেরলের ধৃত কর্মীদের মুক্তি ও বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কর্মচারী প্রতিনিধিদের সংগে পুনরালোচনার দাবি জানান।

আজ মধ্যশিক্ষা পর্ষদে কর্মীদের কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিনিধি

আজ শুক্রবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্মীরা সারাদিন কর্মবিরতি পালন করবেন, শনিবার মিছিল বের হবে।

বৃহস্পতিবার কর্মচারী সমিতির সম্পাদক শ্রীঅনিল রায় এক বিবৃতিতে ওই কথা জানান। তাঁদের দাবিঃ উন্নত বেতন হার; গ্র্যাচুয়িটি, পেনসন; অবসরকালীন বয়স সংশোধন ইত্যাদি। তিনি আরও জানান, পর্ষৎ কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত বেতন হারকে কর্মচারী সমিতি 'প্রয়োজনভিত্তিক" বলে মনে করে না।

সভাপতির বক্তব্য

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি শ্রীভূপেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এদিন এক বিবৃতিতে বলেন, কর্মীদের কর্মবিরতির ফলে পর্ষদ অফিসে স্বাভাবিক কাজ হচ্ছে না। এজন্য তিনি দুঃখপ্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, তবে মীমাংসার জন্য সরকারের সংগে আলোচনা চলছে।

আজ রাত্রে ঠাণ্ডা কমবে

স্টাফ রিপোরটার

আজ শুক্রবার আকাশ প্রধানত পরিষ্কার থাকবে। রাতে তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে।

বৃহস্পতিবার কলকাতা ও আশপাশ অঞ্চলে তাপমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ ৩৫·৫ ডিঃ সেঃ বা ৮৬·৯ ডিঃ ফাঃ। সর্বনিম্ন ১৬·৬ ডিঃ সেঃ বা ৬১·৮৮ ডিঃ ফাঃ। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বাধিক শতকরা ৮৪ ভাগ সর্বনিম্ন ৩৯ ভাগ। বৃষ্টি হয়নি।

অন্ধ্র প্রদেশ ওয়েল ফেয়ার ফাণ্ড

গত ১৫-২-১৯৭১ তারিখ সকাল ৯টায় হায়দরাবাদের পাবলিক গার্ডেনসস্থিত সার, বাগে মেডিক্যাল অ্যাণ্ড হেলথ দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীমহম্মদ ইব্রাহিম আলি আনসারীর এবং জনসাধারণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ১৪শ র‍্যাফল

খেলার ফলাফল

প্রথম পুরস্কার : ২,৫০,০০০, টাকা (সকল সিরিজ মিলাইয়া)	AB 309082
২টি দ্বিতীয় পুরস্কার, প্রতিটি ২৫,০০০, টাকা	AB 585442 AC 122160
২টি তৃতীয় পুরস্কার, প্রতিটি ৫,০০০, টাকা	AB 813325 AC 843134
৪০টি চতুর্থ পুরস্কার, প্রতিটি ৫০০, টাকা	AB সিরিজ যে সকল টিকিটের নম্বরের শেষ অংশ 13750, 88948, 85103, and 73923. AC সিরিজ যে সকল টিকিটের নম্বরের শেষ অংশ 99192, 20106, 12297 and 59055.
১০০০টি পঞ্চম পুরস্কার, প্রতিটি ১০০, টাকা	AB সিরিজ যে সকল টিকিটের নম্বরের শেষ অংশ 3316, 6024, 4654, 8673 and 4353. AC সিরিজ যে সকল টিকিটের নম্বরের শেষ অংশ 1856, 3413, 1755, 9645 and 3514

খেলার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে স্ট্যাম্পযুক্ত রসিদ সহ পুরস্কারবিজয়ী টিকিট পাঠাইয়া পুরস্কারের দাবি জানাইতে হইবে।

এক মাস পর দাবি জানাইলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। পুরস্কারবিজয়িগণ পুরস্কারের টাকার দাবি জানাইয়া তাঁহাদের পুরস্কারবিজয়ী টিকিট কোন শিডিউল্ড ব্যাঙ্কের মারফৎ নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন :

অনাঃ সেক্রেটারি,
এ. পি. ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড,
এইচ. নং বি—৫—৮—৫১, 'লক্ষ্মীভবন,'
ফতে সুলতান লেন, নামপল্লী,
হায়দরাবাদ—১ (অঃ প্রঃ)।

কোনরূপ ভুল মুদ্রণের জন্য অন্ধ্র প্রদেশ ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড দায়ী হইবেন না সরকারী তালিকাই শুধু বৈধ ও বাধ্যতামূলক।

ঠাকুর ভি. হরিপ্রসাদ
অনারারি সেক্রেটারি

পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ

১৮-২-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

একটি প্রথম পুরস্কার ৫,০০০, টাকা টিকিট নং F-366005

প্রত্যেকটি ৫০ টাকার কুড়িটি পুরস্কার

1. B-407877	2. D-332269	3. B-306302	4. C-400799
5. D-433267	6. E-223379	7. A-245030	8. D-171892
9. B-366363	10. B-222952	11. D-130940	12. B-198464
13. F-216622	14. C-317380	15. E-474657	16. C-448247
17. F-048740	18. F-072471	19. A-389590	20. F-395093

আজই আপনার টিকিট কিনুন। যে টিকিট আপনি কিনবেন তাহাতে দৈনিক খেলায় পুরস্কার এবং ৭-৩-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রধান খেলায় ১১,০০,০০০, টাকার প্রথম পুরস্কার এবং ৩,০০,০০০, টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার এবং শত শত অন্যান্য পুরস্কার পাইতে পারেন।

দ্রষ্টব্য : নম্বরের কোনরূপ মুদ্রণ প্রমাদের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।

ডিরেক্টর অব্ পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ : চণ্ডীগড়

ট্রেড মার্ক নোটিস

বি. সি.

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, আমাদের মক্কেল মেসার্স পাঁচকড়ি চ্যাটার্জি (বি সি প্রডাক্টস নামেও পরিচিত) ৪৭, খেংরাপট্টি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ দীর্ঘকাল যাবৎ নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার এবং ১৯৫৮ সালের ট্রেড অ্যাণ্ড মার্চেনডাইস মার্কস আইন অনুসারে রেজিস্ট্রেশনের বলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জন্য ফেস পাউডারের উপরে প্রদর্শিত ট্রেড মার্কের স্বত্বাধিকারী। কোন ব্যক্তি উক্ত দ্রব্যের বা অনুরূপ দ্রব্যের জন্য উপরোক্ত ট্রেড মার্ক ব্যবহার করিলে বা উপরোক্ত ট্রেড মার্কের অবিকল নকল করিলে তিনি আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবেন।

ট্রেড মার্ক রেজিস্ট্রেশন ব্যুরো, পেটেণ্ট অ্যাণ্ড ট্রেড মার্ক এটর্নীজ
১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

(সি ৭৪১৪)

ভারত সরকার

মিনিস্ট্রী অব শীপিং অ্যাণ্ড ট্রান্সপোর্ট

ডেপুটি চীফ এঞ্জিনীয়ারের (এল/এ) অফিস, আন্দামান হারবার ওয়ার্কস, পোঃ অঃ চাথাম, পোর্টব্লেয়ার

আন্দামান হারবার ওয়ার্কসে নিম্নলিখিত অস্থায়ী পদগুলির জন্য ভারতীয় নাগরিকদের নিকট হইতে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়স (জন্ম তারিখ) ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ উল্লেখে সাধারণ কাগজে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

১। **ইন্সপেক্টর অব ওয়ার্কস :** বেতন : ৩৩৫,-১৫,-৪২৫, টাকা। বয়স : ৩৫ বৎসর। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা : সিভিল/মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিংয়ে গ্র্যাজুয়েট বা সমতুল, তৎসহ ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা সিভিল/মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা, তৎসহ ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা ম্যাট্রিকুলেশন বা সমতুল, তৎসহ কোন বিখ্যাত মেরিন ওয়ার্কশপে বা ভারতীয় নৌবাহিনীতে এঞ্জিনীয়ারিং ফিটার হিসাবে ৪ বৎসরের ট্রেনিং এবং ট্রেনিং লাভের পর সুপারভাইজরী ক্যাপাসিটিতে মেরিন ওয়ার্কশপ আণ্ডারটেকিংয়ে, হাই স্পীড ডিজেল এঞ্জিন/পেট্রোল এঞ্জিন এবং স্মল ক্র্যাফটসের মেশিনারী মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ এবং রিফিটিংয়ে অথবা সমুদ্রগামী জাহাজে এঞ্জিনীয়ারিং ফিটার হিসাবে ৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

২। **এঞ্জিনীয়ারিং অ্যাসিস্ট্যাণ্ট :** বেতন : ২৫০,-১০-২৯০,-১৫,-৩৮০, টাকা। বয়স : ৩০ বৎসর। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা : দুই বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ সিভিল/মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিংয়ে গ্র্যাজুয়েট বা সমতুল অথবা ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা (আর সি সি মেরিন স্ট্রাকচারে বাঞ্ছনীয়) সহ সিভিল/মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা।

৩। **সুপারভাইজার :** বেতন : ১৮০,-১০,-২৯০,-যোঃ বাঃ-১৫,-৩৮০, টাকা। বয়স : ২৫ বৎসর। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা : সিভিল/মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিংয়ে গ্র্যাজুয়েট বা সমতুল অথবা সিভিল/মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিংয়ে (যে ক্ষেত্রে যেরূপ) ডিপ্লোমা, তৎসহ ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট/এঞ্জিনীয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা হোল্ডার, তৎসহ সয়েল ড্রিলিংয়ে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা ম্যাট্রিকুলেট, তৎসহ সয়েল বোরিং ওয়ার্কসে ড্রিলিং অপারেটর হিসাবে ১০ বৎসরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা।

৪। **সিনিয়ার ড্রাফটসম্যান :** বেতন : ৩৩৫,-১৫,-৪২৫, টাকা। বয়স : ২৮ বৎসর। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা : সিভিল এঞ্জিনীয়ারিংয়ে গ্র্যাজুয়েট অথবা সিভিল এঞ্জিনীয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা, তৎসহ ডিগ্রী হোল্ডারদের ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের এবং ডিপ্লোমা হোল্ডারদের ক্ষেত্রে ৫ বৎসরের পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং সার্টিফিকেট হোল্ডারদের ক্ষেত্রে ড্রইং অফিসে ৮ বৎসরের অধিক কালের অভিজ্ঞতা।

৫। **জুনিয়ার ড্রাফটসম্যান :** বেতন : ২০৫,-৭,-২৪০,-যোঃ বাঃ-৮,-২৮০, টাকা। বয়স : ২৫ বৎসর। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা : সিভিল এঞ্জিনীয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা বা সমতুল যোগ্যতা, তৎসহ ড্রইং অফিসে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

৬। **অপারেটর-কাম-মেকানিক** (ওয়ার্কচার্জড এস্টাব্লিশমেণ্টে) : বেতন : ২৫০,-১০,-২৯০,-১৫,-৩৮০, টাকা। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা : ৮ম শ্রেণীর মান ও তদূর্ধ্ব মান উত্তীর্ণ, তৎসহ পোর্টাল ক্রেন, কোলস ক্রেন, টাওয়ার ক্রেন, শোভেল-কাম-ক্রেন, বুলডজার ইত্যাদি চালনায় ও রক্ষণাবেক্ষণে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা।

উপরোক্ত বেতন ছাড়া নির্বাচিত প্রার্থী নিম্নলিখিতগুলি পাওয়ার অধিকারী হইবেন :—

(ক) বেতনের ৭½% হারে কমপেনসেটরী এলাউয়েন্স, (খ) নিম্নে উল্লেখিতমত নিযুক্ত হওয়ার এলাকা অনুসারে স্পেশ্যাল এলাউয়েন্স :—(১) দক্ষিণ আন্দামানে নিযুক্ত হইলে বেতনের ২৫%। (২) মধ্য/উত্তর আন্দামানে নিযুক্ত হইলে বেতনের ৩০%। (৩) নিকোবর/লিটল আন্দামানে নিযুক্ত হইলে বেতনের ৩৫%। (গ) রুল অনুযায়ী প্রদেয় দুর্মূল্য বেতন/ভাতা। (ঘ) রুল অনুযায়ী প্রদেয় মধ্যবর্তীকালীন ত্রাণ।

সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকলসহ দরখাস্ত ২৭-২-১৯৭১ তারিখ মধ্যে এই অফিসে পৌঁছান চাই এবং মাদ্রাজ, ভাইজাগ, কলিকাতা, নয়াদিল্লী এবং বোম্বাইয়ে ইণ্টারভিউ হইবে।

ডি এ ভি পি—৬২১(৯৮)/৭০

সুসমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

হিসেবে তাদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে পারবে।

সামাজিক পরিসেবা

ভারতে সমাজসেবা প্রধানত স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান ও দাতব্য ট্রাস্টগুলোর দ্বারাই পরিচালিত হয়। অল্প কয়েকটি সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অসামরিক হাসপাতাল ছাড়া স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালের অনেকগুলো ব্যক্তিগত দানের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইসব দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কোন কোনটি অনাথআশ্রম, বৃদ্ধদের আশ্রম, বিধবাশ্রম ও বিনামূল্যে আহার্য কেন্দ্রও পরিচালিত করে। কিন্তু যেহেতু আর্থনীতিক অবস্থার অবনতি ঘটছে সেইহেতু এই সব দান কমে আসছে।

অসংখ্য বেকার, অসুস্থ, বৃদ্ধ ও অক্ষমদের জন্য ও বিধবাদের জন্য অনেক কিছু করার আছে। টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে বলে পেনসেনভোগীদের আয় অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ হয়ে গেছে।

জনসাধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন যদি মিটানো যায় তবে আমরা বৃদ্ধ, অক্ষম বিধবা, অসুস্থ ও বেকারদের সামাজিক নিরাপত্তার একটি কর্মসূচী গ্রহণ করবো।

নির্দিষ্ট কয়েক বছর পর পর আমরা পেনশনের টাকার ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পর্যালোচনা করবো।

সংখ্যালঘু

বিভিন্ন ধর্মীয় মতাবলম্বী সমস্ত লোকের সমান নিরাপত্তা ও সুযোগের ব্যবস্থা আমরা করবো। সমস্ত সম্প্রদায় ও ভাষাভাষীদের প্রতি সমান আচরণ করে এবং জাতি, ধর্ম ও ভাষার ওপর জোর না দিয়ে আর্থনীতিক কল্যাণের জন্য প্রতিযোগিতামূলক প্রচেষ্টার ওপর জোর দিয়ে আমরা সাম্প্রদায়িক ও আন্তঃ-রাজ্য বিদ্বেষ লাঘব করবো।

পরিবেশ

ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ফলে আবহাওয়া ও পরিবেশ দূষিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। ইতোমধ্যেই শত শত শহর-গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদনদীতে ক্ষতিকর রসায়ন দ্রব্যাদি ফ্যাক্টরি থেকে নিষ্কাশিত করে দেওয়া হচ্ছে। পরিবেশ এইভাবে দূষিত করা বন্ধ করার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় আইন কার্যকর করবো।

ক্ষমতার বিন্যাস

শক্তিশালী কেন্দ্রই দেশের শাসনক্ষমতার পীঠস্থান বলে আমরা বিশ্বাস করি।

এর সংগে সঙ্গতি রেখেই আমরা বিশ্বাস করি যে, পরিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যক্ত হয়। ভারতের দৃশ্যপট বহু রকমের, তার বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও আর্থনীতিক প্রয়োজনও বিভিন্ন। আমরা প্রথমত সাধারণ সংস্কৃতির ভিত্তিতে জনগণকে ঘনিষ্ঠতর করার এবং দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক সাংস্কৃতি, সাহিত্যিক বা সামাজিক ধ্যানধারনার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার নীতি অনুসরণ করবো।

উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ...

আমাদের নীতির লক্ষ্য হচ্ছে শাসক পার্টি দেশকে যে অনড়তা ও অবনতির দিকে ঠেলে দিয়েছে তা থেকে তাকে উদ্ধার করা এবং সমৃদ্ধির দিকে তাকে চালিত করা।

এই কাজ শুধু বিরাটই নয়, দেশের দ্রুতবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণও বটে। কিন্তু এই দুঃসাহসিক কাজের সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ আমরা জাতির ক্ষমতার প্রতি আস্থাশীল।

এই লক্ষ লক্ষ লোকের সৃজনীমূলক উৎসাহ ও উদ্দীপনার দ্বার উন্মুক্ত করে আমরা ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপন করতে পারবো। আমরা শুধু চাই একটি সুযোগ, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সুগঠিত ও সুস্থ জীবনের জন্য জনসাধারণ সে সুযোগ আমাদের দেবেন।

আমরা এখানে যা বললাম তা কার্যে পরিণত করতে আমরা কৃতসংকল্প।

আজকে ভোটদাতাদের কাছে যে প্রশ্ন তা ব্যক্তির প্রশ্ন নয়, নীতি ও কর্মসূচীর প্রশ্ন। যার ফলশ্রুতি হচ্ছে আগামী কয়েক দশকে দেশ জীবনযাত্রার কোন পন্থা অবলম্বন করবে।

সরকারের বর্তমান নীতি যদি চালিয়ে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়, তবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দেশ বিষম দুর্গতির মুখে পড়বে। জনসংখ্যার বিস্ফোরণে নিশ্চল অর্থনীতি ভেঙে পড়বে এবং দেশে দেখা দেবে বিশৃংখলা ও প্রায়-অরাজকতা দেয়ালে সে লিখন ইতোমধ্যেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

সরকার, সংকটের পর সংকটের ভিতর দিয়ে চলেছেন। দেশের বড়-রকমের একটি সমস্যারও সমাধান হয়নি। যে-কোন সংকটের মুখে পড়লেই সরকার অবলম্বন করেন নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধ, মীমাংসাকে পরিহার করে চলেন।

আমাদের নীতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা করের বোঝা হ্রাস করবো এবং ব্যক্তির পছন্দ, স্বাধীনতা ও দায়িত্ব সম্প্রসারিত করবো।

সরকার প্রতি পর্যায়ে কণ্ঠনিরোধক বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছেন। আমাদের কাজ হবে এগুলোকে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া এবং জাতির সুসমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য জনসাধারণের বিপুল উদ্দীপনা ও উৎসাহকে মুক্ত করে দেওয়া।

ভারত দীর্ঘকাল দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করেছে। এখন দেশ লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা করুক, তার স্লোগান হবে "গরিবী হটাও" এবং "জাতির সমৃদ্ধি জিন্দাবাদ"।

(বিজ্ঞাপন)

পূর্ব ও দঃ পূর্ব রেলপথে ট্রেন চলাচলে ব্যাঘাতে রেল বোরডের উদ্বেগ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেবরুয়ারি—যাত্রী বিক্ষোভ এবং রেল কর্মীদের লাঞ্ছনার দরুণ পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে ঘন ঘন ট্রেন চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায় রেলওয়ে বোরড কর্তৃপক্ষ বিশেষ উদ্বিগ্ন।

আজ সকালে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগে ট্রেন চলাচল বন্ধ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আজ এখানে রেলওয়ে বোরডের একজন মুখপাত্র বলেন—সব রেল পথের মধ্যে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঐ দুটি রেলপথে ট্রেন চলাচলে ব্যাঘাত ঘটলে রেলের যথেষ্ট আর্থিক লোকসান হয়।

মুখপাত্র বলেন—গত বছরে ঐ দুটি রেলপথে বিক্ষোভ, হাঙ্গামা, ভীতি প্রদর্শন এবং রেল কর্মীদের মারধরের ২৩০টি ঘটনা ঘটে এবং তার ফলে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। ফলে রেলের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। কারণ সারা দেশে রেলের মোট যাত্রী ও মাল চলাচলের শতকরা ৬০ ভাগই হয় ঐ দুটি রেলপথে।

রেল মন্ত্রী শ্রীনন্দ নাকি রাজ্যের আইন ও শৃংখলার সমস্যা সম্পর্কে পঃ বাংলার রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মুখপাত্র বলেন—রাজ্য সরকারও ট্রেন চলাচলে গোলযোগের ব্যাপারে বিশেষ অসুখী, কিন্তু রাজ্যে সরকারের সামনে অন্যান্য অনেক সমস্যাই পড়ে রয়েছে।

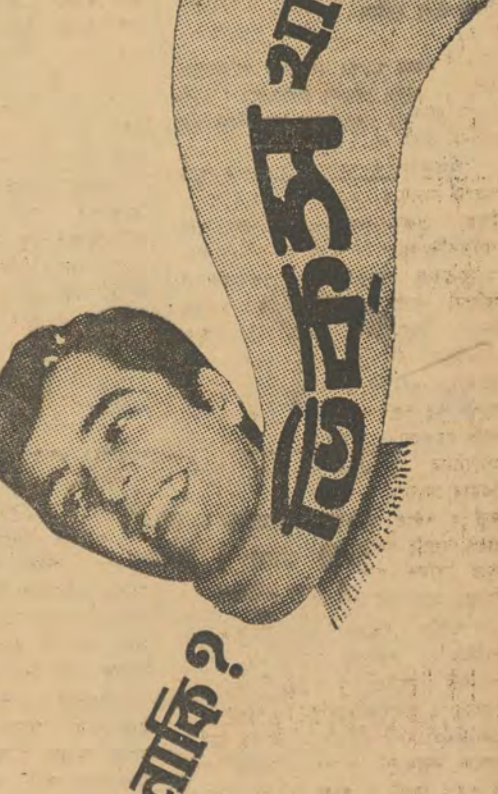

ভিক্স কাশির বড়ি মুখে রাখুন-এর ছুটি ওষুধের গুণ আপনি নিজেই অনুভব করতে পারবেন! প্রত্যেকটি বড়িতে আছে ভিক্স ভেপোরাবের সে-সব উপকরণ যা গলা খারাপ হলেই—আরাম এনে দেবে। বড়ি চুষে দেখুন—দ্রুত কাশির উপশম হবে।

যখনই চান—খেয়ে চটপট আরাম পাবার জন্যে ৪টি বড়ির একটি ছোট প্যাকেট সর্ব্বদা কাছে রাখুন।

দ্রুত কাশি উপশমের বড়ি

লিনটাস-VKS. IA-90 BG

বেনারসী ও সিল্কের জন্য
বেনারসী কুঠী
গড়িয়াহাট জং·কলি·ফোন: ৪৬-৭৪৭৭

"রুঠা না করো" চিত্রে শশী কাপুর ও নন্দা

"নয়া রাস্তা" চিত্রে জিতেন্দ্র, ফরিদা জালাল ও বীণা

"মোহন ২৩৩" আজ ঘরে ঘরে
ব্যবহারে মজবুত • গঠাল সুন্দর
মোহন ২৩৩
সর্বোৎকৃষ্ট দামেও কম
সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

এ-সপ্তাহের ছবি

এ-সপ্তাহে দেশী ছবির মুক্তির তালিকায় রয়েছে দুখানি হিন্দী ছবি। "নয়া রাস্তা এবং "রুঠা না করো"।

পুষ্পা পিকচারসের ইসটম্যানকালার ছবি "নয়া রাস্তা" (পূর্ব নাম "ভারতী") এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে ওরিয়েন্ট, কৃষ্ণা, গণেশ, শ্রী, ইন্দিরা, নবীনা, জেম প্রভৃতি চিত্রগৃহে। খালিদ আখতার পরিচালিত এ-ছবির শিল্পী: আশা পারেখ, জিতেন্দ্র, বলরাজ সাহনী, ললিতা পাওয়ার, সুজিতকুমার, বীণা, ফরিদা জালাল, কিষেণ মেহতা প্রভৃতি। সংগীত পরিচালক—এন দত্ত।

নির্মল পিকচারসের "রুঠা না করো" ছবিটি প্যারাডাইস, প্রভাত, খান্না, রূপালী এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুন্দর দর। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন নন্দা, শশী কাপুর, নাজ, রাজেন্দ্রনাথ, সুলোচনা, অরুণা ইরাণী লক্ষ্মীছায়া, টুনটুন প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেছেন সি রামচন্দ্র।

বিদেশী ছবি

মেট্রো সিনেমায় এ-সপ্তাহের ছবি "সানফ্লাওয়ার" বিদেশী ছবির দর্শকদের কাছে একটি বড় আকর্ষণ। যোসেফ ই লেভিন নিবেদিত এ-ছবিতে মহত্তর প্রেমের এক বিচিত্র রূপ প্রতিফলিত। কারলো পনটি এবং আরথার কোহন প্রযোজিত এবং ভিত্তোরিও ডি-সিকা পরিচালিত এ-ছবির প্রধান তিনটি চরিত্রের শিল্পী সোফিয়া লোরেন, মারচেল্লো মাস্ত্রয়ানী এবং রুশ-শিল্পী লুডমিলা সাভেলইয়েভা।

এলিট সিনেমায় এ-সপ্তাহের ছবি প্যারামাউনট পিকচারসের "স্টারাইল কাককু"। অ্যালান জে পাকুলা পরিচালিত এ ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন লিজা মিনেলি ও নবাগত অভিনেতা ওয়েনডেল বারটন।

অনিবার্য কারণবশতঃ
জরুরী বিজ্ঞপ্তি
এল, এস, ডিলার্স
লটারী খেলা ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১র পরিবর্তে ১৬ই এপ্রিল, ১৯৭১ অনুষ্ঠিত হইবে। এই পরিবর্তনের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।
লক্ষ্মী স্পাইসেস প্রাঃ লিঃ, ২৩৪, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা—৭

ইণ্ডিয়ান অর্ডন্যান্স ফ্যাকটরীজ
সংশোধনী

বিষয়—অবেক্ষাধীনে চার্জম্যান নিয়োগ সম্পর্কে ৯-১-৭১ তারিখে এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন নং ডি এ ভি পি ৬৮৫(৪৫১)/৭০। "যোগ্যতাবলী"-এর নিচে দ্রষ্টব্য ২-এর আংশিক সংশোধনক্রমে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, আই এস-সি বা সমতুল যোগ্যতাসম্পন্ন যে সমস্ত প্রার্থী ফিজিকস, কেমিস্ট্রি ও গণিতে মোট অন্তত ৬০% নম্বর পাইয়া কিন্তু উপরোক্ত ৩টি বিষয়ের কোন একটিতে অন্যূন ৫০% এবং ইংরেজিতে ৪০% নম্বর পাইয়া ফিজিকস, কেমিস্ট্রি ও গণিত লইয়া হায়ার সেকেন্ডারি/প্রি-ইউনিভার্সিটি/ইণ্টারমেডিয়েট সায়েন্স পাস করিয়াছেন, তাঁহারাও যোগ্য হওয়ার জন্য বিবেচিত হইতে পারেন। যে সমস্ত প্রার্থী বি এস-সি ফাইন্যাল পরীক্ষায় ফিজিকস, কেমিস্ট্রি ও গণিত প্রত্যেক বিষয়ে ৫০% নম্বর পাইয়া বি এস-সি পাস করিয়াছেন বা উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন, সেই সমস্ত প্রার্থীর ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্ত বাদ দেওয়া যাইতে পারে। অন্যান্য শর্ত অবশ্য অপরিবর্তিত থাকিবে।

শূন্য পদের সংখ্যা যেহেতু ১০০-এর অধিক হওয়ার সম্ভাবনা নাই, সেই হেতু উপরোক্ত শর্তাবলী আবশ্যিক বিবেচিত হইয়াছে। যে সমস্ত প্রার্থী অর্ডন্যান্স অ্যাণ্ড ইকুইপমেণ্ট ফ্যাকটরীজের নিয়মিত চাকরিতে রহিয়াছেন, তাঁহারা অন্যভাবে যোগ্য হইলে তাঁহাদের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন বয়ঃসীমা পাঁচ বৎসর শিথিল করা যাইবে।

নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত দাখিলের শেষ তারিখ ১২-৩-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ৯-৩-১৯৭১ তারিখের পর সাধারণত কোন ইচ্ছুক প্রার্থীকে সাদা ফরম ইস্যু করা হইবে না।

ডি এ ভি পি ৬৮৫(৫১৭)/৭০

দেশ

৩৮ বর্ষ সংখ্যা ১৬

॥ প্রবন্ধ ও রম্যরচনা ॥

পঞ্চতন্ত্র : সৈয়দ মুজতবা আলী

দুটি দেশ একটি ভাষা : শংকর

হিমালয়ের মত বিরাট বাধা অতিক্রম করে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন কিভাবে সার্থক হয়ে ওঠে তা এই শতাব্দীর এক উল্লেখযোগ্য ইতিহাস। এই মহাউপাখ্যানের সার্থক কাশীরাম দাস হলেন পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ গবেষক বদরুদ্দীন উমর। আর, তাঁর "পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি" গ্রন্থ সেই মহাভারত—যাতে বিধৃত ভাষা আন্দোলনের যথার্থ ছবিটি। ভারতে দুষ্প্রাপ্য এ বইটি — যা প্রত্যেক বাঙালীরই অবশ্যপাঠ্য—থেকে কিছু কিছু উধৃতি সহযোগে শংকর এ প্রবন্ধে ওপার বাংলার প্রতি এপার বাংলার প্রীতি নিবেদন করেছেন ভাষা আন্দোলনের রক্তরাঙা তারিখ একুশে ফেব্রুয়ারির স্মরণে।

একটি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় যন্ত্র মহাপ্রস্থানের পথে : তিমিরবরণ

সংগীতজগতে ভারতে যত রকম বাদ্যযন্ত্র আছে, পৃথিবীর আর কোথাও হয়তো তত নেই। এই অসংখ্য যন্ত্ররাজির মধ্যে সরোদ অন্যতম শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সরোদের অনুশীলন এবং চর্চা দিন দিন যেন রুক্ষাণাইভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এরকম যদি চলতে থাকে, তাহলে যে নিকটভবিষ্যতেই এই অসাধারণ সংগীতযন্ত্রটির স্থান কেবলমাত্র মিউজিয়মে হবে—এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ তিমিরবরণ তাঁর এই প্রবন্ধে।

দ্বিতীয় সংগীত সংহতি সম্মেলন : নন্দনবিহারী

ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা : ফাদার দ্যতিয়েন

॥ গল্প ॥

ময়না : সুশীল রায়

সুশীল রায় স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক। গল্প, উপন্যাস কবিতা—যে-কোনও ধরনের রচনাতেই তাঁর হাত অসামান্য। সাধারণ একটি ভবঘুরে মানুষের,—যে নিজেকে সফরের শঙ্খচিল বলত,—সাধারণ একটি ইচ্ছা-বাসনাকে কেন্দ্র করে একটি অসাধারণ রচনা এই ছোটগল্প।

॥ উপন্যাস ও স্মৃতিকথা ॥

রত্ন ও শ্রীমতী : অন্নদাশঙ্কর রায়

এই তার পুরস্কার : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা : শিবরাম চক্রবর্তী

॥ কবিতা ॥

এমনিভাবেই বাঁচতে হবে : শান্তনু দাস

কবিতার দিন : জয়োৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

দূরবীন : বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

তোমার আঁধার দিনের সংবেদন : কালীকৃষ্ণ গুহ

॥ নিয়মিত বিভাগ ॥

সম্পাদকীয় ॥ রাষ্ট্রপতির সংবাদভাষ্য ॥ দেশাপট ॥ বৈদেশিকী ॥ বিশ্ববিজ্ঞান ভারতের অর্থনীতি ॥ ঘরে বাইরে ॥ চিত্রপ্রদর্শনী ॥ আলোচনা ॥ সাহিত্য সংবাদ পুস্তক পরিচয় ॥ খেলার মাঠে ॥ টেবল টেনিসের আইনকানুন ॥ অরণ্যদেব রঙ্গজগৎ ॥ সাপ্তাহিক সংবাদ ॥

দাম : ৬০ পয়সা

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট । কলকাতা ১

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

খামোশী
(গীতাঞ্জলি)

হিন্দী ছবি বলতে যাঁরা নাচ-গান, সস্তা ভাবাবেগ এবং ক্রাইম ও স্মাগলিং-এর গপ্পো বোঝেন, গীতাঞ্জলির "খামোশী" তাঁদের কাছে একটা আলাদা চমক। অসিত সেনের "দীপ জেলে যাই" যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের কাছে হয়তো "খামোশী" ততটা চমকপ্রদ মনে হবে না। কারণ, এ ছবি অনেকটা শ্রীসেনের পূর্বতন বাংলা ছবির ঢঙেই নির্মিত।

হাসপাতালের পটভূমিতে, ব্যর্থ প্রেমের মানসিক রোগীকে (ধর্মেন্দ্র), প্রেমের অভিনয়ের দ্বারা সুস্থ করতে গিয়ে নার্স রাধার (ওয়াহিদা রহমান) জীবনে প্রেম, ব্যর্থতা এবং অবশেষে পাগল হয়ে যাওয়ার যে কাহিনী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত "দীপ জেলে যাই"-তে পাওয়া গিয়েছিল, "খামোশী"-তে তার অতিরিক্ত আর যা আছে, তা না থাকলেই যেন ভাল হত। স্পষ্টই বোঝা যায়, হিন্দী ছবির মিশ্র রুচির দর্শকের কথা পরিচালক একেবারে মাথা থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি। তাই নায়ক অরুণের (রাজেশ খান্না) মানসিক ব্যাধির উৎস হিসেবে তার ব্যর্থ প্রেমের ঘটনা কাহিনীতে যুক্ত এবং সেই প্রসঙ্গে কিছু নাচ-গানের অবতারণাও। যদিও সেই সব পর্বে পরিচালক যথেষ্ট সংযম দেখিয়েছেন, এবং ওই অংশেই আমরা কিছু কাটা-কাটা, সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যঞ্জনাময় সংলাপ (গুলজার রচিত) শুনতে পেয়েছি। ছবির অন্যত্রও কিছু ভালো সংলাপ আছে। আবার নার্সের কর্তব্য এবং সেবাব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে যে দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহৃত, তা ছবির মেজাজের সঙ্গে মেলে না। ওই অংশে ফ্ল্যাশব্যাকে যে যুদ্ধের ঘটনা দেখানো হয়েছে তা খুবই কাঁচা। ওটি স্বচ্ছন্দে বর্জন করা চলত। রাধা যে তাকে ভালবাসে না, তার সঙ্গে কেবল প্রেমের অভিনয় করেছে, এ-কথা সদ্য রোগমুক্ত অরুণকে একটি মানসিক হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসকের (নাজির হুসেন) পক্ষে বলা উচিত কিনা তাও ভেবে দেখার মত।

এইসব ত্রুটিগুলি কিন্তু "খামোশী"র মত একটি উঁচুমানের ছবির শিল্পরস গ্রহণের পক্ষে বড় বাধা হয়ে উঠতে পারেনি। তার জন্য অসিত সেন অভিনন্দন পাবেন। এ-ছবিতে তাঁর শিল্পভাবনা অনেক পরিণত, ইঙ্গিতগুলি ব্যঞ্জনাময় ও ডিটেলের কাজ চমৎকার। কয়েকটি দৃশ্যের কমপোজিশনের তো তুলনা হয় না। চব্বিশ নম্বর কেবিনের শূন্য চেয়ারে, রাধার প্রেমাস্পদ দেবের অদৃশ্য উপস্থিতি স্পষ্টই অনুভূত। মেঘদূত-এর উপর ফ্ল্যাশব্যাক, পশ্চাদপটে রেডক্রশ রেখে নার্সের বাস্তব সচেতনতার একটি মুহূর্ত, রেকর্ড বাজিয়ে স্মৃতিসঞ্চারের নাটকীয়তা, এবং এমনি আরও অনেক ভাল ভাল কাজ এ ছবিতে দেখিয়েছেন তিনি। সংগীত ব্যবহারে তাঁর অসামান্য দক্ষতাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। প্রযোজক-সুরকার হেমন্তকুমার গানের সুরে এবং আবহ-সংগীতে বৈশিষ্ট রক্ষা করেছেন। যদিও গানগুলি শুনতে শুনতে তাঁরই সুর দেওয়া "দীপ জেলে যাই"-এর কথা মনে পড়ে। মান্না দে, লতা, কিশোর, আরতি প্রভৃতি সকলের গানই সুখশ্রাব্য।

ওয়াহিদা রহমান নার্স রাধা চরিত্রের জটিল রূপটি চমৎকারভাবে ফুটিয়েছেন। এক চোখে আনন্দ আর এক চোখে বেদনা ঝরানো বোধহয় তাঁর মত শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। রাজেশ খান্না যে একজন সিরিয়স অভিনেতা তার প্রমাণ আবার পাওয়া গেল। আনোয়ার হোসেন তাঁর চরিত্রের মানবিক দিকটি খুবই সুন্দর ফুটিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে নাজির হুসেন, ললিতা পাওয়ার, স্নেহলতা, ইফতিকার, নয়না, অজিত চাটার্জি ও দেবেন বর্মা চিত্রনাট্যের দাবি মিটিয়েছেন।

কমল বসুর ক্যামেরার কাজ ও তরুণ দত্তের সম্পাদনা উঁচু মানের। কলা-কৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ চলনসই।

হরপার্বতী
(মাদ্রাজ সিনে ল্যাবরেটরি)

মাদ্রাজ সিনে ল্যাবরেটরির "হর-পার্বতী" ছবিটি বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ দর্শককে কতটা খুশি করবে জানি না, তবে এ ছবির নানাবিধ ট্রিক শট, লোমহর্ষক যুদ্ধের দৃশ্য এবং নাচ-গান একটা তাৎক্ষণিক আনন্দ যোগায়। পার্বতীর পিতা গিরিরাজের কাছে নারদ যখন সতীর পূর্বজন্মের ঘটনা বলছে তখন ফ্ল্যাশব্যাকে দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগ ইত্যাদি দৃশ্যগুলি দর্শককে শুরু থেকেই আবিষ্ট করে রাখে। মদন ভস্ম, উমার তপস্যার সময় নানা ভয়াবহ ঘটনার মধ্য দিয়ে উমাকে শিবের পরীক্ষা, হর-পার্বতীর মিলন, কার্তিকের জন্ম এবং তারকাসুর বধ প্রতিটি প্রতিটি অংশেই ট্রিক-শটের ছড়াছড়ি। তারকাসুর বধ-এর পরই ছবি শেষ।

দক্ষিণ ভারতের এই রঙীন ছবিতে দৃশ্যপটের জাঁকজমক যত, নাচ-গানের আয়োজনও তত। শিবের তাণ্ডব নৃত্য, মদন-রতির নাচ ভাল লাগলেও উর্বশী-মেনকার দীর্ঘস্থায়ী নৃত্যবন্ধ খানিকটা ক্লান্তি আনে। ছবির সবচেয়ে উপভোগ্য অংশ কার্তিক ও গণেশের বিশ্ব-পরিক্রমার প্রতিযোগিতায় গণেশের পিতৃ-মাতৃভক্তির পরোক্ষপ্রকাশ।

এ ছবির গানগুলি খুব ভাল আদ্যাশক্তির আরাধনার স্তোত্রগীতিটি তো রীতিমত ভক্তিভাবে পূর্ণ। সুরকার সন্তোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কাজের জন্য প্রশংসা পাবেন। মান্না দে, সন্ধ্যা, সুচিত্রা, দেবব্রত বিশ্বাস, আরতি, বনশ্রী, প্রতিমা, প্রসূন, নির্মলা মিশ্র নীতা সেন, শিপ্রা বসু, পদ্মিনী দাশগুপ্ত প্রভৃতি শিল্পীরা বেশ ভাল গান গেয়েছেন। অমর রায়, দিনেন্দ্র চৌধুরী, অংশুমান রায় প্রভৃতি লোকসংগীত শিল্পীদের গানও এ ছবিতে ব্যবহৃত।

পরিচালক উমাপ্রসাদ মৈত্র ভাষান্তর কর্মে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সন্দেহ নেই। কয়েকটি দৃশ্যে শিল্পীর মুখের অংশবিশেষ দেখিয়ে তিনি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

"সীমাবদ্ধ"-র শিল্পী নির্বাচন

সত্যজিৎ রায় তাঁর পরবর্তী ছবি করছেন শংকরের "সীমাবদ্ধ" উপন্যাস অবলম্বনে এ সংবাদ গত সপ্তাহেই জানানো হয়েছে। ওই ছবির কিছু কিছু চরিত্রের শিল্পী নির্বাচন শ্রীরায় ইতিমধ্যেই করে ফেলেছেন। নায়ক চরিত্রে অভিনয় করবেন নবাগত বরুণ চন্দ। তিনি ক্ল্যারিয়ন ম্যাককান অ্যাডভারটাইজিং কোমপানিতে চাকরী করেন। শর্মিলা ঠাকুর নায়িকা নির্বাচিত। হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একজন অবসর-প্রাপ্ত আই-সি-এস চরিত্রে রূপ দেবেন। অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ও একটি বিশিষ্ট চরিত্রের শিল্পী। মারচ মাসে শুটিং আরম্ভ হবে বলে জানা গেছে।

বহুরূপীর নতুন নাটক

বহুরূপী সম্প্রদায় আগামী ২৮ ফেবরুয়ারি, রবিবার, সন্ধ্যা ছ'টায় অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে তাদের সর্বাধুনিক নাট্যপ্রয়াস বাদল সরকারের "পাগলা ঘোড়া" সর্বপ্রথম মঞ্চে উপস্থাপিত করবেন। এবং এই পর্যায়ে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত অ্যাকাডেমি মঞ্চে প্রতি রবিবারই অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছে।

নাটকটির নির্দেশনা শম্ভু মিত্রের। মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত ও আবহ-সংগীতের দায়িত্বে আছেন যথাক্রমে খালেদ চৌধুরী, তাপস সেন ও অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটিতে অভিনয় করেছেন বহুরূপীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীবৃন্দ।

'প্রতিদ্বন্দ্বী' ও 'ইণ্টারভিউ' সম্পর্কে আলোচনা-সভা

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা সম্প্রতি দুখানি বাংলা ছবি নিয়ে দুটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন। ছবি দুটি হল : সত্যজিৎ রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং মৃণাল সেনের ইনটারভিউ।

'প্রতিদ্বন্দ্বী' সম্পর্কে আলোচনায় বক্তাদের সকলেই প্রথমে ছবির শিল্প-উৎকর্ষ স্বীকার করে নেন। তার পর কিছু কিছু প্রশ্ন তোলা হয়। প্রশ্নগুলি মোটামুটি এই রকম : (এক) নায়ক সিদ্ধার্থের কলকাতা (যা তার কাছে জীবনের প্রতীক) ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াটা তার এবং ব্যাপক অর্থে চলচ্চিত্রকারের পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচায়ক কিনা; (দুই) শেষ দৃশ্য পর্যায়ের প্রকৃত তাৎপর্য কী; (তিন) 'প্রতিদ্বন্দ্বী'কে সত্তর দশকের বলিষ্ঠ ছবি বলা যায় কিনা। এই তিন প্রশ্ন বা প্রসঙ্গ নিয়ে বক্তাদের মধ্যে সুস্থ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ ধর্মী আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত। শেষের দিকে ফাদার রোবাজ একটি মৌল প্রশ্ন তোলেন—সিদ্ধার্থ চরিত্র কি আদৌ বিশ্বাস্য? শিল্পের সত্য আর বাস্তবের সত্য যে এক নয়, সেই কথা সম্ভবত অনেকের মনে তখন এসে থাকবে। কিন্তু আলোচনা সেই দিকে বিশেষ অগ্রসর হয়নি।

সভাপতি শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ সবশেষে এই ধরনের আলোচনার সদর্থক দিকটির উল্লেখ করে বলেন, শিল্পকর্ম সম্পর্কে নানা মত থাকা ভাল, শেষ কথা কখনও উচ্চারণ সম্ভব নয়। বিভিন্ন মতের বিনিময়ে যে-নতুন আলোক পাওয়া যায়, ছবির শিল্প মূল্যায়নে তার প্রয়োজন আছে। সেইখানেই, তিনি বলেন, এই আলোচনার সার্থকতা।

* * *

ইনটারভিউ চিত্রটির আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন শ্রীবাগীশ্বর ঝা। সেদিনের বিতর্কে ছবিটির বিরূপ সমালোচনার সুর স্পষ্ট ছিল। দুজন অংশত অন্য মত ব্যক্ত করেন। ছবির কিছু ত্রুটি স্বীকার করে নিয়েও তাঁরা পরিচালক শ্রী সেনের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দেন। এই প্রসঙ্গে তাঁরা ছবির কয়েকটি দৃশ্য পর্যায় এবং পরিচালকের বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণ করেন।

চলচ্চিত্র-সংগীত ব্যবহারের স্বত্ব

কথাচিত্রের অঙ্গীভূত যে-সংগীত (যা সাউনড-ট্র্যাকে বিধৃত), ছবির প্রদর্শনীর সময় তার ব্যবহারের জন্য কি আলাদা লাইসেনসের দরকার আছে? এদেশের ছবির ক্ষেত্রে আগে ছিল না, প্রদর্শকরা স্বচ্ছন্দে তাঁদের সিনেমায় ছবি দেখাতেন, সংলাপের সঙ্গে যথাস্থানে গান-বাজনা চলত। গান-ব্যবহারের আলাদা স্বত্ব নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি।

"আজকের নায়ক" চিত্রে শমিত ভঞ্জ ও সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়

...পারফরমিং রাইট সোসায়েটি' নামে এক সংস্থা গঠিত হওয়ার পর সেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

উক্ত সোসায়েটির পক্ষ থেকে ব্যাপারটাকে কলকাতার হাই কোরটের সমীপে আনা হয়েছে। কয়েকটি হিন্দী চিত্রের সংগীত-ব্যবহারের স্বত্ব নিয়ে এই মামলা। সোসায়েটির আবেদনপত্রে বলা হয়, বহু সংখ্যক গীতিকার, সুরকার এবং চিত্র-প্রযোজককে নিয়ে তাঁদের সংস্থা গঠিত। আরও বলা হয় যে, সংশ্লিষ্ট ছবিগুলির সংগীতাংশ জনসাধারণের সামনে ব্যবহারের জন্য সোসায়েটি বিধিসম্মতভাবে 'ফি' ইত্যাদি অর্থমূল্য নির্ধারণ করেন, যার বিনিময়ে সোসায়েটির লাইসেনস বিতরণ করার কথা। আবেদনপত্রে জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত সংস্থারা উক্ত লাইসেনস সংগ্রহ না করে এবং কোনও মূল্য না দিয়ে সংগীত-সহ সংশ্লিষ্ট ছবিগুলির প্রদর্শনী করছেন। সংগীত-ব্যবহারের স্বত্ব রক্ষার জন্য সোসায়েটি হাই কোরটের শরণ নেন।

আবেদনপত্র দাখিল করা হয় গত ২৪ ডিসেমবর। সেটি ছিল ইনজাংশন প্রার্থনার মামলা। সেই পর্যায় ১১ জানুয়ারি শেষ হয়েছে। বিচারপতি পর্যাপ্ত মামলার নির্দেশ দিয়েছেন ... এই মামলার নিষ্পত্তির উপর চলচ্চিত্র-সংগীত ব্যবহারের স্বত্বঘটিত প্রশ্নের মীমাংসাও নির্ভর করছে।

"প্রতিবাদ" আসন্ন

বিশ্বজিৎ নিবেদিত, নিমাই মৈত্র প্রযোজিত আরট মুভিজের "প্রতিবাদ" রাধা, পূর্ণ ও প্রাচী চিত্রগৃহে এই মাসেই মুক্তি পাবে বলে জানা গেছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অজিত গাঙ্গুলী। তপেশ্বর প্রসাদ ছবিটি পরিচালনা করেছেন। সুর দিয়েছেন শ্যামল মিত্র। ছবির প্রধান দুটি চরিত্রের শিল্পী : বিশ্বজিৎ ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে আছেন : হারাধন, কালীপদ, সুলতা, অপর্ণা, পদ্মা, অজয়, অরুণকুমার, সুলেখা, মন্মথ, চিন্ময়, রবি ঘোষ প্রভৃতি।

রবীন্দ্রসংগীতের একক অনুষ্ঠান

সন্ধানী গোষ্ঠীর প্রযোজনায় আগামী ২১ ফেবরুয়ারি, রবিবার, সকাল সাড়ে দশটায় রবীন্দ্রসদনে একক আসরে সংগীত পরিবেশন করবেন রবীন্দ্রসংগীতের বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীঅমল নাগ। গ্রন্থনায় থাকবেন শ্রীপ্রদীপ ঘোষ।

স্লিম ফিগার ফিরে চান?
—ফিগারেটে আসুন
পুরুষদের ও মহিলাদের আলাদা আলাদা সময়।
Figurette
ফিগার কন্ট্রোলের রহস্য কেন্দ্র
৪, সিটন রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
ফোন: ৪৪-৬৮৬১

বেতার বার্তা

শুক্রবার—১৯ ফেবরুয়ারী

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-০৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ অজয় ঘোষ—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত—সেতার; জয়া বসু; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ শাশ্বত বাণী; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ কৃষ্ণা ঘোষাল—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা লোকগীতি—পরিবেশনা : 'সংগীত-প্রতিভা'র শিল্পিগোষ্ঠী; ৮-১৫ জপমালা ঘোষ—আধুনিক; ৮-৩০ খেয়াল; ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-০৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ মঞ্জু ঘোষ—ঠুংরী; ৯-৪৫ নমিতা বন্দ্যোঃ—আধুনিক; ১০টা তপতী সেন—খেয়াল; ১০-৩০ প্রতিমা চৌধুরী—সেতার; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, রবীন্দ্রসংগীত; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১টা জয়া বসু—সেতার; ১-৩০ সুগম সংগীত; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ অজয় ঘোষ—গীটার; ২টা গীতিকা; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (দশম শ্রেণী) সহপাঠক্রমে শিক্ষা; খেলাধুলা, বনমালী বন্দ্যোঃ—লোকগীতি (শর্ট-ওয়েভে); ২-৪৫ পদ্মরেণু চট্টোঃ—আধুনিক (শর্টওয়েভে); ২-৫০ অজয় ঘোষ—গীটার; ৩টা রীতা সান্যাল—রবীন্দ্রসংগীত; ৩-১৫ নারায়ণ কুণ্ডু—গীত; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, সুবল দে—সরোদ; ৫-৩০ পদ্মরেণু চট্টোঃ—লোকগীতি; ৫-৪৫ সমীর সান্যাল—শ্যামাসংগীত; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ বনমালী বন্দ্যোঃ—লোকগীতি; ৬-৪০ ঝড়ের পরে—রূপক, রচনা—অজয় বসু; ৭টা পল্লী বেতারগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮টা নিকটে ফাঁদ : বাংলা নাটক, রচনা—অগ্নিমিত্র; ৮-৫০ কৃষ্ণা ঘোষ—অতুলপ্রসাদের গান; ৯টা খেয়াল; ৯-৩০ অনুরোধের আসর (রবীন্দ্রসংগীত); ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-০৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা—লোকগীতি : পরিবেশনা—'সংগীতপ্রতিভা'-র শিল্পিগোষ্ঠী (শর্ট-ওয়েভে); ১০-৩০ অনুরোধের আসর (রবীন্দ্রসংগীত); ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্ : আলোর গান, শুভ্রা চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-০৫ দিনের আলোয় : রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে পাঠ—যোগব্রত চক্রঃ; ৬-১০ রাগরঙ : বকুল চট্টোঃ—খেয়াল ও ভজন; ৬-৩০ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৬-৩৫ সুরের আলো : কল্যাণকুমার দে গীটার; ৬-৪০ নানারঙের গান : মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোঃ—নজরুল-গীতি, সুনীলচন্দ্র দত্ত—লোকগীতি; ৭টা যুবসংবাদ—বাংলা সংবাদ; ৭-০৫ শ্রুতি-তরঙ্গ : কল্যাণকুমার দে—গীটার; ৭-১০ গীতাঞ্জলি : রবীন্দ্রসংগীত—শুভ্রা চট্টোঃ; ৭-২০ সত্তর দশকের চোখে : আমার চোখে আজকের নাচ—জয়শ্রী পাহাড়ী; ৭-২৫ দিগন্তের গান : আধুনিক বাংলা গান—শিবানী সেনগুপ্ত; ৭-৩৫ সুর-লহরী : কল্যাণকুমার দে—গীটার; ৭-৪০ কাজ চাই : বাংলা কথিকা; ৭-৪৫ শাস্ত্রীয় সংগীত; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১টা সময় সংকেত, পাশ্চাত্ত্য সংগীত (সং); ১-৪০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইং সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-০৫ মেঠো সুর : সুনীলচন্দ্র দত্ত—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণ কণ্ঠে : রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' থেকে আবৃত্তি—রত্না মিত্র ও অমিতাভ চট্টোঃ; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ : কল্যাণকুমার দে—গীটার; ৫-৩০ যুবসংবাদ— বাংলা সংবাদ; ৫-৩৫ দেউল : শিবানী সেনগুপ্ত—ভজন; ৫-৪৫ সুরধ্বনি : কল্যাণকুমার দে—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান : শুভ্রা চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত ও অতুলপ্রসাদের গান; ৬টা ইং সংবাদ; ৬-০৫ ক্যালকাটা '৭১ (ট্যালেণ্টস ইন টাউন) ৬-৩০ খেলাধুলোর জগৎ : তরুণ ক্রিকেটার সুব্রত গুহের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার—সুজিত সাহা; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা : শিবানী সেনগুপ্ত—ভজন, সুনীলচন্দ্র দত্ত—লোকগীতি; ৬-৫০ রাগরঙ : বকুল চট্টোঃ—খেয়াল ও ঠুংরী; ৭-১৫ চিঠির উত্তর—শ্রোতাদের চিঠির উত্তর; ৭-৩০ গানের বৈঠক : শুভ্রা চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; মঞ্জুশ্রী বন্দ্যো—নজরুল-গীত, শিবানী সেনগুপ্ত—আধুনিক, সুনীলচন্দ্র দত্ত—লোকগীতি; ৮টা জপমালা ঘোষ—ভক্তিমূলক গান; ৮-১৫ অজিতকুমার দাস—খেয়াল; ৮-৩০ মঞ্জু ঘোষ—টপ্পা; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান : অবকাশরঞ্জন (দিল্লী থেকে); ৯-৩০ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য; ৯-৪৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত (সং); ১০-৩৫ প্রতিমা চৌধুরী—সেতার; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

খ : (সন্ধ্যায়) ৬টা তপতী সেন—খেয়াল; ৬-১৫ সুবল দে—সরোদ; ৬-৩০ নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়—ভক্তিমূলক গান; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা রীতা সান্যাল—আধুনিক; ৭-১৫ বাণিজ্য-বার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ নারায়ণ কুণ্ডু—গীত ও ভজন; ৭-৪৫ সমীর সান্যাল—শ্যামাসংগীত; ৮টা সমাপ্তি।

এটি শুধু বিজ্ঞাপন নয়
মায়েদের কাছে এটি একটি জরুরী ঘোষণা
পরাগ
(স্প্রে-ড্রায়েড)
এই নূতন শিশুর দুগ্ধজাত আহারটি মুহূর্তের মধ্যে গলে যায় এবং সুষম খাদ্যগুণে ভরপুর, এতে আছে ভিটামিন (বি ১২ সহ ৮ রকমের) যা বাচ্চাদের শরীর গঠনে সাহায্য করে।
প্রোটিন আর ভিটামিনে সমৃদ্ধ, ৭০'র নবতম শিশুর গুঁড়ো দুধ—পরাগ। দেশের সর্বাধুনিক দুগ্ধকেন্দ্রে সর্বোত্তম স্প্রেড্রাইয়িং প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত। এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।
তাজা আর পুষ্টিকর দুধ। পরাগ সেই সমস্ত উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত ডায়েরী কলাকুশলীদের হাতে তৈরী, যাঁদের আছে উৎকৃষ্ট দুগ্ধজাত সামগ্রী প্রস্তুত সম্বন্ধে বহু বছরের অভিজ্ঞতা।
অত্যধিক নিষ্ঠার সঙ্গে গুণ নিয়ন্ত্রিত মান। কোনরকম হাতের ছোঁয়ার কলংক নেই। শিশুর স্বাস্থ্য গড়ে তোলার পক্ষে যা দরকার, পরাগ-এ আছে সেই সব গুণ। এছাড়া স্বাদে উপাদেয় আর হজমও হয় সহজে।
পরাগ-এর গুঁড়ো দুধ সহজেই জলে মিশে যায়। ফীডিং বোতলের নিপ্‌লসের ছিদ্রে দুধ জমে না, ফলে বোতল থেকে দুধ এমন সহজ গতিতে বার হয় যে শিশু অনায়াসে তা পান করতে পারে।
প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি এবং সুরক্ষিত ভিটামিন ও মিনারেলে ভরপুর পরাগ-এ আছে আরও একটি অপরিহার্য জিনিষ—ভিটামিন-বি ১২ যা রক্তে লোহিত কণিকা সৃষ্টি করে।
একমাত্র পরিবেশক
স্পেনসার এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড
৭০, ডায়মণ্ড হারবার রোড, খিদিরপুর, কলিকাতা-২৪
প্রস্তুতকারক
প্রাদেশিক কোঅপারেটিভ ডেয়ারী ফেডারেশন লিমিটেড, লাখনউ
তাদের শিশুর খাদ্যতৈরী কারখানাতে, দালপাতপুর, মোরাদাবাদ

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কালকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার